মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

মানবাধিকার সুরক্ষায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১ দারিদ্র্য বিলোপ

২ ক্ষুধা মুক্তি, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

৩ সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

৪ সকলের জন্য সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

৫ জেন্ডার সমতায় সকল নারীর ক্ষমতায়ন

৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা

৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি সহজলভ্য করা

৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

৯ শিল্প অবকাঠামো এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

১০ অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

১১ টেকসই নগর ও নিরাপদ জনবসতি গড়ে তোলা

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা

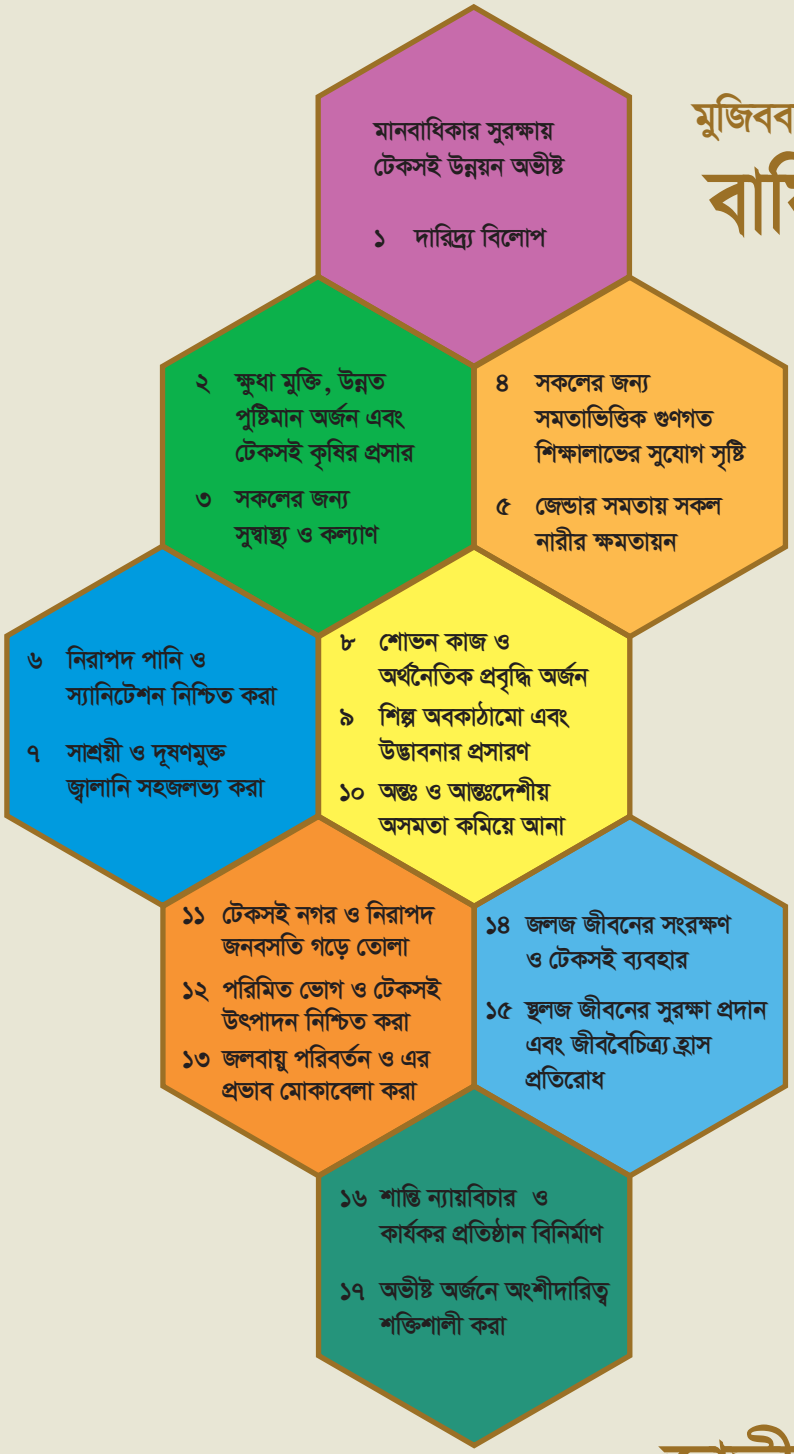

১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলা করা

১৪ জলজ জীবনের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

১৫ স্থলজ জীবনের সুরক্ষা প্রদান এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১৬ শান্তি ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

এ প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কার্যাবলীর ওপর প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২২(০১) ধারা অনুসারে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে দাখিল করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

উপদেষ্টা মণ্ডলী

নাছিমা বেগম, এনডিসি	সভাপতি
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিম	সদস্য
চিংকিউ রোয়াজা	সদস্য
মিজানুর রহমান খান	সদস্য
জেসমিন আরা বেগম	সদস্য

প্রচ্ছদ ভাবনা

নাছিমা বেগম, এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রস্তুতকরণ কমিটি

ক) নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব	আহবায়ক
খ) মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	সদস্য
গ) কাজী আরফান আশিক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য
ঘ) সুস্মিতা পাইক, উপপরিচালক	সদস্য
ঙ) ফারজানা নাজনীন তুলতুল, উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	সদস্য
চ) মোঃ আজহার হোসেন, উপ-পরিচালক	সদস্য
ছ) ফারহানা সাঈদ, উপ-পরিচালক	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব	সম্পাদক
ফারহানা সাঈদ, উপ-পরিচালক	সহযোগী সম্পাদক

কপিরাইট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

ডিজাইন ও প্রিন্ট

তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
ফোন : ০২-৪৭১২২৫৩৯, ০২-২২৩৩৮৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

চেয়ারম্যানের প্রাক্‌কথন ০৭

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা ১১

সারসংক্ষেপ ২১

অধ্যায় ১:
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি ২৪

অধ্যায় ২:
২০২১ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন ৩০

অধ্যায় ৩:
অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ৩৪

অধ্যায় ৪:
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ৬৭

অধ্যায় ০৫:
কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা এবং আগামীর পথচলা ১০৩

সংযুক্তি:

১ : মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের বিভাগ/জেলাভিত্তিক দায়িত্ব ১০৬

২ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন এবং ই-মেইল এর তালিকা ১০৭

৩ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজন/সংশোধিত বাজেট (উপযোজনসহ) এবং ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১০৮

৪ : কমিশনের অর্গানোগ্রাম ১০৯

৫ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের তালিকা ১১০

৬ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পূর্বতন কমিশনারবৃন্দ ১১২

৭ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জেলা কার্যালয়সমূহ ১১৩

৮ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১১৪

৯ : ফটো গ্যালারী ১১৫

চেয়ারম্যানের প্রাক্‌কথন

আমরা জানি, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল সুর হলো প্রতি জন মানুষের সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে এ অধিকার প্রত্যেকের প্রাপ্য যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এ অধিকার শাশ্বত এবং কোন দেশের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৩০টি অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী যাই হউন না কেন, তিনি গ্রাম বা শহর বা বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা রয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের জাতির পিতা তাঁর কৈশোর থেকেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় নিবেদিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে পরিচালিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যেমন অঙ্গীকার রয়েছে, তেমনি আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। তাইতো যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানেই আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিভিন্ন মানবিক সংকট নিরসনে কমিশনের রয়েছে ১২টি থিমেটিক কমিটি। কোভিড-১৯ সংকটকালেও কমিশনের কাজ থেমে থাকেনি। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থাকে কমিশন গঠনমূলক সুপারিশ প্রদান করেছে। এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে।

তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিজয়ীদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত ফলাফলে নির্বাচিত বিজয়ী ১০০ জনকে দুই বছরের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা হারে "মানবাধিকার বৃত্তি" দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শিশুদের শৈশব থেকেই

মানবাধিকারের চর্চার জন্য বর্তমান কমিশন 'অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্স' চালু করেছে। গণপরিবহন,কর্মস্থান ও পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানি বন্ধে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে কমিশন, যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠনসহ সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পেছনের কারণ জানার জন্য গবেষণাসহ মানবিক মূল্যবোধ সৃজনে দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রতিবেদন যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করে সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমুহের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ রাখছি এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তি ইতোমধ্যে আগের চেয়ে দ্রুত হচ্ছে। রংপুরের পীরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার তদন্ত, সৌদি আরবে বাংলাদেশী শ্রমিক আবিরন হত্যার বিচার নিশ্চিত, খুলনার নিরপরাধ সালাম ঢালীর ঘটনা, বিএসএমএমইউ হাসপাতালে ভালো কিডনি অপসারণে মৃত্যুর ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের, ঢাকায় ভাড়াটিয়া-মালিক দ্বন্দ্বে ভুক্তভোগীর পানির লাইন ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনায় কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ সংশোধন এবং কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালার খসড়া তৈরি করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে কমিশন।

১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য ভুক্তভোগীদের মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরাম যেমন এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম (APF), Global Alliance for National Human Rights Institutions (GANHRI), জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়ে আসছি।

সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও হামলার ঘটনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এর ভয়াবহতা অনুধাবন করে সরকার ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করলেও ধর্ষণ কমেনি। সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ এক ভয়াবহ রূপ নেয়ায় এর কারণ চিহ্নিতকরণসহ এর নিরসনের উপায়সমূহ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন থেকে "ন্যাশনাল ইনকোয়ারি" করা হচ্ছে। আমি মনে করি, সামাজিক অস্থিরতা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধের একটি অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। নারীর প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম নেওয়া হয়। অথচ প্রতিনিয়ত কর্মস্থলে যাতায়াতসহ বিভিন্ন সময় নারীরা যৌন সহিংসতা এবং নানান অপকর্মের শিকার হচ্ছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নে যেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে অন্যদিকে রাষ্ট্রের অর্জন ম্লান হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। এই অবস্থার নিরসন ও এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ত সম্পন্ন করে মামলার বিচার দ্রুত নিস্পত্তি করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমি মনে করি, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, হিজড়া, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে নয়; আমরা সকলেই মানুষ হিসেবে যেদিন পরিচিত হতে পারব, সেদিনই সমাজে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এর জন্য একাধারে পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ

সাধন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আজকের যারা কিশোর কিশোরী, যারা আমাদের আগামী, তাদেরকে মানবাধিকারের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

সম্প্রীতির বাংলাদেশে
বৈষম্য আর নয়
সমতায় গড়বো দেশ
মানবতার জয়

জন্ম থেকেই বেঁচে থাকা
সবার অধিকার
ধর্ম বর্ণ পেশা ভেদে
কাজের অধিকার
সকল পেশাই মর্যাদার
ভিক্ষাবৃত্তি নয়
সমতায় গড়বো সমাজ
মানবতার জয়।

পরধর্মে আঘাত করা
মানবাধিকার নয়
ভিন্ন ধর্মে শ্রদ্ধা করা
মানবতার জয়
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
নয় ভেদাভেদ নয়
নারী পুরুষ সমান সমান
সমতার হোক জয়।

নাছিমা বেগম এনডিসি

সার্বক্ষণিক সদস্যের বার্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের বিধান অনুসারে ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আমরা আনন্দিত।

এবছর মহামারী করোনার প্রকোপ কমতে শুরু করায় আমরা কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি। করোনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার পাশাপাশি মহামারী মোকাবেলার প্রতিবন্ধকতাসমুহ আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। পাশাপাশি, আমরা বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা বৈষম্য দেখেছি। একটি সুস্থ পৃথিবী ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলের জন্য টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এক্ষেত্রে সকলে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়। এলক্ষ্যে "বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও" প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার পালিত হল মানবাধিকার দিবস ২০২১।

মানবাধিকার সর্বজনীন। এ অধিকার কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারেনা। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনস্বরূপ মানবাধিকার সংক্রান্ত ০৯ টি কনভেনশনের মধ্যে ০৮ টিতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"। এই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

এবছর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কিছু ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এই প্রথম সরকারের নিকট থেকে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মী খাদিজাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের হস্তক্ষেপে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বগুড়ার এক ভুক্তভোগীকে ছয় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করেছি সরকারের নিকট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়সহ সকল সরকারি দপ্তর যেন অভিযোগ নিস্পন্ন করা সংক্রান্ত কমিশনের চাহিত প্রতেবেদন দ্রুত প্রেরণ করে সেলক্ষ্যে আমরা মতবিনিময় করি এবং পূর্বের চেয়ে এখন দ্রুত প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে।

দাপ্তরিক কাজ আরও দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই দৃশ্যমান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে, আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনকে তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

জনগণের ভরসার স্থল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২০১৯ সালের জুলাইতে অবসরে আসার প্রায় সংগে সংগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিয়োগ দেন। অনারারি সদস্য। সানন্দে কাজটা গ্রহণ করি। জানি অর্থকড়ি নেই কিন্তু মনের খোরাক হবে তা নিশ্চিন্ত জানতাম। কারন প্রতিষ্ঠানটা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

আমরা যারা সরকারী বিভিন্ন পেশায় কাজ করি সে কাজের মাঝেই মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি নিহিত থাকে। দীর্ঘ ৩১ বছর বিচার কাজের সংগে যুক্ত ছিলাম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই দেখেছি মানুষের অধিকার ভুলুণ্ঠিত করার কত কসরত। সবলের উপর দূর্বলের অত্যাচার বা শোষন পেশন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, একেক সমাজে একেক ভাবে তা প্রতিফলিত হয়। এই যে সবলের দাপট, আর তার থেকে দুর্বলকে বের হয়ে আসার পথ দেখানো তাই হলো মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করা। এই শোষন, পেশন, নির্যাতন যাতে করে একটি সমাজকে অষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ফেলতে না পারে, সমাজে রাষ্ট্রে, বিশ্বে মানুষ যেনো নিজ অধিকার রক্ষায় নিজে সচেতন থাকে, অন্যের অধিকার ভুলুণ্ঠিত না করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন, পলিসি প্রণয়ন করে মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। মানুষের অধিকার রক্ষার কাজই হলো মানবাধিকার। বিভিন্ন ভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায়, রাষ্ট্র, সরকারের সমুদয় প্রচেষ্টা ও কর্মপরিকল্পনা নিয়োজিত থাকে জনগনের মানবাধিকার সুরক্ষা কাজে।

এই যে শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, বয়স্ক ভাতা প্রদান, স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাপনা, বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থাপনা, এই যে সামাজিক সুরক্ষাবলয় তৈরী সকল কাজই মানবাধিকারের কাজ। তাহলে মানবাধিকার কমিশনের আবশ্যকতা কি?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেখানেই মানুষের অধিকার প্রদানে সমস্যার সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মানুষের অধিকার হরন করা হয়, সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আর অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়। সুপারিশ প্রেরণ করে এবং সুপারিশ মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করে। এর জন্য ২০০৯ সালে সংবিধিবদ্ধ আইন আছে সেই আইনের আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজ করে।

১২ টি থিমেটিক কমিটি নিয়ে কমিশন কাজ করে। সেখানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন আছে তেমন আছে নৃ-গোষ্ঠি জনগন, আছে তৃতীয় লিঙ্গ, হিজড়া জনগোষ্ঠী, আছে গার্মেন্টেস শিল্পের শ্রমিক, আছে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার। যা শুধু দেশীয় প্রতিষ্ঠান নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বার্তা পৌছানো হয়।

এক ধরনের কাজ করে ৩১ বছর পার করেছি। বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পেরে আমি আনন্দিত হচ্ছি। মানুষের জন্য কাজ করতে পারার অনির্বচনীয় আনন্দ আমাকে উদ্দীপ্ত করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাত্রা শুরু করেছে ১৩ বছর। আইনের মাঝে অনেক

বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্ত্বেও বর্তমান চেয়ারম্যানের ডায়নামিক নেতৃত্বে কোভিড কালীন সময়েও আমরা যে কাজ করেছি তার খতিয়ান এই বার্ষিক প্রতিবেদন। ইতিমধ্যে কোভিডকালীন সময়ে আমার থিমেটিক কমিটির আমব্রেলায় প্রথমবারের মতো জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান নিজ উদ্যোগে কমিশনের সম্মতি নিয়ে ইউএনডিপি এর সহায়তায় এক বছরে যে কাজটি করার সাহস দেখিয়েছেন এবং আমাকে আহ্বায়ক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন তা দেখে আমি উদ্দীপ্ত। সবার সহযোগিতায় কাজটি শেষের পথে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথমবারের মতো এ ধরনের কাজ কমিশনের যাত্রাপথকে আরও ঔজ্জ্বল্যমন্ডিত করবে আশা করছি।

এবারই প্রথমবারের মতো জেলা শহরগুলোতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কমিটি গঠিত হচ্ছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনের মানবাধিকার সুরক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রতীতি।

এই সেপ্টেম্বরে এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করেছি, কোন না কোন ভাবে বাকী জীবনটা এই কাজেই ব্যয় করবো। কারন মানুষের অধিকার নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধুমাত্র এক সংবেদনশীল মন আর কিভাবে কাজটি করতে হবে তা জানাই যথেষ্ট।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারা দেশের মানুষের ভরসাস্থল হয়ে উঠবে এই আশা নিয়েই আমাদের পথচলা।

জেসমিন আরা বেগম

সদস্য

সম্পাদকীয়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। কমিশনের কার্যপ্রবাহের অংশ হিসেবেই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সমীপে উপস্থাপনে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত। মাননীয় চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের দিকনির্দেশনা এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। অধিকন্তু, মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে এই প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে আমি যে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি তা আমার আরব্ধ কাজকে আরও সহজ এবং গতিশীল করেছে।

প্রতিবেদনের সার্বিক কাঠামো রচনায় পূর্ববর্তী বছরগুলোর অবয়ব- কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম (কমিশনের পরিচিতি) এবং পঞ্চম (প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়) অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন সাধন করা হয়নি যেহেতু কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং কার্যাবলী অপরিবর্তনীয় এবং কমিশনের অনেক প্রতিবন্ধকতাই এখনও রয়ে গেছে। তবে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নতুন এবং উক্ত অধ্যায় সমূহই ২০২১ সালের কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর প্রতিফলন। অনেকেরই বিশেষত মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকগণের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের মতামত জানার আগ্রহ বেশি থাকে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ২০২১ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত প্রতিফলন রয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সাল অন্যান্য বছরের চেয়ে ভিন্ন এক চিত্র আমাদের সামনে নিয়ে আসে করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্য দিয়ে। সারা বিশ্ব করোনার প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও এই সংকট কাটিয়ে উঠতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে করোনাকালেও কমিশনের কার্যক্রম বরাবরের মতই চলমান থাকে।

প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করায় আমি মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং অবৈতনিক সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্যসমূহ প্রাপ্তিতে আমাকে আমার সহকর্মীগণ সহযোগিতা করায় তাদের সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি আশা করি, প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশিত তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে এবং সকল সীমাবদ্ধতা ত্রুটি বিচ্যুতি বিবেচনায় নিয়েই পাঠক এবং ব্যবহারকারীগণ একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকেই মূল্যায়ন করবেন।

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিশন তার আইনের আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। করোনা মহামারীতে সারা বিশ্বকে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়েছে। ব্যাপক প্রাণহানি আর সংক্রমণ গত দুই বছরে পৃথিবীকে এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন করেছে আর মানবাধিকার সুরক্ষার কাজটি ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন এতে তার কার্যক্রম থামিয়ে রাখেনি। বর্তমান কমিশনের সুযোগ্য নেতৃত্বে কমিশন অনলাইনে তার দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে গেছে।

করোনা মহামারী শুরুর সময়টাতে কমিশন করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতা তৈরীতে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। পাশাপাশি, জনগণের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর সার্বক্ষণিক চালু রাখতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ; করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ; করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের জনাকীর্ণ কারাগার হতে বন্দীমুক্তি ও কারাবন্দী সুরক্ষা; সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনার বিষয়ে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামাদি সরবরাহ; করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহনশীল ও মানবিক আচরণ করার নির্দেশনা প্রদানসহ সরকারকে নানাবিধ সুপারিশ প্রেরণ করে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষার বেশ কিছু উদ্যোগ সম্পর্কে আমি এখানে আলোকপাত করছি। বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুলবেঞ্চ, ২টি নিয়মিত বেঞ্চ ও আপোষ বেঞ্চ শিরোনামে চারটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটির যাচাই-বাছাই অন্তে সুপারিশসহ প্রেরিত অভিযোগসমূহ চারটি পৃথক বেঞ্চে নিষ্পত্তি/পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল কমিশনের হস্তক্ষেপে প্রথমবারের মতো ভুক্তভোগীকে সরকারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। কমিশনের একজন পরিচালক হিসাবে কমিশনের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন

ও তদন্ত করে সুপারিশ সহকারে তদন্ত রিপোর্ট কমিশন বরাবর দাখিল করা হয়। কমিশন সেই সব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে প্রেরন করে। সুখের বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সেই সব সুপারিশের মধ্যে রংপুরের মাঝি পাড়ায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা, সিলেটের ছোট মনি নিবাস ও খাদিম নগর সামাজিক প্রতিবন্ধি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সুপারিশ ইতিমধ্যেই আংশিক বাস্তবায়ন করেছে। অন্যান্য অভিযোগে প্রেরিত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর পরিচালনা করছে কিনা তাও কমিশন নজরে রাখছে এবং প্রয়োজনে নিয়মিত তাগিদ প্রদান করে আসছে।

২০২১ সালে পূর্ববর্তী বছরের জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ১২৭১টি অভিযোগের মধ্যে ৯৭২টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। ২০২১ সালের সর্বমোট চলমান ২৯৯টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১২ সালের ০২টি, ২০১৩ সালের ০৭টি, ২০১৪ সালের ০৭টি, ২০১৫ সালের ০৪টি, ২০১৬ সালের ০৭টি, ২০১৭ সালের ১৩টি, ২০১৮ সালের ২২টি, ২০১৯ সালের ৩৫টি, ২০২০ সালের ৩৮টি এবং ২০২১ সালের ১৬৪টি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের প্রতিনিধিদল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের সব ধরণের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাঁর সীমিত জনবল নিয়ে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে যা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কাঙ্খিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

মোঃ আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জেলা ও দায়রা জজ

কোভিড-১৯ ও মানবাধিকার

দারিদ্র্য, বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বকে এক অভূতপূর্ব সময়ের সাথে পরিচয় করিয়েছে। কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও মানবিক বিপর্যয়সহ আরো অনেক মানবাধিকারে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের যেসকল রাষ্ট্রে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ছিল তাদেরকেও এই বিপর্যয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। স্কুল পুরোপুরি বা আংশিক বন্ধ থাকার কারণে বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে করে একদিকে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলছে তেমনি সামাজিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে শিশুদের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

অনেক দৃশ্যমান অগ্রগতি সত্ত্বেও লিঙ্গ বৈষম্য শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী একটি চ্যালেঞ্জ। উপরন্ত, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা যে কোন সময় একটি বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। আমরা দেখেছি-কোভিড-১৯ এর সময়ে এই সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতাকে শ্যাডো প্যানডেমিক বা "ছায়া মহামারি" বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG's) এর অভিষ্ট ৫ অগ্রগতিকেও বাঁধাগ্রস্থ করেছে।

কাউকে পিছনে না রাখার অঙ্গীকার নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG's) বা ২০৩০ এজেন্ডা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত হয়েছিল। এই মহামারি সেখানে দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্যারিস ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান World inequality lab তাদের World Enequality Repot-2022 এর মধ্যে তুলে ধরেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে- যা এই মহামারির সময় তীব্র হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এই সংকটে সময়োপযোগী ও প্রায়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমরা এই সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে ডাটাবেস তৈরি করি এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করি। আমরা মনে করি এই পদক্ষেপ মানবাধিকার সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

এই মহামারীর সময়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুযোগ্য নেতৃত্বে অনেক গুলি কাজের

মধ্যে-নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশেষত ধর্ষণ বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে এর কারণ, ধরন, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবিলায় প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ইনকোয়ারী করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করার কাজটি হাতে নিয়েছে- যা ২০২২ সালেই প্রকাশিত হবে।

এছাড়াও বর্তমানে কমিশনের সুযোগ্য নেতৃত্ব-এই প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটালাইজড করার স্বপ্নপূরণে কাজ করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই ই-নথি এর কার্যক্রম শুরু করেছি এবং একটি Integrated Office Management System- পুরোপুরি চালু করার কাজ করছি- যা এই প্রতিষ্ঠানের জনসেবার কাজকে আরো ত্বরান্বিত করবে এবং এর কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৩য় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৬) তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় বর্তমান কমিশনের চিন্তাভাবনা, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনার একটি প্রতিফলন থাকবে- যেখানে পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনার অনেক কাজ যা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিঘ্নিত বা ধীর হয়েছে এবং এই মহামারী থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তার আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা থাকবে বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর অনেক দেশ মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমন একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয় কমিশনের ভাবনায় রয়েছে। সকল অংশীজনের সমন্বয়ে মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের কাজের সাথে মানবাধিকারের এজেন্ডাকে সম্পৃক্ত করে একটি বিস্তৃত অংশগ্রহণমূলক মানবাধিকার চর্চায় আমরা অগ্রসর হতে পারব বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে, আমি বলতে চাই যে, এই কোভিড-১৯ মহামারী থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই- তার সারসংক্ষেপ হল সর্বদা আমাদের একটি অনিশ্চিত সময়ের কথা মাথায় রেখে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি রাখতে হবে। এই প্রস্তুতি এবং এর বাস্তবায়নে মানবাধিকার চর্চা অত্যাবশ্যক। আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে আমাদের সকল পদক্ষেপ যেন মানবাধিকারের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় কেননা মানবাধিকারের মূলনীতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানবাধিকার আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ কোনভাবে যেন মৌলিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। আবার নাগরিকদেরও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা সমীচিন নয় কেননা অন্যের অধিকার সুরক্ষায় ব্যক্তির নিজেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সকল ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের কোন বিকল্প নেই ঠিক যেমনটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG's) এর অভিষ্ট ১৭ তে অঙ্গীকার করা হয়েছে।

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

সারসংক্ষেপ

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯' অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও কমিশন তার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো পালনে সচেষ্ট ছিল। এই প্রতিবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২১ সালের সার্বিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত এই প্রতিবেদনে জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বছরেও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং অধিকার অর্জনের উপায় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার-কর্মশালা ও দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ১২টি থিমেটিক কমিটি পুনর্গঠন করেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-০১, বেঞ্চ-০২ ও আপোষ বেঞ্চ শিরোনামে চারটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটির যাচাই-বাছাই অন্তে প্রেরিত অভিযোগসমূহ চারটি পৃথক বেঞ্চে নিষ্পত্তি/পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল কমিশনের হস্তক্ষেপে প্রথমবারের মতো ভুক্তভোগীকে সরকারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

সর্বোপরি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১- এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তৃত কার্যক্রমের অধ্যায় ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো:

অধ্যায়-১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন, পটভূমি, সদস্যবৃন্দের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কমিশনের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা আছে। আর এগুলোর সমষ্টিই মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র দশ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

দেশ ও দেশের বাইরের সুশীল সমাজ এবং স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস নীতির আলোকে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক দশক আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়াও এই অধ্যায়ে কমিশনের ম্যাণ্ডেট,

এজেন্ডা, বিষয়ভিত্তিক থিমেটিক কমিটিসমূহের বিবরণ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশলসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-২: ২০২১ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য রয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হলেও রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২০২১ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ইস্যুভিত্তিক উপস্থাপনা, যেমন- রোহিঙ্গা সংকট, বিচার-বর্হিভূত হত্যাকান্ড, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ, শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা, দলিত, হিজড়া, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ও তথ্য বহুল বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত, সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপক প্রচারের কারণে বিগত কয়েক বছরে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিমাণ এবং সেগুলোর নিস্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে; এছাড়া পত্র, ইমেইল, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮ এ ফোন করেও অভিযোগ করা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন চেয়ারম্যান সুয়োমোটো অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং সে মতে সুয়োমোটো গ্রহণ করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম/সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রায় ১৬টি গণমাধ্যম হতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে মাসিক/বার্ষিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ২০২১ সালে পূর্ববর্তী বছরের জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ১২৭১টি অভিযোগের মধ্যে ৯৭২টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। ২০২১ সালের সর্বমোট চলমান ২৯৯টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১২ সালের ০২টি, ২০১৩ সালের ০৭টি, ২০১৪ সালের ০৭টি, ২০১৫ সালের ০৪টি, ২০১৬ সালের ০৭টি, ২০১৭ সালের ১৩টি, ২০১৮ সালের ২২টি, ২০১৯ সালের ৩৫টি, ২০২০ সালের ৩৮টি এবং ২০২১ সালের ১৬৪টি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের প্রতিনিধিদল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।

অধ্যায়-৪: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ অনুসারে কমিশনের যেসব দায়িত্ব রয়েছে তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয়টি এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ' শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২১ আয়োজন এবং বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ; মানবাধিকার বৃত্তি কার্যক্রম ও অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন; 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের' খসড়া আইন, বিচার ও সংসদ

বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর। এবছর নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে 'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ' শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় এ বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতায় দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এছাড়াও, কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে 'মানবাধিকার দিবস ২০২১' উদযাপন এবং র‍্যালি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, অনলাইনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভার মাধ্যমে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করনীয় নির্ধারণে বিভিন্ন ধারণার আদান-প্রদান ঘটেছে। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশনের ভবিষ্যত কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার কাজটি কমিশন করে চলেছে, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে এ অধ্যায়ে।

অধ্যায়-৫: কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

এই অধ্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২১ সালে বাস্তবায়িত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও কমিশন বিপুল সংখ্যক মানবাধিকার কর্মী তৈরি করেছে যারা ভবিষ্যতে মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং লঙ্ঘন প্রতিরোধে জোরদার ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অনেকগুলো সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও, কমিশন বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এরমধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদ্যমান আইন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্যারিস নীতিমালার আলোকে একে সংশোধন করা জরুরি। এছাড়া অপ্রতুল জনবল, সম্পদ এবং উপকরণের অভাবও বিদ্যমান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসন বিষয়ে যা বলা হয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে তা যথাযথভাবে চর্চা করা যাচ্ছে না। কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষার এবং নৃ-গোষ্ঠীর সহাবস্থান রয়েছে, সেখানে সকলের মানবাধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কমিশন তার সীমিত সম্পদ দিয়ে নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ উদ্যোগে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের চেষ্টা করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালনের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশ্বাস করে যে, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সরকার, উন্নয়নসহযোগী, স্টেকহোল্ডার কমিশনের ২০২১ সালের অর্জনগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা পাবে। পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আগামী পথ-পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধ্যায়: ১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি:

আমাদের প্রিয় স্বদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকারের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। আর এগুলোর সমষ্টিই হল মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকারের দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে'। যদিও মানবাধিকারের ধারণা ও আদর্শ ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল তবুও দেশে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ই লেগে গিয়েছিল।

বর্তমান সরকারই ১৯৯৬ সনে তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক উত্থানের পর দেশে মানবাধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিচারহীনতার সংস্কৃতি তিরোহিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিলন। জাতীয় নির্বাচনে কষ্টার্জিত গৌরবময় বিজয় অর্জনের পর নতুন সরকারকে অসংখ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ভার বহন করতে হয়েছে। সেগুলো ছিল গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা, প্রশাসন যন্ত্র ও কর্ম-পদ্ধতিসমূহের পুনর্বিন্যাস এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের পরিমার্জন ও পুনর্গঠন। এছাড়াও, সরকার সমাজে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিনির্মানে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে, একটি কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯৮ সনে ইউএনডিপির সহায়তায় একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষমান ও বিবেচনাধীন থাকে। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারীর মাধ্যমে একটি কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন কার্যারম্ভ করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেবল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই পূর্ণ অবয়বে সৃষ্ট হয় এবং বেশিরভাগ জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়। আইনটির দ্বারা বলীয়ান হয়ে ২০১০ সালের জুন মাসে কমিশন পূর্ণশক্তিতে কার্যারম্ভ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত দু'মেয়াদে কাজ করে। চতুর্থ কমিশন আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশন হচ্ছে পঞ্চম কমিশন যেটি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ যাত্রা শুরু করে। কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য ৫ জন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

রূপকল্প

বাংলাদেশে মানবাধিকার সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য

কমিশন আইনের অধীন কার্যপরিধির আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে-

- দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্য, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, পাচার, শিশু শ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি ইত্যাদি প্রতিরোধ;
- প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ করে ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি;
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- সহিংসতা ও চরমপন্থা মোকাবেলা, মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসা এবং পাচার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- অভিবাসী কর্মীদের অধিকার বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়রানি, নির্যাতন, হেফাজতে নির্যাতন ইত্যাদি সহিংসতা মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- জলবায়ু পরিবর্তন, মানব-সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রাখে তার মোকাবেলায় অ্যাডভোকেসি করা;
- কর্পোরেট ও ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিশেষ করে কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা, কর্মীর অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা;
- প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি করা;
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করা। ক্লাবের সদস্যগণ হবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অ্যাম্বাসেডর;
- সর্বোপরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংস্কৃতি বিনির্মাণে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনি ক্ষমতাবলেই দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। কমিশনকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আইনি কাঠামো, মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশনসমূহ ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রচুর সংখ্যক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সে কারণেই কমিশনের ম্যান্ডেট অনেক বিস্তৃত। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেটগুলো নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়:

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা

নজরদারি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বাগ্রে তার নজরদারি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কমিশনের প্রধান কাজই হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর দৃষ্টি রাখা এবং দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর উপর গবেষণা করা।

অ্যাডভোকেসি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসিতে লিপ্ত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকার ও কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করা। কমিশন কর্তৃক সরকারের প্রতি সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রেরণ এবং দেশের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট পরিস্থিতি তুলে ধরা, ব্যাখ্যা করা তথা সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানানোও অ্যাডভোকেসির পর্যায়ে পড়ে।

অনুঘটক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ইস্যুতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একক প্রচেষ্টায় অথবা অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অগ্রনায়ক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইনসমূহ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; নতুন ধারণা ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, বিশেষ বিষয়ে ও সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি জনসমুক্ষে তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের প্রবণতাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক বা আলোচনাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাউন্টারপার্ট বা আগন্তুকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া।

সেতুবন্ধ রচনা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহু স্টেকহোল্ডারদের জন্যই একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। কমিশন অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনকে মানবাধিকার ইস্যুতে একত্রে এক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং এনজিও ও সুশীল সমাজের সাথে সরকারের একটি সেতুবন্ধ তৈরী করে দেয়, যাতে যৌথভাবে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

সমন্বয়কারী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের দাবী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, আইন ও কনভেনশনের সাথে সমন্বয় করে আইনের সংস্কার বা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমিশন স্বপ্রণোদিত

হয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় আইন সংস্কারে এগিয়ে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর, ভিএডাব্লিউ, সিডো- এর নতুন অগ্রগতি বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে।

পরিদর্শক: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের পেছনের মূল কারণ উদঘাটন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য প্রায়শই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। কমিশন জেলখানা, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র, সেইফহোম, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদিসহ মানবাধিকার-বিরোধী অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মুখপত্র: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার কণ্ঠ। কমিশন মানবাধিকার ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট দাবি পূরণে প্রয়োজনে আন্দোলন রচনায় এগিয়ে আসতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করে। মানবাধিকার ইস্যুতে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে পরিণতি প্রদানে কমিশন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী আরদ্ধ কাজে বিভিন্ন অংশীজন, মিডিয়া এবং সরকারকেও সম্পৃক্ত করে।

সহযোগী: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও, সিএসও, সিবিও-দের সাথে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কমিশন এমওইউ স্বাক্ষর করে।

ভরসার জায়গা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায়শই জনগণের ভরসার জায়গায় পরিণত হয়। দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্থ জনগণের জন্য কমিশন বিচার অন্বেষণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে। কমিশন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করায় সদা সচেষ্ট। জাহালম-এর মামলা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে এবং তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্মরণাপন্ন হয়েছে বিচার প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসাবে। গণমাধ্যমে 'আসামি না হয়েও জেল খাটছেন খুলনার সালাম ঢালী' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত আমলে নিয়ে বাগেরহাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার মুক্তির জন্য আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে আদালত সালাম ঢালীকে মুক্তির আদেশ দেন।

১.৩ বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ

- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক কমিটি
- শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটি
- ব্যবসা ও মানবাধিকার এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক কমিটি
- জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি
- প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি
- প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি

১.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্ম-সম্পাদনের জন্য নিজস্ব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুসরণ করছে; একটি বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা যাকে এখন বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) নামে অভিহিত করা হয়েছে তাতে অন্তর্ভূক্ত কাজগুলো নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সম্পাদনের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী কমিশন যে কাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করে সেগুলোই বাৎসরিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কমিশনের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখিত গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়:

- মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করা (মিডিয়া রিপোর্ট, বৈশ্বিক তুলনামূলক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, ইউপিআর প্রতিবেদন, নাগরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে);
- দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো;
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে যেসব অভিযোগ কমিশনে দায়ের হয় সেগুলোর ওপর আইনি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা;
- গুরুত্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ কমিশন স্বপ্রনোদিত অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে;
- কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ হয়ে কাজ করা বা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করা;
- ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;
- দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা প্রদান করা (আইনি সেবা সম্প্রসারনের জন্য সারা দেশে প্রতিটি জেলায় প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে);
- জেলখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার, শিশু যত্ন-কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ কর্পোরেট অফিস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ ও নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা;
- জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা:
- সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও-সহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং সরকারের সাথে তাদের সেতুবন্ধনে ভূমিকা রাখা;
- কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা;

- ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এ অংশগ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, যাতে সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সাথে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে;
- মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রচারণা (ডকুমেন্টারি, নিউজলেটার, বিশেষ প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি);
- মানবাধিকার ইস্যুতে আইন, নীতিমালা ইত্যাদির পর্যালোচনা, সংস্কার, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং সে উ পলক্ষ্যে পরামর্শ সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ (কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যেই বৈষম্য বিলোপ আইন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া তৈরী করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে);
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট কেবিনেট এবং সততা সংঘের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠনের লক্ষ্যে দুদক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স এবং রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

অধ্যায়: ২

২০২১ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১। এবছর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করে, যা ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এ বছর জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে 'এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অন্যদিকে, ২০২০ সালের ন্যায় ২০২১ সালেও মহামারী কোভিড ১৯ মোকাবেলায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। বৈশ্বিক মহামারী করোনায় বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে লকডাউন ঘোষণা ও দ্রুত টিকা প্রদানের মাধ্যমে করোনার ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হলেও এ সময়ে অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছেন এবং দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে যার ফলে, সমাজে বৈষম্য বেড়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

নারী নির্যাতন, সড়ক দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নির্বাচনী সহিংসতা এ বছর উদ্বেগজনক ছিল। মানবাধিকার সংস্কৃতি শুধু সরকারের নয় এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণেরও বিষয়। সড়ক দূর্ঘটনা যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল তেমনি, আমরা নিজেরাও আইন না মেনে অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করছি। এ সময় পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য-বিবাহের সংখ্যাও উদ্বেগজনক ছিল। ২০২১ সালেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বন্দুকযুদ্ধ বা ক্রসফায়ার, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

এই অধ্যায়ে ২০২১ সালের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলঃ

২.১ রোহিঙ্গা সংকট

এ বছর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রস্তাব পাস হয়েছে। ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) যৌথভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে। এ উদ্যোগকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রস্তাবে জনাকীর্ণ আশ্রয় শিবির থেকে রোহিঙ্গাদের একটি অংশকে স্থানান্তরের জন্য ভাসানচরে অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ বিষয়ে ইউএনএইচসিআর-এর সাথে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারককে স্বাগত জানানো হয়। সরকার এ বছর কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তর করেছে। ২০১৭ সালের পর থেকে প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার ফলে দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর হুমকি স্বরুপ। বর্তমানেও এ অবস্থার উত্তরণ ঘটেনি। ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের উখিয়ায় লাম্বাশিয়া ক্যাম্পে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ। বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর

মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিয়ে মুহিবুল্লাহ দেশে বিদেশে সরব ছিলেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সক্রিয় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিরোধী একটি গোষ্ঠী মুহিবুল্লাহকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল। তাছাড়া কক্সবাজার ক্যাম্পে ২২ অক্টোবর দিবাগত রাতে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর গোলাগুলিতে কয়েক জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। এর আগেও বহুবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে অনেকেই নিহত-আহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়াকে কমিশন ইতিবাচক বলে মনে করে। এছাড়া, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শক্ত কুটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জোর আহবান জানাচ্ছে।

২.২ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড

এ বছর কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর ও মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য মোঃ সোহেল হত্যার ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ধারণা করা হয়েছিল, হত্যা মামলার আসামিরা দ্রুত ধরা পড়বে এবং বিচারে সোপর্দ করা হবে। কিন্তু মামলার এজাহারভূক্ত তিন আসামি 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়।

পুলিশের গুলিতে নিহত চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের একটি বেসরকারি কোম্পানির বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে শ্রমিক-পুলিশ ও এলাকাবাসীর মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের গুলিতে ৫ জন শ্রমিক নিহত এবং অন্তত ১২ জন আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২.৩ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিস্থিতি:

এ বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন (১৩ অক্টোবর) কুমিল্লা শহরের নানুয়ার দীঘি পূজামণ্ডপে 'কোরআন অবমাননার' অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানিমূলক পোস্ট দেওয়ার পর উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী কুমিল্লার ঐ মণ্ডপে হামলা-ভাঙচুরসহ ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। কুমিল্লার ঘটনার পরপরই চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পূজামণ্ডপ ও মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর, বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং মারধরের ঘটনা ঘটে। নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং আরেকজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া কুমিল্লায় হামলার ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আহতদের মধ্যে একজন পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। কুমিল্লার ঘটনার জের ধরে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে হামলার সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের ৫ জন এবং ফেনীতে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত হয়েছেন। ১৭ অক্টোবর রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার মাঝিপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ৬৫টি বসতঘর, ৩টি দোকান, ১টি মন্দির ও ২টি পূজামণ্ডপে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালানো হয়। এ সকল ঘটনায় কমিশন উদ্বেগ জানায় এবং সরেজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারকে প্রেরণ করে। উক্ত সুপারিশের কিছু অংশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, রংপুর পত্র মারফত কমিশনকে অবহিত করেছেন।

২.৪ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু

এ বছরও হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। কমিশন এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বপ্রণোদিত অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং সরকারের কাছে প্রতিবেদন চেয়েছে। তন্মধ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কারাবন্দী অবস্থায় লেখক মুশতাকের মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ কমিশনের দৃষ্টি গোচর হলে বিষয়টি কমিশন কর্তৃক সুয়োমটো অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। লেখক মুশতাকের মৃত্যুর সুরতহাল ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদনের

ছায়ালিপিসহ এ ঘটনায় কারও কোন ত্রুটি বা দায়িত্বে অবহেলা থাকলে সে বিষয়ে সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন দিতে সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

জানুয়ারি ২০২১ এ গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'লাশ নিয়ে এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ, অভিযুক্ত পুলিশের বাড়ি ভাংচুর' সংবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত ঘটনায় নিহত শিক্ষানবীশ আইনজীবী রেজাউল করিম রেজার বিষয়ে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনারকে (দক্ষিণ) প্রধান করে গঠিত ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির তদন্ত পরবর্তী প্রতিবেদন ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিশনকে অবহিত করেছে।

গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'সাতক্ষীরায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, পরিবারের দাবি পিটিয়ে হত্যা' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, সাতক্ষীরা গোয়েন্দা পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় মাদক মামলায় গ্রেফতার হওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা জুড়ন সরদারের ছেলে বাবলু সরদার (৫৬) এর মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বাবলু সরদারকে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন পিটিয়ে হত্যা করেছে। উল্লেখিত বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

২.৫ মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করা যেমন সমীচীন নয় তেমনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার কারণে কারও মানবাধিকার লঙ্ঘন করাও কাম্য নয়। ২০২১ সালেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ করে সাংবাদিকদের হয়রানির সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে নারী, প্রতিবন্ধীসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতি কটূক্তি করতেও দেখা গেছে। কমিশন বিশ্বাস করে যে, অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি অধিকার ভোগকারীরও কর্তব্য রয়েছে। উভয়পক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায় না।

২.৬ নারীর প্রতি সহিংসতা

চলমান করোনা মহামারীতে বছরজুড়ে নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন ছিল উর্ধ্বমুখী। সারা বছর নারীরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। একইভাবে অনেক কর্মজীবী নারীও কর্মস্থলে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির হাত থেকে বাদ যাননি গ্রামের সাধারণ নারী থেকে শুরু করে স্বনামধন্য অনেকেই। বছরের শেষ প্রান্তে ২২ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে কক্সবাজারে স্বামী, শিশুসন্তানসহ বেড়াতে গিয়ে এক নারী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সময়ে বান্দরবানে ছেলেমেয়েকে বেঁধে রেখে প্রবাসীর ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

গত ১৯ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ বন্দরে চলন্ত বাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন এক গৃহবধূ। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ ফোন করলে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। গত ১৪ ডিসেম্বর শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন নিয়ে ঢাকার অভিজাত এলাকা বনানীতে মৃত্যু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী এলমা চৌধুরী মেঘলার। এলমার অভিভাবকদের অভিযোগ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করে সরকার। তারপরও, ধর্ষণের ঘটনা কমেনি। কমিশন মনে করে, ধর্ষণের মূল কারণ বের করতে পারলে প্রতিরোধের কার্যকর উপায় বের করা সম্ভব হবে। আর তাই, প্রথমবারের মত কমিশন ধর্ষণের কারণ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট কার্যকর সুপারিশ করার জন্য একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করে কার্যক্রম শুরু করেছে। ঘরের ভেতরে ও বাইরে যৌন নিপীড়কদের হাত থেকে নারী নিরাপদ থাকুক- কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে।

২.৭ শিশু নির্যাতন

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার; জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামীতে বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শিশু অধিকার সুরক্ষায় সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শিশুর প্রতি নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে দোকান থেকে টাকা চুরির অভিযোগে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদের চালা গ্রামে সৎ মা আলিফা আক্তার এর নির্যাতনের শিকার আড়াই বছর বয়সী শিশু মরিয়ম আক্তার অবশেষে মারা যায়। কমিশন মনে করে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। শিশু নির্যাতনকারী সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৩.১ ২০১১-২০২১ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যান

বছর	পূর্ববর্তী বছরের জের	বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগ	সর্বমোট অভিযোগ (১+২)	বছরওয়ারী নিষ্পত্তি	বছরওয়ারী চলমান/ অনিষ্পন্ন (৩-৮)
কলাম নং	১	২	৩	৪	৫
২০১১	৬৪	২৩৩	২৯৭	২৮৫	১২
২০১২	১২	৬৩৫	৬৪৭	৪৭২	১৭৫
২০১৩	১৭৫	৪৭৭	৬৫২	৪৬৭	১৮৫
২০১৪	১৮৫	৬৬০	৮৪৫	৫২৪	৩২১
২০১৫	৩২১	৫৬৭	৮৮৮	৩৮৯	৪৯৯
২০১৬	৪৯৯	৬৯২	১১৯১	৪৩০	৭৬১
২০১৭	৭৬১	৬৪৪	১৪০৫	৬০৪	৮০১
২০১৮	৮০১	৭৩৩	১৫৩৪	১০৮০	৪৫৪
২০১৯	৪৫৪	৭৭৯	১২৩৩	৬৬৯	৫৬৪
২০২০	৫৬৪	৪৮১	১০৪৫	৩৪৭	৬৯৮
২০২১	৬৯৮	৫৭৩	১২৭১	৯৭২	২৯৯
মোট	৪৫৩৪	৬৪৭৪	১১০০৮	৬২৩৯	৪৭৬৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১২ ধারার আলোকে দেশের নাগরিকগণ কমিশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০১১-২০২১ সাল পর্যন্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত ১১ বছরে কমিশনে ৬৪৭৪ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারনে অনিষ্পন্ন ও চলমান অভিযোগসমূহ ২০১৮ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। ফলে, ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ (১০৮০) নিষ্পত্তি হয়। করোনা মহামারির কারনে ২০২০ সালে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম (৪৮১) ছিল তবে অনলাইনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকায় এসকল অভিযোগের বেশির ভাগই (৩৪৭) নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। ২০২১ সালে পূর্ববর্তী বছরের জের এবং বছরওয়ারী গৃহীত অভিযোগসহ মোট ১২৭১টি অভিযোগের মধ্যে ৯৭২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২১ সালের সর্বমোট চলমান ২৯৯টি নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০১২ সালের ০২টি, ২০১৩ সালের ০৭টি, ২০১৪ সালের ০৭টি, ২০১৫ সালের ০৪টি, ২০১৬ সালের ০৭টি, ২০১৭ সালের ১৩টি, ২০১৮ সালের ২২টি, ২০১৯ সালের ৩৫টি, ২০২০ সালের ৩৮টি এবং ২০২১ সালের ১৬৪টি।

৩.২ ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগসমূহের বিভিন্ন বছরে নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

২০১১ সালে মোট ২৩৩টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়; যার মধ্যে ২২১টি ২০১১ সালেই নিষ্পত্তি হয় এবং ১২টি অভিযোগ ২০১২ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া ২০১২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত গৃহীত অভিযোসমূহ নিষ্পত্তির সাল ও সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

২০১২ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৩৫টি

২০১২ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৬০টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-

সন	সংখ্যা
২০১৩	১২১
২০১৪	১৭
২০১৫	০৩
২০১৬	০৫
২০১৭	০১
২০১৮	২৪
২০১৯	০
২০২০	০
২০২১	২

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ২টি

২০১৩ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৪৭৭টি

২০১৩ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৩৪৬টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৪	৮৯
২০১৫	০৮
২০১৬	০৭
২০১৭	০৩
২০১৮	১৩
২০১৯	০২
২০২০	০
২০২১	২

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ০৭টি

২০১৪ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৬০টি

২০১৪ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ৪১৮টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৫	১৩৫
২০১৬	৩০
২০১৭	০৫
২০১৮	৪৬
২০১৯	০৭
২০২০	০
২০২১	১২

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ০৭টি

২০১৫ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যান:

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৫৬৭টি

২০১৫ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ২৪৩টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৬	১৪৮
২০১৭	৪৫
২০১৮	৯১
২০১৯	১৫
২০২০	০৩
২০২১	১৮

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ০৪টি

২০১৬ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৯২টি

২০১৬ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-২৪০টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৭	২১৬
২০১৮	২০৩
২০১৯	১৭
২০২০	০১
২০২১	০৮

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ০৭টি

২০১৭ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৬৪৪টি

২০১৭ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-৩৩৪টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৮	২০৬
২০১৯	৫৯
২০২০	০৩
২০২১	২৯

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ১৩টি

২০১৮ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা- ৭৩৩টি

২০১৮ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-৪৯৭টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০১৯	১৫৯
২০২০	০৩
২০২১	৫২

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ২২টি

২০১৯ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা-৭৭৯টি

২০১৯ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-৪১০টি

অন্যান্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

সন	সংখ্যা
২০২০	২০৬
২০২১	১২৮

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ৩৫টি

২০২০ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা-৪৮১টি

২০২০ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-১৩১টি

সন	সংখ্যা
২০২১	৩১২

২০২১ সালে চলমান রয়েছে ৩৮টি

২০২১ সালের গৃহীত অভিযোগ সমূহের পরিসংখ্যানঃ

মোট গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা-৫৭৩টি

২০২১ সালের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-৪০৯টি, অনিষ্পন্ন-১৬৪টি।

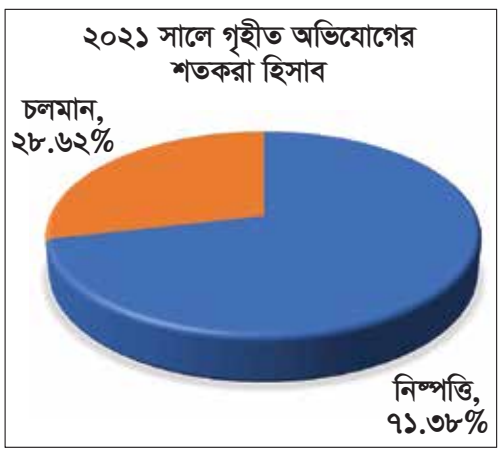

৩.৩ অভিযোগের পরিসংখ্যান (২০২১ সাল)

(০১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান)
০১	হত্যা	১০	১০	০	০
০২	ধর্ষণ	১০	৮	১	১
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৫	৪	১	০
০৪	যৌন হয়রানি	৪	২	২	০
০৫	পারিবারিক সহিংসতা	৫	৪	১	০
০৬	নারীর প্রতি সহিংসতা	৩	২	১	০
০৭	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	৩৮	৩০	৭	১
০৮	শিশু ধর্ষণ	১	০	১	০
০৯	শিশু শ্রম	১	১	০	০
১০	বাল্য বিবাহ	৩	২	১	০
১১	নিখোঁজ / গুম	৮	৩	৩	২
১২	হেফাজতে মৃত্যু	১	০	১	০
১৩	হেফাজতে নির্যাতন	৩	১	২	০
১৪	বিচার বহির্ভূত হত্যা	১	০	১	০
১৫	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	২৮	২০	৭	১
১৬	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	২০	১৭	২	১
১৭	অপহরণ	২	১	১	০
১৮	সংখ্যালঘু নির্যাতন	২	২	০	০
১৯	ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	৪	২	২	০
২০	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাঁধা/ মত প্রকাশে বাঁধা	২	২	০	০

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তি	চলমান	প্রক্রিয়াধীন (পরবর্তী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান)
২১	বিনা বিচারে আটক/ সাজার মেয়াদ শেষ হলেও মুক্তি না পাওয়া	৫	৪	১	০
২২	নিরাপত্তা ও হুমকি	২৬	২২	৪	০
২৩	চাকরি/ বেতন-ভাতা/ ইউনিয়ন/ কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	৬৩	৩৮	২৩	২
২৪	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	৯২	৭৪	১২	৬
২৫	হাসপাতাল/ চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	৪	০	৪	০
২৬	বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কিত	১	০	১	০
২৭	আত্মহত্যা	১	১	০	০
২৮	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	২	১	১	০
২৯	প্রবাসী শ্রমিক	৬	৪	২	০
৩০	মানব পাচার	৩	০	২	১
৩১	আইনগত সহায়তা	৬	৪	২	০
৩২	ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংঘাত	২	১	১	০
৩৩	প্রতিবন্ধীর অধিকার	৪	১	৩	০
৩৪	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	১৮	১৫	৩	০
৩৫	দুর্নীতি সংক্রান্ত	১৭	১৪	৩	০
৩৬	বৈষম্য	৩	১	২	০
৩৭	আর্থিক লেন-দেন	১৫	১৩	২	০
৩৮	বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	৪	২	২	০
৩৯	অন্যান্য	৭৫	৫৮	১৫	২
	মোট =	**৪৯৮**	**৩৬৪**	**১১৭**	**১৭**

৩.৪ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের পরিসংখ্যান (২০২১ সাল)

(০১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
০১	হত্যা	১	১	০	০	০	১
০২	ধর্ষণ	৩	৩	০	০	০	৩
০৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	১	১	০	০	১	০
০৪	পারিবারিক সহিংসতা	২	২	০	০	২	০
০৫	নারীর প্রতি সহিংসতা	৩	২	১	০	৩	০
০৬	পারিবারিক বিষয়: (দাম্পত্যকলহ, তালাক, ভরণপোষণ, ইত্যাদি)	১	১	০	০	১	০
০৭	শিশু ধর্ষণ	১	১	০	০	১	০
০৮	শিশু নির্যাতন	১	১	০	০	১	০
০৯	গৃহকর্মী নির্যাতন	১	১	০	০	১	০
১০	শারীরিক নির্যাতন/স্কুল কলেজ শাস্তি	২	১	১	০	০	২
১১	হেফাজতে মৃত্যু	৪	৪	০	০	২	২
১২	পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ	৫	৩	১	১	৩	২
১৩	মিথ্যা মামলার অভিযোগ	১	১	০	০	১	০
১৪	সাংবাদিক নির্যাতন	১	১	০	০	১	০
১৫	ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক/দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার	৪	৪	০	০	৪	০

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	মোট অভিযোগ	অভিযোগের উৎস			নিষ্পত্তি	চলমান
			পত্রিকা	টেলিভিশন	অন্যান্য		
১৬	স্বাধীনভাবে চলাচলে বাঁধা/ মত প্রকাশে বাঁধা	১	১	০	০	১	০
১৭	চাকরি/ বেতন-ভাতা/ইউনিয়ন/ কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ	২	০	২	০	০	২
১৮	জমিজমা/সম্পত্তি দখল	১	১	০	০	১	০
১৯	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত	৮	৪	৪	০	৬	২
২০	প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	১	০	১	০	০	১
২১	প্রবাসী শ্রমিক	১	০	১	০	০	১
২২	মানব পাচার	২	০	২	০	১	১
২৩	প্রতিবন্ধীর অধিকার	৩	২	১	০	১	২
২৪	সম্পত্তির উত্তরাধিকার	১	০	১	০	০	১
২৫	পরিবেশ সংক্রান্ত	১	১	০	০	০	১
২৬	দুর্নীতি সংক্রান্ত	৩	৩	০	০	২	১
২৭	বৈষম্য	২	১	০	১	১	১
২৮	অন্যান্য	১৮	১৫	২	১	১১	৭
	মোট =	**৭৫**	**৫৫**	**১৭**	**৩**	**৪৫**	**৩০**

৩.৬ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মানবপাচার সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ (অভিযোগ নং সুয়োমটো-ঢা ১৭/২১)

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচারের ভয়ংকর ও নিদারুণ দৃশ্য; এলএসডি নামক মাদকের করাল থাবা ও অবাধ পর্নোগ্রাফির সুযোগ- যার বলি হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম। এ সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচার হচ্ছে। আর প্রলোভনে পড়ে ফাঁদে পা দিচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক মেয়ে এবং নানাবয়সী পুরুষ। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগসাজসে বাংলাদেশী তরুণীদের ভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। পাচার করার পর কলকাতায় বাংলাদেশী তরুণীদের একটি নকল আধার কার্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ বেতনের চাকরীর সুযোগের প্রলোভন দেখিয়ে নারী ও পুরুষদের ইউরোপেও পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

মানব পাচার বিষয়টি নতুন নয়। মানব পাচার ঠেকাতে ২০১২ সালে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও এই অপরাধ দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সাথে মাদকদ্রব্যের তালিকায় বাংলাদেশে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এলএসডি নামক ভয়ানক মরণ নেশা। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ ধ্বংসের মুখে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত 'টিকটক' পার্টির নামে তরুণ প্রজন্ম যে অভিনব উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে তা তরুণ সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। যা অত্যন্ত উদ্বেগের ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয় হয়ে উঠছে। মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফির মত বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমতাবস্থায়, মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে:

- কমিশন মনে করে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে পুলিশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। জনগণের রক্ষাকর্তা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ অসহায় অনুভব করলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবে। এমতাবস্থায়, মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য রুটগুলোতে পুলিশের নজরদারি ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম বাড়াতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগকে বলা হয়।
- মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আরও ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। সচেতনতা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রশাসনের কঠোর নজরদারী পারে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে। এ বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা ও নজরদারি বাড়াতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে বলা হয়।
- বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণার শিকার হচ্ছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।
- মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে বিচার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। কারণ মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় বিচারের হার অত্যন্ত নগণ্য। মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত

মামলার বিচারের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ কে বলা হয়।

- আন্তর্জাতিক এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।

- তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সুযোগে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্ত অনৈতিকভাবে পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন করার ফলে তরুণ প্রজন্মের নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটছে। যার কারণে তরুণ প্রজন্ম কিশোর গ্যাং এর মতো বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। বাংলাদেশের ওয়েবসাইটসমূহে অবাধ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-কে বলা হয়।

- ভারতে পাচার হওয়া তরুণীদের যে আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে তা কিভাবে আসে এবং এখানে ভারতের কারা জড়িত তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিউ দিল্লি, ভারতে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন-কে বলা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২ হাজার পর্নো সাইট বন্ধ করা হয়েছে। এখনও অনলাইনে আছে এমন কোন পর্নো সাইটের লিঙ্ক মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরণ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত অভিযোগের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকেও একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতি বছর অনেক তরুণী ভারতে পাচার হয়ে থাকে। এই তরুণীদের বেশিরভাগই বেনাপোল-পেট্রোপোল সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। বিশেষ করে, সাতক্ষীরার কলারোয়া, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগরের সুন্দরবন ও ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা, বশিরহাট, হাসনাবাদ ও দক্ষিণ কোস্টাল থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের আন্তঃদেশীয় দালাল-চক্রের সহায়তায় বাংলাদেশের অনেক নারী ও শিশু ভারতে পাচারের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত তরুণীরা দিল্লী, চেন্নাই, উত্তর প্রদেশ, মুম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের পতিতালয়ে বিক্রি হয়। তাছাড়া, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অনেক বাংলাদেশী তরুণী ও শিশু স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হয়ে জেলখানা ও সেফ হোমে মানবেতর জীবনযাপন করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সীমান্ত সংলগ্ন পেট্রোপোল এলাকায় কিছু দোকান রয়েছে, সেখানে ৫০০/৬০০ ভারতীয় রুপির বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়ে আসা এ সকল তরুণীদের আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দুদেশের পাচারকারীরা পাচার কাজের পাশাপাশি আধার কার্ড সরবরাহের কাজেও জড়িত থাকে। আরও জানা যায় যে, আগে সরকারের কাছ থেকে টেন্ডার নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি আধার কার্ড সরবরাহের কাজ করত। ফলে দালালচক্র খুব সহজেই টাকার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড সংগ্রহ করে নিত। তবে, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি কর্ম সূচির মাধ্যমে ভারতের সরকারি সংস্থাগুলো আধার কার্ড বিতরণের দায়িত্বে থাকায় দালালচক্র আগের মতো সহজে আধার কার্ড সংগ্রহ করতে পারে না। তাই, সাম্প্রতিক সময়ে দালালচক্র যেসব আধার কার্ড সংগ্রহ করে, সেগুলোর অধিকাংশই ভুয়া। সরকারের নির্দেশনায় ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ নারী পাচার বিষয়টিকে অত্যন্ত

গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই অনেক নারী ও শিশুকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে এবং প্রত্যাবাসনের এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ভাড়াটিয়ার হাতে জিম্মি বাড়ির মালিক (সুয়োমটো ঢা. ২৬/২১)

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ একাত্তর টিভিতে ভাড়াটিয়ার হাতে জিম্মি বাড়ির মালিক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে কমিশনের উপপরিচালক এম রবিউল ইসলামকে ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হলে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভূক্তভোগী পরিবার মানবেতর জীবন-যাপন করছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এটা বিবেচনায় নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ থাকা পানির সংযোগ চালু করে দেয়া হয়। বৈদ্যুতিক মিটার তালাবদ্ধ থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ তাৎক্ষণিকভাবে সচল করা সম্ভব না হলেও এর পরদিন সংশ্লিষ্ট বিভাগের পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সহযোগিতায় ভুক্তভোগী পরিবারের বাসায় বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ প্রদান করা হয়। ভুক্তভোগী পরিবার বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবন্ধি শিশু শারমিনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ (সুয়োমটো- ৩৩/২০)

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিকলে আটকে আছে শিশুবেলা শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়, পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান শারমিনকে (৮) মানসিক সমস্যার কারণে প্রায় এক বছর ধরে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছেন মা বাবা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর সময়ও শারমিনের হাতে শিকল লাগিয়ে তালা মেরে রাখা হয়। তার বাবা আলম মোল্লা (৬০) আর মা হালিমা বেগম (৫৫) ভিক্ষা করে সংসার চালান। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক শিশু শারমিনের চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী,

ভাড়াটিয়ার হাতে জিম্মি বাড়ির মালিক শীর্ষক ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাউফল এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সাথে সম্পৃক্ত জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ ও সমন্বয়ক্রমে শারমিনের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি নিয়মিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করার জন্য প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, পটুয়াখালী-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সন্তানের কারণে বাড়ি ছাড়া হলেন মা (সুয়োমটো-৫৫.১২.০০০.১০৫.৩১.০০১.২০)

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় নড়াইল শহরের কুড়িগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মায়া রানী কুণ্ডুকে বাড়ি ছাড়া করেছে তারই গর্ভজাত সন্তান দেব কুণ্ডু। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডুর ভাষ্য অনুযায়ী, তার ৫ (পাঁচ) শতকের একটি জমি ছিল, যা পুত্র দেব কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেয় এবং তাকে দুর্ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডু বয়স্ক-ভাতাভোগী না হয়ে থাকলে অবিলম্বে তাকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুসারে অভিযুক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসক, নড়াইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মায়া রাণী কুণ্ডুকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলা প্রশাসন, নড়াইল ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ঔষধ ও সার্বিক চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তার জন্য পরিধানের শাড়ি চাদর ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং এজন্য বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক মায়া রাণী কুণ্ডুকে নিজেদের কাছে রেখে সেবা করার অঙ্গীকার করেন। মায়া রাণী কুণ্ডু নিজেও তার পুত্র ও পুত্রবধুর কাছে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অন্য কোথাও যাবেন না মর্মে জানান। এ প্রেক্ষিতে মায়া রাণী কুণ্ডুকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রসঙ্গত মায়া রাণীকে নিয়মিতভাবে সরকারি বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও শীত-বস্ত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত আছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয়কারী শাহিমা সুলতানা শেওতি-কে সহায়তা (সুয়োমোটো- খু ০৩/২১)

একাত্তর টেলিভিশনের 'সংবাদ বিস্তার'-এ প্রচারিত 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে মাস্টার্স করেছেন শাহিমা সুলতানা শেওতি' শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাতক্ষীরা জেলার মৎস্যজীবী পিতার শারীরিক প্রতিবন্ধী কন্যা শাহিমা সুলতানা জন্ম থেকেই হাঁটতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ২০১৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন, কিন্তু এখনো তার কোন কর্মসংস্থান হয়নি। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী কোটার কোন সুবিধা না পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক শাহিমা সুলতানা শেওতিকে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় ডিভাইস (ল্যাপটপ, মডেম, কীবোর্ড, মাউস) অনুদান হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শাহিমাকে বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, সাতক্ষীরা জেলা শাখার অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় দুই-কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধাপাকা গৃহ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও পোশাক প্রদান করা হবে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে ব্যর্থ প্রতিবন্ধী বিপ্লব (সুয়োমটো- খু ১১/২১)

গত ২০ আগস্ট, ২০২১ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে ব্যর্থ প্রতিবন্ধী বিপ্লব' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার থানা বাজারের অধিবাসী প্রতিবন্ধী বিপ্লব আজাদ (৫২), পিতা- মৃত খাদেম আলী মণ্ডল-কে ২০১৮ সালে ভোটার-তালিকা হালনাগাদে মৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যার কারণে তিনি প্রতিবন্ধী ভাতাসহ সরকারি সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তিনি বাড়ির দলিলপত্র খারিজ, ভোটাধিকার প্রয়োগ, এমনকি করোনা ভাইরাসের টিকাও নিতে পারছেন না। উল্লেখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে-

ক) প্রতিবন্ধী বিপ্লব আজাদ নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কেন প্রমাণ করতে পারছেন না?

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সশরীরে প্রতিবন্ধী বিপ্লবকে দেখেছেন কি-না? তার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রতিবন্ধী সনদের ছবির সাথে মিল আছে কি-না? অথবা প্রতিবন্ধিতার ধরণের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন কি-না?

গ) ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টারে অভিযোগকারী বিপ্লবকে মৃত দেখানো হয়েছে কি-না? মৃত দেখানো হয়ে থাকলে কিসের ভিত্তিতে মৃত দেখানো হয়েছে?

ঘ) ভোটার তালিকা হালনাগাদকালে প্রতিবন্ধী বিপ্লবকে মৃত হিসেবে দেখানোর ভিত্তি কী?

উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ আলোকে অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী বিপ্লবকে স্বশরীরে উপস্থিত করে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-কে বলা হয়। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, বিপ্লব আজাদ এর জাতীয় পরিচয়পত্রে তাকে ভুলক্রমে মৃত দেখানো ছিল যা গত ১৮/০৮/২০২১ তারিখে সংশোধন করা হয়। ২০২১ সনের ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার মৃত খাদেমুল ইসলামের কর্তন ফরম পূরণ করে। কর্তন ফরমে খাদেমুল ইসলাম এর নাম থাকলেও এনআইডি নং এর স্থলে ভুলক্রমে তার ছেলে মোঃ বিপ্লব আজাদ এর এনআইডি নং লেখা হয়। সে জন্য মৃত খাদেমুল ইসলামের পরিবর্তে তার ছেলে মোঃ বিপ্লব আজাদ মৃত হিসেবে কর্তন হয়।

ভুক্তভোগী বিপ্লবের জাতীয় পরিচয়পত্র ও প্রতিবন্ধী সনদের ছবির মিল রয়েছে এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন সঠিক আছে। এছাড়া, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভাতা পরিশোধ বহির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করেছেন। অক্টোবর, ২০২০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু হলে এমআইএস সফটওয়্যারে ভুক্তভোগীর তথ্যাবলি এন্ট্রি দেওয়ার সময় নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সার্ভার তাকে মৃত দেখায়। এ কারণে তাকে ভাতা প্রদান সম্ভব হয়নি। তবে, ভুক্তভোগী বিপ্লব আজাদ উপজেলা নির্বাচন অফিস, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া হতে সংশোধিত এনআইডি কার্ড উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দৌলতপুর-এ জমা দেওয়ার পর এমআইএস সফটওয়্যারে তার তথ্য এন্ট্রি দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি নিয়মিত ভাতাভোগীর তালিকাভুক্ত আছেন।

ভিকটিম বিপ্লব আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে জানা যায় যে, কমিশনের হস্তক্ষেপের পর তিনি ভাতার কার্ড পেয়েছেন। এ অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সন্তোষজনক সমাধান হওয়ায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

বকশিশ কম পেয়ে কর্মচারী খুলে নিলেন অক্সিজেন মাস্ক, ছটফট করে মারা গেল কিশোর (সুয়োমটো রা ০৯/২১)

১০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে গণমাধ্যমে "বকশিশ

কম পেয়ে কর্মচারী খুলে নিলেন অক্সিজেন মাস্ক, ছটফট করে মারা গেল কিশোর" শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদন মতে, "ট্রলিতে করে কিশোরকে জরুরি বিভাগ থেকে শয্যায় নেওয়ার পর চাহিদামতো বকশিশ না পেয়ে অক্সিজেন মাস্ক খুলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে বলে মৃত কিশোরের স্বজনদের অভিযোগ। ভুক্তভোগী ওই কিশোরের নাম বিকাশ চন্দ্র কর্মকার (১৫)। ঘটনা খতিয়ে দেখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের খণ্ডকালীন কর্মচারী। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক"।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান গত ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ফুল বেঞ্চে বিষয়টি আলোচনা করেন। কমিশনের ফুলবেঞ্চ থেকে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং এমন ঘটনা হত্যাকাণ্ডের সামিল মর্মে মনে করে এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করা হয়। ফুল বেঞ্চ সার্বিক বিষয় আলোচনান্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর ধারা ১২(১)(ড)(ঢ) মোতাবেক এ বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা সরকারকে প্রেরণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

১) জরুরি ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে বকশিস কালচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করা।

২) বকশিস গ্রহণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ইত্যাদি বার্তা সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা।

৩) রোগীদের সেবা প্রদানের স্থান সিসি ক্যামেরা দ্বারা মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্ণিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থাকে জরুরি ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে বলা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ কমিশনকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মামলা হয়েছে ও প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ অবস্থায়, সুয়োমটো অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

ডাকাত কর্তৃক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ (সুয়োমটো ৪২/২০)

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ প্রথম আলো অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ রাতে খাগড়াছড়ি জেলার সদর এলাকার একটি বাড়িতে ঢুকে নয় জন ডাকাত কর্তৃক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের বিষয়টি কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিষয়ে ধর্ষণ ও ডাকাতির দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে মর্মেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এই অমানবিক বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ আইনগত পন্থায় শাস্তি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ০৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত সকল অভিযুক্ত বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃবাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। চিহ্নিত পলাতক অভিযুক্তদ্বয়কে গ্রেফতার ও অবশিষ্ট চোরাই মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে।

ভিকটিম ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য এবং বাকি আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের জন্য পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়িকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

প্রতিবন্ধী ছেলেকে মারধর, বিচার চাওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যা (সুয়োমোটো ৪৪/১৯)

১৯ অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় "প্রতিবন্ধী ছেলেকে মারধর, বিচার চাওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, হবিগঞ্জে মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেকে মারধরের নালিশ দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পিটুনিতে মতি মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহতের চাচাতো ভাই ফরিদ মিয়া জানান, প্রতিবন্ধী ছেলেকে মারধর করার বিচার দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে বেধড়ক মারধর করে হত্যা করেছে। সদর মডেল থানার ওসি মো মাসুক আলী জানান, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। এতে মতি মিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। তাঁর নিকট প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হবিগঞ্জের দ্বারা এ বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জনাব মতি মিয়ার স্ত্রী দোলন বিবি এবং উপস্থিত আরও ০৬ জনের বক্তব্যে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে বর্ণিত ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় এ বিষয়ে মামলা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জকে বলা হয়। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত ঘটনায় হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা রুজু করা হয়। মামলার তদন্তের অগ্রগতি কমিশনে দাখিলের জন্য এডিশনাল আইজিপি, সিআইডি, ঢাকা কে বলা হয়। তার নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত মামলার তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে গত ০৮/১২/২০২০ খ্রিঃ ১০ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

বিজ্ঞ আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল হওয়ায় বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অন্ধ মায়ের স্থান হলো গোয়ালঘরে (সুয়োমটো-২৩/১৯)

৬ মে, ২০১৯ তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বাঘড়ি গ্রামের ৯০ বছর বয়সী সরবানু ১০ বছর আগে পায়ে ব্যাথা পান এবং সুচিকিৎসার অভাবে একসময় অচল হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একা চলাফেরা করতে পারেন না বিধায় তাকে বিছানায় শৌচকর্ম সারতে হয়। এ পরিস্থিতিতে সামর্থ্যহীনতা ও অপারগতার অজুহাতে ছেলেরা তাকে পরিত্যক্ত গোয়াল ঘরে একটি ভাঙা চৌকিতে রেখে আসেন। প্রায় ৩ বছর ধরে সরবানু আধাপেটে আর বিনা চিকিৎসায় বসবাসের অযোগ্য এ গোয়াল ঘরে অমানবিক জীবন যাপন করছেন। জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পরপরই উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজাপুর ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসের সহায়তায় বৃদ্ধা সরবানুকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, রাজাপুর, ঝালকাঠি থেকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ তৎক্ষণাৎ ৫০০০ টাকা প্রদান করা হয় এবং চিকিৎসার বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়। এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজাপুর, ঝালকাঠি স্থানীয় ক্লিনিকে বিনামূল্যে তাঁর চোখের

ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চিকিৎসা শেষে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। সন্তানদের সাথে কথা বলে তাদের মাতার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তারা মায়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার অঙ্গীকার করেন। চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরে যাবার পর উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর বৃদ্ধার বাসায় যান এবং সার্বিক খোঁজখবর নেন। আর্থিক সহায়তা বাবদ ৩০০০ টাকা ও ফ্যান/পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় বাবদ ২০০০ টাকা প্রদান করেন। এছাড়াও বৃদ্ধা শরবানু জুলাই, ২০১০ থেকে উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, রাজাপুর, ঝালকাঠি হতে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, প্রতিবেশীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, বৃদ্ধা শরবানুকে গোয়াল ঘরে রাখার বিষয়ে যে প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তা সঠিক নয়। তাঁকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, সেটি মূলত তাঁর ছেলের ঘরের সাথে লাগোয়া ঘর, এর ছাউনি টিনের কিন্তু পাশে বেড়া নাই। ঘরটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বামীর ঘর এবং তিনি নিজেই সে ঘরে থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘরটি পুরনো হওয়ায় তা সংস্কার করা হয়নি।

তীব্র শীতের মধ্যে ২ সন্তানসহ স্ত্রীকে বাসস্ট্যান্ডে রেখে পালালো স্বামী (সুয়োমটো ঢা ০২/২১)

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় "তীব্র শীতের মধ্যে ২ সন্তানসহ স্ত্রীকে বাসস্ট্যান্ডে রেখে পালালো স্বামী"। শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন মতে, "বিয়ের ১০ বছর পর প্রথমবারের মতো শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বাসস্ট্যান্ডে স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে লাপাত্তা হয়েছেন স্বামী। পরে বারবার ফোন দিলেও তার পক্ষে আর সংসার করা সম্ভব নয় বলে ফোন কেটে দেন। তীব্র শীতের মধ্যে বাসস্ট্যান্ডে বসে আছেন মধ্যবয়সী এক নারী। তার কোলে ছয় মাসের শিশু। পাশেই হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন চার বছর বয়সী আরেক সন্তানকে।

অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গত ২৯/০১/২০২১ তারিখ দৈনিক একটি পত্রিকায় "তীব্র শীতের মধ্যে ২ সন্তানসহ স্ত্রীকে বাসস্ট্যান্ডে রেখে পালালো স্বামী" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লিখিত ভিকটিম ঋতুপর্ণার, বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালপুর সদর, জামালপুর অবগত হয়। পরে ভিকটিমের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কোন সহযোগিতার প্রাপ্যতা না থাকায় তাকে কোন ভাতার আওতাভুক্ত করা যায়নি। তবে উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বেগম ঋতুপর্ণাকে হাঁস-মুরগী লালন-পালন ও সবজি চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

স্কুলে ভর্তির জন্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে বৈষম্য (সুয়োমটো ঢা ২৯/২১)

রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর ২০২২ সালের প্লে-গ্রুপে ভর্তির জন্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটির প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞপ্তিটিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার অংশে অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ওজন ১৩ কেজি থেকে ২১ কেজি এর মধ্যে হতে হবে, সকল দুধ দাঁত (২০টি) অটুট থাকতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর ধারা ৩৩(১) এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর পরিপন্থী। রাষ্ট্র যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেখানে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের মত একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের বাইরে গিয়ে কিভাবে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের পরিপন্থী ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ২৭/১০/২০২১ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ অত্যন্ত সততা ও সুনামের সাথে দীর্ঘ ৪৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্লে-গ্রুপ শ্রেণিতে ৪-৫ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের লটারির মাধ্যমে ভর্তির জন্য আলোচিত শর্তাবলীসমূহ শুধুমাত্র সঠিক বয়স নিশ্চিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও গণমাধ্যমের দৃষ্টি গোচর হওয়া মাত্র তারা শুধুমাত্র বয়সের শর্ত ব্যতিত অন্যান্য সকল শর্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাষা ব্যবহারের কারণে যারা ব্যথিত হয়েছেন তাদের কাছে তারা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যাপারে আরও সতর্কতার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী অত্যন্ত আনন্দের সাথে পড়াশোনা করছে। পরিশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং ভবিষ্যতে সকল বিষয়ে আরও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

একই পরিবারের ৩ সন্তান ১০ বছর ধরে শিকল বন্দি (সুয়োমটো- ০৫/২১)

গত ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'একই পরিবারের ৩ সন্তান ১০ বছর ধরে শিকল বন্দি' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন মতে "নওগাঁর আত্রাইয়ে পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিন ছেলে-মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন। তারা দীর্ঘ দশ বছর ধরে শিকল বন্দি অবস্থায় জীবন যাপন করছে। এদিকে স্বাভাবিক অন্য এক ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র স্ত্রী সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়িতে আছেন। প্রতিবেশীরা মাঝে মধ্যে তাদেরও অসুস্থতার কথা শুনতে পান বলে জানান। অভাবী বৃদ্ধ বাবা-মা সহায় সম্বল হারিয়ে সময় মতো খেতে দিতে পারেন না অসুস্থ সন্তানদের। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে না পেরে শিকলে বন্দি করে রেখেছে তাদের। বৃদ্ধ লবা প্রামানিক এর কপালে এখনও জোটেনি বয়স্ক ভাতা। লবার স্ত্রী রাইজান মানুষের বাড়িতে কাজ করে কখনো চেয়ে চিন্তে স্বামী-সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন। সরকারি সহায়তা বলতে শুধুমাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল ক্রয়ের কার্ড আছে তাদের। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে এবং অসুস্থ সন্তানদের চিকিৎসা করাতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করে আকুতি জানান অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি"

মানসিক রোগীর দীর্ঘ দশ বছর ধরে শিকল বন্দী জীবন-যাপন অত্যন্ত অমানবিক। ভিকটিমদের বাবা লবা প্রামানিকের দেয়া তথ্য মতে, পাবনা মানসিক হাসপাতাল হতে তাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টি বোধগম্য নয়। বর্ণিত তিন ছেলে-মেয়ের কেউ প্রতিবন্ধী ভাতা পান কি-না সে বিষয়ে কোন তথ্য নাই। এমন অসহায় পরিবারের জন্য সরকারি সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আত্রাই, নওগাঁ-কে বলা হলে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদন মতে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আত্রাই, অফিসার ইনচার্জ, আত্রাই থানা ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার কর্তৃক সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ০৩ (তিন) জনের পরিবর্তে ০৪ (চার) জনকে পাওয়া যায়। উক্ত ০৪ (চার) জন (১) মো: সাইফুল ইসলাম প্রাং (৪০), (২) মো: আরিফুল ইসলাম (৩৫), (৩) মোছা: শিল্পী (২৮) ও মোছা: নারগিস (৩০), সকলের পিতা-মো: লবাই প্রাং, মাতা-মোছা: রাইজান বিবি, গ্রাম-ব্রজপুর উপজেলা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁকে তাৎক্ষণিক শিকলমুক্ত করা হয় এবং তাদের পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আত্রাই-এ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,

আত্রাইয়ের প্রাথমিক ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ০৪ (চার) জন রোগীকে গত ২৪/০৫/২০২১ তারিখে পাবনা মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং বর্তমানে সেখানে ভর্তি অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। উক্ত ০৪ (চার) জনের মধ্যে ০৩ (তিন) জন প্রতিবন্ধী ভাতা পায়। অবশিষ্টদের সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সালিশের সিদ্ধান্তে থেঁতলে দেওয়া হলো দেহ (সুয়োমটো-১১/২০)

১৪ জুন, ২০২০ "কালের কণ্ঠ" পত্রিকায় "সালিশের সিদ্ধান্তে থেঁতলে দেওয়া হলো দেহ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সেনগাঁও ইউনিয়নের দেওধা গ্রামে মোতালেব আলী নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে এক গৃহবধূকে অশালীন প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হন। এতে গৃহবধূর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে মোতালেব গৃহবধূর ছেলে ও ভাতিজার বিরুদ্ধে মোবাইল চুরির অভিযোগ আনেন। এ ঘটনায় গত ২২মে ২০২০ তারিখ ইউ পি সদস্য জহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে দুই কিশোরের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বর নির্যাতন চালানো হয়। এ ঘটনায় উক্ত গৃহবধূ বাদী হয়ে সাত জনের নামে মামলা করলেও কোনো আসামী গ্রেফতার হয়নি বরং আসামীরা মামলা তুলে নিতে প্রতিনিয়ত গৃহবধূকে হুমকি দিয়ে আসছেন মর্মে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারপূর্বক মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁওকে বলা হলে এ বিষয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদন মতে, মামলাটি তদন্তকালে মামলার তদন্তকারী অফিসার এজাহারনামীয় ০১ ও ০৬নং আসামীকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারী অফিসার মামলাটি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত শেষে এজাহারনামীয় ০৭ (সাত) জন ও তদন্তে প্রাপ্ত ০৩ (তিন) জনসহ সর্বমোট ১০ (দশ) জন আসামীর বিরুদ্ধে পীরগঞ্জ থানার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। বর্তমানে মামলাটি বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারকে উচ্ছেদ (সুয়োমটো-১২/২০)

গত ৩১ আগস্ট ৭১ টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রচারিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, রাজশাহীর পবা থানার পারিলা ইউনিয়নে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আবাসিক প্রকল্পের কারনে উচ্ছেদের আতংকে আছেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১৩০টি পরিবার। সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, এই জনগোষ্ঠী প্রায় ২০ বছর যাবৎ এখানে বসবাস করছেন। খ্রীস্টান কর্তৃপক্ষ দি রাজশাহী খ্রীস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির নিকট এই পল্লীর ৩০ কাঠা জমি বিক্রি করে দিয়েছে। হাউজিং সোসাইটি তাদের জমির দাম নির্ধারণ করেছে কাঠা প্রতি ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। প্রথমে ৩৫ ভাগ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে ৩০ আগস্টের মধ্যে জমি ক্রয়ের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। উল্লেখ্য যে, এই পল্লীর সকলেই প্রায় খেটে খাওয়া দিনমজুর, তাদের পক্ষে এতটাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রকাশিত ঘটনার বিষয়ে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, রাজশাহী-কে বলা হলে এ বিষয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদন মতে, "নালিশী জমির প্রকৃত মালিক মিশন/চার্চ কর্তৃপক্ষ। এই জমি তারা ক্রয় সূত্রে মালিক এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করেন। চার্চ কর্তৃপক্ষের নিজ মালিকানাধীন জমি হওয়ায় সরকারিভাবে নালিশী জমি বসবাসরত ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বন্দোবস্ত প্রদানের কোন সুযোগ নেই। তাই মিশন কর্তৃপক্ষ বসবাসরত ভূমিহীন

পরিবারকে বিনামূল্যে জমি হস্তান্তর না করলে তাদের নিকট থেকে নালিশী জমি সরকারিভাবে ক্রয়/অধিগ্রহণপূর্বক বসবাসরত পরিবারগুলোকে ভূমিহীন হিসেবে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি মিশন কর্তৃক এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, মুজিববর্ষ উপলক্ষে একজন মানুষও যেন গৃহহীণ না থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার আলোকে নালিশী জমির মালিকানা বিষয়ে স্থায়ীভাবে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বসবাসরত কোন পরিবারকে মুশরইল ক্যাথলিক চার্চের জমি হতে উচ্ছেদ/গৃহহীন করা হবে না এবং উক্ত স্থানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে মর্মে জানানো হয়েছে।"

অভিযোগ নং- ই-নথি

২১ আগস্ট ২০২০ তারিখ দৈনিক সমকাল অনলাইন পত্রিকায় "৯০ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে একি আচরণ পুলিশের"শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে জামিনে থাকার পরও জাহাঙ্গীর আলম নামে ৯০ বছরের বৃদ্ধকে ওয়ারেন্টমূলে গ্রেপ্তার করে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ৯০ বছরের একজন বৃদ্ধের জামিন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেফতারের বিষয়টি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে দ্রুততার সাথে অবহিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এসআই(নি)/ মাকসুদ হোসেন, এএসআই (নি) আবু তাহের এবং এএসআই(নি) মো: শফিকুল ইসলাম গণের অবহেলা জনিত কারণে রিকলভুক্ত একজন বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার কারণে সংশ্লিষ্ট অফিসারগনের নামে বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ায় প্রত্যেককে শাস্তি স্বরূপ পিআরবি ৮৭১ বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে ০১(এক)টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন (ইনক্রিমেন্ট) ০১ বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

৩.৭ অন্যান্য অভিযোগসমূহের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

অভিযোগ নং- চ. ৮৩/২০

অভিযোগকারী 'ক', চকরিয়া কেন্দ্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়, চকরিয়া, কক্সবাজার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি গত ৩০ বছর অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে অর্ধ-বেতনে সাময়িক বহিষ্কার ও পরবর্তীতে চূড়ান্ত বহিষ্কার করে। অভিযোগকারী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম বরাবর আবেদন করেন। ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত বিধি মোতাবেক না হওয়ায় বোর্ডের ৪২ তম আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি তা অনুমোদন না করে তাঁকে সমুদয় বেতন ভাতাসহ স্বপদে পুনর্বহালের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তিনি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের সাথে ১০-১৫ বার দেখা করে ও পাঁচবার লিখিত আবেদন করে স্বপদে পুনর্বহালের অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে প্রতিকারের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চকরিয়া বরাবর আবেদন করলে গত ১৮/১১/২০১৯ তারিখে উক্ত কর্মকর্তা সমুদয় বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ স্বপদে পুনর্বহালের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাবোর্ড এবং উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছেন, যার ফলে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। এ অবস্থায়, বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে অভিযোগকারীকে সমুদয় বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ স্বপদে পুনর্বহাল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

শিক্ষা বোর্ড ও উপজেলা প্রশাসনের আদেশ বাস্তবায়ন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের

জন্য সভাপতি, বিদ্যালয় ম্যানিজিং কমিটিকে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম এর বিগত ০৫/০১/২০২১ ইং তারিখের আদেশ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির গত ২৭/০১/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিযোগকারী গত ১০/০২/২০২১ তারিখ স্বপদে যোগদান করেছেন। তাঁর সমুদয় বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির আর কোন অভিযোগ নাই। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে অভিযোগকারীর সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান হওয়ায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং- চ. ২৯/২১

অভিযোগকারী 'ক' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, অভিযোগকারীর পিতা একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। অভিযোগকারীর পিতা তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে ঢাকা কুর্মিটোলা সেনানিবাসে চাকরি করতেন। তিনি ১৯৭১ ইং সনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৪র্থ এমওডিসি এর মধ্যে চাকরিরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ২নং সাব সেক্টরে আশুগঞ্জের নিকটবর্তী সালদা নদীর পাড়ে পাকিস্তানের বিমান হামলায় শহীদ হয়েছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার পিতার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। এমওডিসি এফ রেকর্ড অফিসে অভিযোগকারীর পিতার কোন রেকর্ড না থাকায় তার পিতা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। অভিযোগকারী তার পিতার মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতির সহায়তার জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগকারীর দাবী মতে তাঁর পিতা শহীদ হবার পর প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত শহীদ পরিবারের সাহায্যে দুই হাজার টাকার একটি চেকও প্রেরণ করা হয়েছিল। অভিযোগকারীর পিতার বিষয়ে তথ্য উদঘাটন করে তিনি যদি সত্যই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকেন তাহলে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে আবেদনের সত্যতা রয়েছে এবং সিপাহী 'খ' কে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। এ অবস্থায়, সিপাহী মৃত 'খ' কে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

অভিযোগ নং- খু ২১/২১

অভিযোগকারী 'চ' রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) নামক একটি এনজিও-তে রিজিওনাল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সংস্থার নিয়মানুযায়ী হাজিরা খাতায় এবং মুভমেন্ট রেজিস্টারে স্বাক্ষর করার কথা থাকলেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে তা না করার নির্দেশনা দেন। সংস্থার অন্যান্য কর্মী দ্বারা তাকে বিভিন্নভাবে অপমান করা এবং গায়ে হাত তোলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে হাজিরা খাতায় এবং মুভমেন্ট রেজিস্টারে স্বাক্ষর না থাকাসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তাকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। অভিযোগকারী তার শিক্ষা সনদ ফেরৎসহ চাকরি ফিরে পেতে আবেদন করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে অভিযোগকারী তার শিক্ষা সনদ, লেপটপ এবং প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত জামানতের টাকা ফেরৎ পাওয়ায় তিনি কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগটি নিষ্পত্তি করতে আবেদন করেন।

অভিযোগ নং- ১১৫/১৯

অভিযোগকারী 'ক' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তাঁর পিতা 'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য অর্পিত সম্পত্তি

প্রত্যার্পণ ট্রাইবুনাল, ঠাকুরগাঁও-এ মামলা করেন। ট্রাইবুনাল অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁওকে নির্দেশ দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপিল করলে আপিল মোকদ্দমাটি খারিজ হয়ে যায়। অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও বরাবর আবেদন করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে কোন সমাধান করা হয়নি বিধায় অভিযোগকারী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা চেয়ে কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁওকে বলা হলে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত বেঞ্চ হতে নাগরিকের সম্পত্তি অধিকার রক্ষা করত: আইনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও-কে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও অবহিত করেন যে, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগকারী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানকে তার প্রতিকার নিশ্চিত হওয়ায় ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একটি পত্র প্রেরণ করেন।

অভিযোগ নং- ঢা. ৫৩/২০

মোছাঃ রাবেয়া (ছদ্মনাম) তার জুয়াড়ি স্বামীর বিরুদ্ধে নেশাগ্রস্ত হয়ে শারীরিক নির্যাতন করার বিষয়ে অভিযোগ করেন। অভিযোগ মতে, অভিযোগকারীকে তার স্বামী ঠিকমতো ভরণপোষণ দেন না। এমনকি অভিযোগকারীর শাশুড়ী, ননদ এবং দেবরের উস্কানিতে তাকে নির্যাতন করা হয় এবং জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারী সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের কারণে তিনি তার কর্মস্থলে বিভিন্ন সমস্যার শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে অভিযোগকারী এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট থানায় দুটি জিডি করেও রেহাই পাননি বিধায় ভরণপোষণসহ নিরাপত্তার সহিত স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। কমিশনের আপোষ বেঞ্চে পক্ষদ্বয়ের শুনানীর মাধ্যমে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে এবং অভিযোগকারী স্বামীর সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাস করছেন।

অভিযোগ নং- ঢা. ১৪৩/২০

অভিযোগকারী রোজী (ছদ্মনাম) এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ভাই-বোনেরা বিভিন্নভাবে অভিযোগকারীকে হুমকি দেওয়াসহ তার বাসার আসবাবপত্র নিয়ে যায়। তাকে বাসা থেকে বের করতে ব্যর্থ হয়ে বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অভিযোগে উল্লেখ আছে যে, অভিযোগকারীর স্বামীর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর অভিযোগকারীকে বিয়ে করেন। আগের পক্ষের একজন কন্যা সন্তান এবং অভিযোগকারীর এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। অভিযোগকারীর স্বামী অসুস্থ থাকা অবস্থায় ছয়তলা বাড়ি তার ভাই-বোনেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী তার স্বামীর টাকায় ছয়তলার উপরে রুম বানান।

অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুসন্ধানে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেলে পক্ষগণকে শ্রবণ করে একটি সন্তোষজনক মিমাংসার লক্ষ্যে অভিযোগটি আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ ও সংশ্লিষ্ট ডেসকো অফিসের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে আপোষ বেঞ্চ একাধিক বৈঠক করে। সকলের বক্তব্য শ্রবণ এবং বাড়ির দলিলাদি যাচাই করার মাধ্যমে অভিযোগকারীর মৃত স্বামীর প্রাপ্য অংশে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ মিটার বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগ নং-ঢা. ১৫৭/২১

অভিযোগকারী মিসেস ফাতেমা (ছদ্মনাম) বিয়ের পর থেকে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকদের দ্বারা

বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন মর্মে অভিযোগ করেন। অভিযোগে উল্লেখ আছে যে, তার স্বামী বিদেশে যাওয়ার কথা বলে তার বাবার নিকট থেকে দেড় লক্ষ টাকা নিয়েছেন। আরও টাকার জন্য অভিযোগকারীকে তার স্বামী চাপ প্রয়োগ করছেন। অভিযোগকারীর বাবার আর টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই।

আপোষ বেঞ্চের শুনানিতে অভিযোগকারী, তার স্বামী ও উভয়পক্ষের অভিভাবকদের অংশগ্রহণে এ বিষয়ে পক্ষগণের মাঝে আপোষনামা হয়। এভাবেই দাম্পত্য বিরোধ সম্পর্কিত এ অভিযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

অভিযোগ নং-ঢা. ৪৯/১৯

অভিযোগকারী 'ক' শিক্ষক, মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা, মির্জাপুর, নিকলী, কিশোরগঞ্জ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, ২০১৪ সালে মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসাটি ওয়াকফ এস্টেটের তালিকাভুক্তির জন্য যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিসে জমা দেয়া হয়। কিন্তু গত পাঁচ বছর যাবত তাদের উপজেলা নিকলীতে এবং জেলা কিশোরগঞ্জ অফিসগুলোতে অসংখ্য বার খোঁজ খবর নিয়েও তালিকাভুক্তির কোন কাগজ বা চিঠি পাওয়া যায়নি। তাই সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে মানবাধিকার কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে ওয়াকফ প্রশাসক এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, "মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা" ওয়াকফ এস্টেটটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের হস্তক্ষেপে অভিযোগকারীর সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান হওয়ায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-ঢা. ৬০/২০

অভিযোগকারী 'ক' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, ২০১৪ অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ এর মিরপুর কারখানাতে চাকরিরত ১৫ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বকেয়া রাখাসহ একযোগে চাকুরিচ্যুত করা হয়। বর্তমানে সকলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে প্রতিকার পেতে কমিশনে একটি আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ, মিরপুর ঢাকাস্থ কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কারখানাটির ব্যবস্থাপক উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেন। চাকুরিচ্যুত ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি চাওয়া হলে তিনি সমঝোতা চুক্তিসহ অন্যান্য আইনগত পাওনা পরিশোধের সমঝোতা চুক্তিনামা এবং অভিযোগকারীর ক্ষমা প্রার্থনা পত্র সরবরাহ করেন। অভিযোগকারী জনাব ক, মোবাইল ফোনে জানান তারা আইনগত পাওনা বুঝে পেয়েছেন এবং অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ এর বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নাই।

অভিযোগ নং-ঢা. ৮৯/২১

অভিযোগকারী মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম হেড, মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স গোলাম রাব্বি ইন্টারন্যাশনাল (আর এল ১০৭৮) এর মালিক জনাব মোঃ আকবর হোসেন ও তার ছেলে জনাব গোলাম রাব্বি এবং উক্ত এজেন্সির প্রতিনিধি জনাব আকতার গার্মেন্টস অপারেটরের কাজ দেওয়ার কথা বলে মরিয়ম আক্তার কে গত ০৫/০২/২০২০ তারিখে মরিশাসে প্রেরণ করেন। মরিশাসে মরিয়মকে ফায়ার মাউন্ট টেক্সটাইলে কাজ দেয়া হয়। উক্ত টেক্সটাইলের ক্যান্টিনের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম গং (বাংলাদেশী) মরিয়মকে ভয়ভীতি দেখিয়ে টেক্সটাইলের মালিক জনাব অনিল কলির বাসায় নিয়ে গেলে জনাব অনিল কলি মরিয়মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ

করেন। উক্ত ঘটনার ভিডিও ধারণ করা আছে এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে জনাব অনিল কলি ও জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম প্রতিনিয়ত ধর্ষণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মরিয়ম অন্তঃসত্বা হয়ে গেলে একটি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভপাত করান। পরবর্তীতে মরিয়মের বাবাকে মরিশাসে নিয়ে একই কোম্পানিতে চাকরি দেন এবং মরিয়মকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে ফেরার তিনদিন পর মরিয়ম আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার বোন উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে গত ২১/০৬/২০২১ তারিখে মরিয়ম প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর অভিযুক্তরা মরিয়মের বাবাকে মরিশাসে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করেছেন। এতে তার বাবা মরিশাসে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমতাবস্থায়, মরিয়মের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি এবং আর কোন নারী কর্মী যেন এ ধরণের ঘটনার শিকার হতে না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে মরিশাসে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশন এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মরিশাসের ফায়ারমাউন্ট কোম্পানীর মালিক কর্তৃক নির্যাতিত নারী কর্মী মরিয়ম আক্তার-এর পিতা জনাব মোহাম্মদ কাজল মিয়াকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ কাজল মিয়া দেশে ফেরত যাওয়ার নিমিত্তে গত ১৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে মিশনে আবেদন করেন। সে আলোকে জনাব মোহাম্মদ কাজল মিয়া-কে মরিশাস থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়, মরিশাস কর্তৃক ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখ এমিরেটস এয়ার লাইনসের ইকে-৭০৪ এবং ইকে-৫৮৪ ফ্লাইটে টিকেট করা হয়। তিনি ৩০ আগস্ট, ২০২১ খ্রি: তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, পাসপোর্ট এর মেয়াদ না থাকায় মিশন থেকে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা হয়েছে, এছাড়া কোভিড-১৯ এর টেস্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে মিশন হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিবেদনের আলোকে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগ নং-ঢা. ৫২/২১

অভিযোগকারী 'ক' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় চাকরি করতেন। গত ০৯/০৬/২০২০ তারিখে তিনি অফিসে গেলে টেলিফোন অপারেটর তাকে ফোন দিয়ে প্রশাসনে দেখা করতে বলেন। তিনি প্রশাসন কক্ষে গেলে আরও কয়েকজনের সাথে তাকে বিনা বেতনে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে তিনি অফিস থেকে কোন আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন না। এমনকি অফিস থেকে তাঁর দেনা পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে না। হঠাৎ এমন চিঠি পেয়ে অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবার সামাজিকভাবে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ তাঁর প্রাপ্য পাওনা পাওয়ার সুব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগকারী তার পাওনা বুঝে পাওয়ায় অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠ কর্তৃপক্ষ ছয়টি (অক্টোবর থেকে মার্চ) চেকে তার পাওনা পরিশোধ করেছে।

অভিযোগ নং-ঢা- ৩৩/২১

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, গত অক্টোবর ২০২০ সালে তিনি হোপলেন-৩ লি: পুরাতন ইপিজেড ঢাকায় চাকরি করতেন। কিন্তু ঐ গার্মেন্টস এর আজাদ কবির তাকে সব সময় বিভিন্ন কু-প্রস্তাব ও যৌন হয়রানির চেষ্টা করেন। অভিযোগকারী আজাদ কবির এর কথায় রাজি না হলে তিনি অভিযোগকারীর সাথে প্রতিদিন খারাপ আচরণ করেন এবং অফিসে বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র করেন। অভিযোগকারীর ব্যাগে বিভিন্ন মালপত্র ঢুকিয়ে চুরির অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করেন। আজাদ কবির তার মাথায় অনেক আঘাত করে এবং সেই আঘাতে তাঁর

মাথায় অনেক সমস্যা দেখা দেয়। টাকার অভাবে তিনি চিকিৎসা করাতে পারছেনা। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী আশুলিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু আজাদ কবিরের পক্ষ হয়ে থানায় কথা বলায় থানার মহিলা অফিসার তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। চাকরি চলে যাওয়াতে তাঁর জীবন জীবিকা সংকটাপন্ন। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী কমিশনের কাছে তাঁর চাকরি, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায় বিচার চেয়ে একটি আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি আপোষনামা দাখিল করা হয়। এছাড়া কোম্পানির পক্ষ থেকে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ নং-ঢা. ১৩২/২১

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, ঢাকার সাভার উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নে বসবাসকারী 'খ' একজন অসহায় স্বামী পরিত্যক্তা নারী যার ৮ ও ২ বছর বয়সী দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। গত দুই বছর আগে তার স্বামী তাকে মারধর করে স্বর্ণালংকার নিয়ে চলে যায় এবং কোন রকম যোগাযোগ করেনা ও ভরণপোষণ দেয় না। পরিবার পরিজনহীন খ দুটি শিশু বলিয়ারপুরের একটি বস্তিতে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং তার শিশু দুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। তার শারীরিক অবস্থা এবং নিকট আত্মীয় না থাকায় বাড়ির মালিক তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায়, অসহায় নারী এবং তার শিশু সন্তানদের সহায়তার জন্য অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাভার, ঢাকা এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'খ' বনগাঁও ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ড থেকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পাচ্ছেন। তার কন্যা সন্তানদের সরকারি শিশু পরিবারে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে জনাব 'খ' তাদের সরকারি শিশু পরিবারে/স্থানীয় এতিমখানায় দিতে অস্বীকার করে। তার শারীরিক অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে তাকে সুচিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে জনাব 'খ' কে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ নং- ৫৬/১৯

অভিযোগকারী বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ, হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষে কমিশনে অভিযোগ করেন যে, প্রায় ৭০ বছর বাপ-দাদার আমল হতে লালকুঠী দরবার শরীফ, চর কালিবাড়ি, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ এ হরিজন সম্প্রদায় ভূমিহীন অবস্থায় বসবাস করছে। বেশিরভাগ লোক দিন মজুর হাট-বাজারে কুলির কাজ করে। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ সড়ক উপবিভাগ থেকে হরিজন সম্প্রদায়কে ওই জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তারা দিন আনে, দিন খায়। তাদের ভূমি কেনার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায়, স্ত্রী, সন্তান, পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের যাযাবরের মত ঘুরতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যেন কেউ ভূমিহীন ও গৃহহীন না থাকে। অভিযোগকারী ভূমিহীন ও গৃহহীন হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতি মানবিক দৃষ্টি রেখে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদ খাস ভূমিতে তাদের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থান থেকে উচ্ছেদ আদেশ স্থগিত করার অনুরোধ করে কমিশনে আবেদন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহকে জরুরি ভিত্তিতে ভূমিহীন হরিজন সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ স্থগিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন লাল কুটির দরবার শরীফ, চর

কালিবাড়ি হরিজন পল্লী পূনর্বাসন জুলাই/১৯ মাসের সভার কার্যবিবরণী ২৩-০৭-২০১৯ তারিখে বেলা ৩.৩০মি জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ সম্মেলন কক্ষে জরুরি সভা আহবান করেন, সভায় ১৭টি পরিবারকে ২০ শতাংশ সরকারী খাস ভূমির উপর পুনর্বাসনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে স্থান নির্ধারণ করে ১৭টি হরিজন পরিবারের জন্য আশ্রয়ণ গুচ্ছ গ্রামের এক বা একাধিক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তা এখন বাস্তবায়নের সমাপ্তির পথে।

অভিযোগ নং-৫/২০

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন এফএ এন্ড এমআইএস উইং এ এসও পদে কর্মরত ছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত অফিস আদেশ অনুসারে পেনশন বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কাগজপত্রসহ অবসর ভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা বরাবর তিনি আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পেনশন প্রাপ্ত হননি। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার চাকুরীতে কোন প্রকার অডিট আপত্তি নাই, তার নিকট কোন সরকারী পাওনা নাই এবং বিভাগীয় কোন মামলা নাই। এ বিষয়ে তিনি প্রতিকার চেয়ে কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্তন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ক এর বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, অডিট আপত্তি ও সরকারের আর্থিক পাওনা সংক্রান্ত না দাবীর বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাঁর অনুকূলে প্রাপ্য পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ নং-২২/১৯

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে তার বোনকে গৃহকর্মী পেশায় চাকরি করতে সৌদিআরব প্রেরণ করেন। তার বোন 'খ' রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স বেঙ্গল সালফ ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে গৃহকর্মীর ভিসায় জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে সৌদিআরব যান। সৌদিআরব গমনের পর থেকেই তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। দীর্ঘ ৭ মাস তার খোঁজ না পেয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে অভিযোগ করেন। বর্তমানে তার বোন সৌদিআরবের তায়েফ জেলে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। খ কে মানবিক কারণে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে তার ৮ মাসের বকেয়া বেতন আদায়সহ দূতাবাসের সহায়তায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিকট থেকে চাহিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, গত ০১/০৫/২০১৯ তারিখ তায়েফস্থ জেল হাজতের মাধ্যমে তাকে দেশে প্রেরণ করা হয়। উক্ত গৃহকর্মীকে বাংলাদেশে পৌঁছার পর তার সাথে যোগাযোগ করা হলে জানান, তিনি ভালভাবে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন।

অভিযোগ নং-৮৩/১৯

বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনলাইন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'ভেদরগঞ্জে ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেঁটে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদমতে, গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চুল না বেঁধে আসার কারণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী গোপের নির্দেশে দফতরি জুম্মন মিয়া পঞ্চম শ্রেণির মাহিদা আক্তার, তাজরিন, নাহিদা,

ফারহানা, সুমনা, সাথী, সাদিয়া আক্তারসহ ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেঁটে দেন। পরে ছাত্রীদের অভিভাবকরা চুল কাঁটার বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা অভিভাবকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন বলে জানা যায়। ব্লাস্ট এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়।

অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে 'তিরস্কার' শাস্তি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ নং-ঢা. ১১/১৯

অভিযোগকারী বীরমুক্তিযোদ্ধা 'ক' বিসিএসআইআর গবেষণাগারে টেকনিশিয়ান পদে চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের একটি ফ্ল্যাট হতে অন্য ফ্ল্যাটে বদলির অপরাধে আইন সম্মত কোন সুযোগ না দিয়ে ঐ তারিখে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। অতঃপর Members Finance & Chairman Grievance Committee BCSIR Dhaka তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের আদেশ দেন। পুনর্বহালের আশায় অভিযোগকারী সিপি-ফান্ডের টাকা তুলে নেননি। এ অবস্থায়, চাকরিতে পুনর্বহাল, সিপি ফান্ডের টাকা ও পেনশন পাওয়ার জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের বিষয়ে বিসিএসআইআর এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮২ সালে বিভাগীয় মামলায় চাকরি হতে বরখাস্তকৃত 'ক' কে ২৭ বৎসর পর আদালতের নির্দেশের অবর্তমানে চাকরিতে পুনর্বহালের কোন সুযোগ নেই এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষের আইনগত ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ 'ক' ল্যাব টেকনিশিয়ান (চাকরিচ্যুত)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার অনুকূলে সঞ্চিত চাঁদা পরিশোধ করেছে।

অভিযোগ নং-ঢা. ৭৭/১৯

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), গত ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার অনলাইনে ''লোহার শিকলে বাঁধা ৩ কিশোরের শৈশব'' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদ প্রতিবেদন মতে, ''ইফাদ, ইয়াসমিন ও আজিজুল নামে মাদ্রাসার হেফজ খানার ৩ জন ছাত্রকে দিনের ২৪ ঘন্টা লোহার শিকলে তালাবন্দি করে রাখে মাদ্রাসার সুপার আরিফুল্লাহ। তাদের খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া, ঘুম সবই হচ্ছে এই তালাবদ্ধ অবস্থায়। ঘটনাটি ঘটেছে গাজিপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাধীন তুমিলিয়া ইউনিয়নের ভাইয়া সূতি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায়''। এ অবস্থায়, তাদের মুক্ত পরিবেশে লেখা-পড়া ও চলা-ফেরার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, গাজীপুর এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে-

১। অভিযোগে বর্ণিত ৩ (তিন) জন শিকল পরিহিত ছাত্রকে তাৎক্ষনিকভাবে শিকলমুক্ত করে স্ব-স্ব অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

২। ছাত্রদের প্রতি এ ধরণের অমানবিক আচরণ ও দায়িত্ব অবহেলার দায়ে মাদ্রাসার সুপারকে কমিটি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ০২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

৩। মাদ্রাসাটিতে ভবিষ্যতে ছাত্রদের সাথে এ ধরণের ঘটনাসহ সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্যকলাপ সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে তদারকিসহ সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৩.৮ গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তুলনামূলক চিত্র

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম/সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রায় ১৬টি গণমাধ্যম হতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে মাসিক/বার্ষিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

২০২১ সালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামগ্রিক চিত্র

নং	মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
১	হত্যা	১২৯	১১৪	১৭৫	২৩৪	১৯৩	৩৮	৪২	১৪৪	৬৩	৭১	৮৫	৬১	১৩৪৯
২	ধর্ষণ	৫০	৩৮	৬৫	১০৪	৪৫	৪২	৫১	৫৮	৩৩	৫০	২৩	৩৯	৫৯৮
৩	শিশু ধর্ষণ	২৭	১৩	৩৬	৮৩	৪০	২৬	১৫	৪০	২১	১৯	২৮	১৩	৩৬১
৪	নারীর প্রতি সহিংসতা	৩৪	২২	৬১	১৪৮	৯০	৬৪	৫০	৭৩	৪৯	৩১	২৩	২১	৬৬৬
৫	শিশু হত্যা	২৪	১০	১৮	৩০	৪৪	১০	০৪	২১	১১	০৬	১১	১৫	২০৪
৬	শিশু নির্যাতন	০৯	০৮	১৬	২৬	৩০	০৭	০৬	০৭	১২	০৮	০৫	১২	১৪৬
৭	আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ	১০	০১	০৫	২১	১৬	১৫	০৯	৩৩	১৩	০৯	১৬	০৩	১৫১
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি	০	০	০৮	০৩	০	০	০	০১	০১	০	০৩	০	১৬
৯	নিখোঁজ	১২	০৪	১০	১৮	২৪	১৪	০৮	১৯	২৫	১৭	০৬	০৫	১৬২
১০	অপহরণ	১৩	০৫	১৬	৩২	২৪	২৬	১৩	২৯	১৩	১৯	০৬	২১	২১৭
১১	শ্রমিকের মৃত্যু	১০	০৪	১৫	২৫	১১	০৭	৬২	০৮	১০	০২	০৫	০৩	১৬২
১২	বন্দুক যুদ্ধে নিহত	০	০৪	১২	০২	০২	০১	০২	০৪	০৪	০২	০৮	০৬	৪৭
১৩	অ্যাসিড নিক্ষেপ	০১	০২	০৩	০	০	০২	০১	০২	০৬	০৩	০১	০১	২২

তথ্য সূত্র: প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ইত্তেফাক, ঢাকা ট্রিবিউন, কালের কণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ২৪, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, নিউ এজ, ডেইলি অবজারভার, ভোরের কাগজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নয়া দিগন্ত (অনলাইন ভার্সন)

৩.৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনের জন্য চাহিত অভিযোগ সমূহের বিবরণী

কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কয়টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষত সাংবাদিকবৃন্দের জানার আগ্রহ বেশি থাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনের জন্য চাহিত অভিযোগসমূহের বিবরণী এখানে উপস্থাপন করা হল ঃ

(সেপ্টেম্বর ২০১৯ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগ)

ক্রমিক	বিবরণ	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ	মোট
১	কমিশন হতে প্রতিবেদন চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ হতে মহাপুলিশ পরিদর্শককে প্রতিবেদনের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা	০৭	০৩	০৯	০২	২১
২	কোন উত্তর পাওয়া যায়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা	০৩	১	১	০	০৫
৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় নথিভুক্ত	০৮	০৩	০৯	২	২২
৪	প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে	০২	০	০১	৪	০৭
	মোট অভিযোগের সংখ্যা	**২০**	**০৭**	**২০**	**৮**	**৫৫**

- বর্তমান কমিশন থেকে মোট ৫৫টি (২০২১ সালের ১৯টি সহ) অভিযোগের প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। ২৯টি অভিযোগের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২২টি সন্তোষজনক হওয়ায় নথিভুক্ত হয়েছে বাকি ০৭টি প্রতিবেদনে কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রতিবেদন চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে মহাপুলিশ পরিদর্শককে পত্র দেওয়া হয়েছে ২১টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে।
- বর্তমানে ৩৩টি অভিযোগ প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান (ক্রমিক ০১, ০২ ও ০৪ দ্রষ্টব্য)।

পূর্বতন কমিশন সমূহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদনের জন্য চাহিত অভিযোগ সমূহের বিবরণী: অপেক্ষমান ও নিষ্পত্তিকৃত

(২০১২ সাল হতে ২০১৯ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দাখিলকৃত অভিযোগ)

ক্রমিক	বিবরণ	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ	মোট
১	কমিশন হতে প্রতিবেদন চাওয়া হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ হতে মহাপুলিশ পরিদর্শককে প্রতিবেদনের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা	০৭	০৬	০২	০২	১৭
২	কোন উত্তর পাওয়া যায়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা	০৮	০	০	০	০৮
৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়ায় নথিভুক্ত	১৭	১১	১১	৪	৪৩
৪	প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে	৮	৩	০	৪	১৫
৫	অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযোগ প্রত্যাহার, অভিযোগের প্রতিকার প্রাপ্তি, অভিযোগ পরবর্তী মামলা অন্যান্য কারণে নথিভুক্ত	০	০	০	০	০
	মোট অভিযোগের সংখ্যা	৪০	২০	১৩	১০	৮৩

- মোট ৮৩টি অভিযোগের মধ্যে ৪৩টি নথিভুক্ত হয়েছে (ক্রমিক ০৩ ও ০৫ দ্রষ্টব্য)।
- প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে ৪০টি (ক্রমিক ০১, ০২ ও ০৪ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্রমিক ০২ এ উল্লিখিত ০৮টি অভিযোগের বিষয়ে বারংবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়নি।

৩.১০ বেঞ্চ মূল্যায়ন

২০২১ সালের ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-১, বেঞ্চ-২ এবং আপোষ বেঞ্চ এর সভার বিবরণ

ফুল বেঞ্চ ২০২১ এর হিসাব

ফুল বেঞ্চ- মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কমিশনের সকল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	মোট অভিযোগ	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান
৪টি	৪২টি	১৫টি	০টি	০টি	১৩টি	১৩টি	২৯টি

বেঞ্চ-১ : ২০২১ এর হিসাব
(ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ)
বেঞ্চ -১ মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন /বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	চলমান	মন্তব্য
৩৯	৪০৬	৪৮৭	৮৯৩	২৭২	৪০	১৫	২১৫	৩৪৮	৫৬৩	৩৩০	• বেঞ্চ কর্তৃক দুইটি অভিযোগে উভয় পক্ষ, সাক্ষী এবং আইনজীবীর উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। • দুইটি অভিযোগে মোট ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতি পূরণ আদায় করা হয়েছে।

বেঞ্চ-২ : ২০২১ এর হিসাব
(চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)
বেঞ্চ -২ সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ

মোট অনুষ্ঠিত বেঞ্চ	নতুন অভিযোগ	পূর্বের চলমান অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রতিবেদন/ বক্তব্য চাওয়া হয়েছে	ফুল বেঞ্চে প্রেরণ	আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন /বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	মোট চলমান
৩০	২৮২	২৮৭	৫৬৯	১৬৮	২	৫ (খন্ডিত ১টি সহ [১])	২০১	১৯৫	৩৯৬	১৭৩

- ফুল বেঞ্চ ও আপোষ বেঞ্চ-এ প্রেরিত নথিসমূহ বেঞ্চ-২ এ চলমান রয়েছে মর্মে পরিগণনা করা হয়েছে।
- খুলনা/বরিশাল বিভাগের ০১ (এক) টি অভিযোগ সরাসরি ফুল-বেঞ্চে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ চট্টগ্রাম/সিলেট বিভাগের একটি নথির মূল অংশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে এবং নথিটির অপর অংশ (খন্ডিত নথি) আপোষ-মিমাংসার জন্য আপোষ বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়েছে।

আপোষ বেঞ্চের হিসাব- ২০২১

মোট সভা	পূর্বের চলমান	গৃহীত অভিযোগ	মোট অভিযোগ	শুনানিঅন্তে নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন	মন্তব্য
১৩	০৬	২০	২৬	১৭	০৮	১ টি নথি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

৩.১১ কমিশনের হস্তক্ষেপে ক্ষতিপূরণ প্রদান:

অভিযোগ নং-রা-৫৭/২০

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকৌশলী এর ন্যস্ত সাব-ঠিকাদার 'খ' এর অধীনে চাকরি করতেন। কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার বাতাবাড়িয়া গ্রামে কাজে থাকা অবস্থায় ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত ব্যক্তিরা তাকে উচ্চ বিভরের ভোল্টেজে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করে। তিনি গ্রাউন্ডিং করে কাজ করা অবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে আসলে তিনি বিদ্যুৎতারিত হয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এর ফলে তার দুটি পা ও ডান হাত সম্পূর্ণ কেটে ফেলতে হয়। তিনি অভিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদাসীনতা ও অধীনস্ত শ্রমিকদের অবমূল্যায়ন উক্ত দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। উক্ত প্রতিষ্ঠান তাঁর চিকিৎসার জন্য কোন প্রকার ব্যয় বহন করেনি, এমনকি তার বেতন পর্যন্ত পরিশোধ করেনি। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী উক্ত দুর্ঘটনার সুষ্ঠু বিচার, মানবিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদন মতে, "বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, দুর্ঘটনা বন্ধ/প্রতিরোধে অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন এবং ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণের স্বার্থে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ইতোপূর্বের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাপবিবোর্ড কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল কর্মীর চিকিৎসা ব্যয় ছাড়াও প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির জন্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক পঙ্গু ব্যক্তির জন্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতিমালা অনুসারে জনাব 'ক' এর ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নির্মাণ প্রকৌশলী বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া, মানবিক কারণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে মৌখিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনাব 'ক' এর নামে ক্ষতিপূরণ বাবদ ০৫ লক্ষ টাকা এবং মানবিক সহায়তা বাবদ ০১ লক্ষ টাকাসহ মোট ০৬ (ছয়) লক্ষ টাকার ২টি পে-অর্ডার জনাব 'ক' এর স্থায়ী ঠিকানার এলাকায় কর্মরত বাপবিবোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারীকে উক্ত টাকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

অভিযোগ নং-৪০৫/১৩

অভিযোগকারী মোঃ ফোরকান, কো-অর্ডিনেটর, Children's Charity Bangladesh Foundation কর্তৃক "ডেইলি স্টার" পত্রিকায় ১০/১২/২০১৩ তারিখে " Domestic help tortured " শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা হতে নির্যাতিত গৃহকর্মী খাদিজা আক্তারকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করে পুলিশ সাপোর্ট সেন্টার, ঢাকা মেট্রোপলিটনে ভর্তি করানো হয়। পরে তার

গুরুতর অবস্থা দেখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। খাদিজা আক্তার ডাক্তার কে বলেন যে, তাকে প্রহার ও গরম ইস্ত্রি দিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হয়। খাদিজা আক্তার আরও বলেন যে, তাকে গৃহকর্তা সাফিউল্লাহ আজম নির্যাতন করতেন।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১৪/০৯/২০২০ তারিখের কমিশনের ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্তের আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে সুপারিশ করা হলে গত ১৭/১১/২০২১ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে অবহিত করা হয় যে, চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেটে সচিবালয় অংশে বিশেষ অনুদান খাত সৃজন করা হয়েছে এবং কমিশনের সুপারিশের আলোকে ৫০,০০০/- টাকার একটি চেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুরের মাধ্যমে খাদিজাকে প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ নং-ঢা-৮০/২১

অভিযোগকারী 'ক' কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি উক্ত বাড়িতে বছর যাবৎ ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছেন। উক্ত বাড়ির পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ এমনভাবে গিয়েছে যা বাড়ির ওয়াল থেকে সর্বোচ্চ ১ ফিট দূরে আছে। বিষয়টি বাড়ির মালিক ও ম্যানেজারকে জানালে তারা কোন ব্যবস্থা নেননি এবং এখানে বিদ্যুৎ তদারকির দায়িত্বে ডিপিডিসি রয়েছে। তাদের অবহেলার কারণে অভিযোগকারীর ছেলে (১১) বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসলে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তার এক হাত ও দুই পায়ের পাতা পুড়ে যায়। পরে তাকে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার পরে তার এক হাত ও পায়ের পাতা কেটে ফেলতে হয়। ফলে ছেলেটি চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। শিশুটির চিকিৎসায় এ পর্যন্ত অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। বাড়ির মালিক চিকিৎসা খরচ বাবদ মাত্র ১২,০০০/- টাকা দিয়ে তার কোন খোঁজ রাখেনি। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী শিশুটির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে ডিপিডিসি'র তদন্তে দেখা যায় যে, পূর্বেই স্থাপিত বিদ্যুৎ লাইনের অতি সন্নিকটে বাড়ী নির্মাণের ফলে ঐ ভবনের ছাদে শিশুটি ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে এ দুর্ঘটনার শিকার হয়। তাই এটি দৈবাৎ ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনার ব্যাপারে ডিপিডিসি'র কোন গাফিলতি বা অবহেলা নেই। ফলে সেখানে ডিপিডিসি'র কোন সংশ্লিষ্টতা বা দায়ও নেই। তদুপরি বিদ্যুৎ বিভাগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর আদেশনামার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সার্বিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করতঃ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তড়িতাহত শিশুটির পিতার নিকট চিকিৎসা সাহায্য বাবদ ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অনুদানের একটি চেক হস্তান্তর করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার, এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের প্রতিনিধিদল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার এবং ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।

সিলেট কারাগার পরিদর্শন

কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সিলেট ও সুনামগঞ্জ কারাগার কর্তৃক বন্দিদের রেয়াতসহ বছর পূর্তি হলে যথাসময়ে প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা; সকল কারাগারে মোবাইল ফোনে কথা বলার কার্যক্রম চালু; শূন্য পদ পদায়নের জন্য কারা অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা এবং বন্দিদের ডোপ টেস্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কারা অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগ; বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি বিষয়ে নিয়মিতভাবে আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা এবং এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া; সিভিল সার্জন কর্তৃক একজন ডাক্তারকে ডেপুটেশনে পদায়ন করা; কারারক্ষী ব্যারাক উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে প্রাক্কলন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা ও দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ করা; ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যবস্থার সংস্কার কাজ চলমান; প্রতিমাসে বিজ্ঞ আদালতসমূহে (পাঁচ) বছর বা তার বেশী হাজত বাসের বন্দিদের তালিকা প্রেরণসহ প্রতিমাসে বন্দীদের স্বব্যাখ্যাত আবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখা এবং বন্দিদের মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ কারাগার পরিদর্শন

লঞ্চ এমভি অভিযান-১০ এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ

ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী যাত্রীবাহী লঞ্চ এমভি অভিযান-১০ এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৪০ জন নিহত এবং যাত্রীদের অনেকেই গুরুতর দগ্ধ ও আহতের ঘটনায় গভীর শোক ও নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে যান। কমিশন মনে করে, এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ জরুরী ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারো দায়িত্বে অবহেলা বা গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পাশাপাশি লঞ্চসহ অন্যান্য যানবাহনে ধুমপান না করার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করে কমিশন। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ উদঘাটন করে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন বলে মনে করে কমিশন। অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে উপযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান সুনিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আহবান জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২১ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৪.১ কমিশনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির সাথে সামোয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এপিএফ এর অনলাইন সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯০তম কমিশন সভায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে 'জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি' গঠন করা হয়। এ ইনকোয়ারি কমিটি সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত একটি প্রতিবেদন সুপারিশ আকারে সরকারের নিকট হস্তান্তর করবে। কমিটি জানুয়ারি ২০২১ থেকে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে কার্যক্রম শুরু করেছে। এরই আওতায় সরকারী সংস্থা, বেসরকারী সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১২ নং ধারা অনুসারে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কার্যাবলী ও এখতিয়ারের আওতায় রয়েছে- মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো, মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিবীক্ষণ এবং মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে তদন্ত, মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি, মানবাধিকার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান। ন্যাশনাল ইনকোয়ারির উদ্দেশ্য হলো পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে ধর্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে এর কারণ, ধরন, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা। ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন, কার্যক্রম ও নীতিমালার পর্যাপ্ততা এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কিনা- তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

ধর্ষণ হল অন্যতম প্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘন, যার শিকার মূলত নারী ও শিশু। বিশেশজ্ঞদের মতে ধর্ষণের কারণ হলো বিদ্যমান সামাজিক অবক্ষয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নৈতিকতার অবক্ষয় এবং নারীদের প্রতি বৈষম্য ও অসম্মানের সংস্কৃতি। কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়েও পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে ধর্ষণের মত ঘটনাগুলো বিরাজমান।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মাঠ পর্যায়ে ২২টি জেলা এবং ২২টি উপজেলা থেকে সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা/সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সাথে মোট ৩৬টি মতবিনিময় সভা, রাঙ্গামাটি ও ঝিনাইদহ জেলার জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে ২টি মতবিনিময় সভা, ফেনী, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে ৪টি গণশুনানি আয়োজন করা হয়। গণশুনানিতে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ছাড়াও মাদ্রাসার শিক্ষক, বিবাহ রেজিস্ট্রারার ও মসজিদের ইমামগণ অংশগ্রহণ করেন। কোয়ালিটেটিভ তথ্যের জন্য ১৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জনদের মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি, এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালকগণ।

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর জেলার কাশিমপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত ২০ জন ধর্ষকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ইন ডেপথ ইন্টারভিউ করা হয়। ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে সেবাগ্রহণকারী সহিংসতার শিকার ৩৭৩ জন নারী ও শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর মধ্যে দৈবচয়নের মাধ্যমে রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে ৩২ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষণাটিতে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ন্যাশনাল ইনকোয়ারিতে মাঠ পর্যায় থেকে তুলে আনা তথ্যপ্রমাণ ও বিশ্লেষণগুলোর সহায়ক সেকেন্ডারি সোর্সের তথ্য ব্যবহার করা হয়। অনুসন্ধানের জন্য গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে আনতে পরিমাণগত এবং গুণগত কৌশল ও টুলস ব্যবহার করা হয়। ১৯ জুন ২০২১ তারিখ জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী মাননীয় সংসদ সদস্যদের একাংশের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য

সভায় ৬৪ জেলার জেলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ মোট ২৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বেগম এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

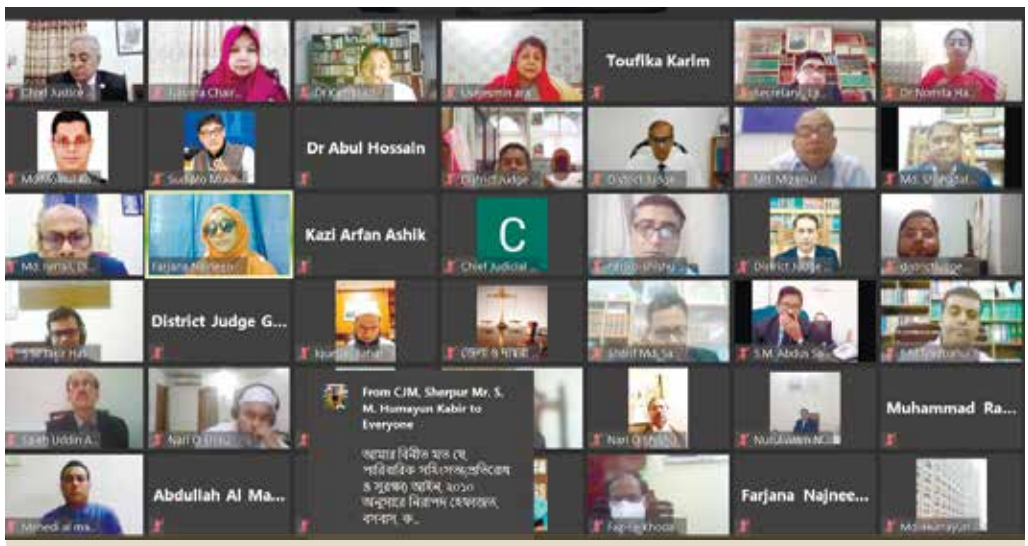

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

‘মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ’ শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২১ এর বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, মানবাধিকার বৃত্তি কার্যক্রম ও অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ হস্তান্তর

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া মাননীয় আইনমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

‘মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, মানবাধিকার বৃত্তি কার্যক্রম ও অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া হস্তান্তর উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ লেকশোর হোটেলে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিম এবং বিষয়ভিত্তিক কমিটির সদস্যগণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাননীয় প্রধান অতিথি রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও ‘মানবাধিকার বৃত্তি’ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় পর্বে কমিশনের চেয়ারম্যান যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। তৃতীয় পর্বে মাননীয় মন্ত্রী অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক বলেন, “মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাকরণে যা যা উপাদান থাকতে হয় তাঁর সবটাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতার মধ্যে ছিল। ১৯৭৫ সালে আবারো আমরা মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেছি। ২০০৯ সালে তাই মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান সরকার। মানবাধিকার কমিশনকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে।

‘মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ’ শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সাথে অতিথিগণ

আমরা উন্নয়নের রোল মডেল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবাধিকারের বিকাশ ঘটাতে হবে। বাক-স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট এবং শ্রদ্ধাশীল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ”।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, “বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর ত্যাগের মাধ্যমে আজীবন আমাদেরকে ঋণী করে গিয়েছেন। মানবাধিকার বিষয়ক প্রচারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই রচনা প্রতিযোগিতা। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এর মাধ্যমে। মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসিত হচ্ছেন। নারী পুরুষের সমতাসহ প্রান্তিক মানুষের অধিকার সুরক্ষায় আমরা কাজ করছি। অনুদান নির্ভরতা থেকে সরে এসে কারো দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ না করে মানুষের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে বর্তমান সরকার।”

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, “কমিশন কর্তৃক হস্তান্তরকৃত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া মাননীয় মন্ত্রী চূড়ান্ত করবেন বলে কমিশনের প্রতীতি”। কমিশনের কার্যক্রমের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মানবাধিকার মানে কি শুধু গুম খুনের বিচার চাওয়া? নারীর অধিকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, কর্মের অধিকার কি মানবাধিকার নয়? কমিশন আইনে বলা আছে, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি। এমন নয় যে, শুধু রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেই আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের যদি বলা হয় আমাদের কাজগুলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজ তাহলে কি গুম-খুনের অভিযোগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ? শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা সমীচীন নয়। একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা জরুরি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আমরা আইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ

অন্যান্য দপ্তর থেকে দ্রুত প্রতিবেদন পাচ্ছি। আমি প্রশাসনের সকলকে অনুরোধ করব মানবাধিকার কমিশনের চাহিত প্রতিবেদন দ্রুততার সাথে প্রেরণের জন্য।"

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিচ্ছন্ন মানসিকতায় গড়ে উঠবে এবং তারাই দেশকে গড়ে তুলবে। স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য মানবাধিকারের দৃঢ় প্রত্যয়ে আমাদের সংবিধান দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই সংবিধান অনুসরণ করে তারা গড়ে তুলবে আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ হুমায়ূন কবীর, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ। সেরা প্রতিযোগিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ক. গ্রুপের অর্পাগুহ, রাজার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর এবং খ. গ্রুপের-সামিনা রহমান, সরকারি কেএমএইচ কলেজ, ঝিনাইদহ।

তৃণমূল হতে কেন্দ্র পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী ৯ম-১০ম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১ লক্ষ ৫২ হাজার শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। ৬৪টি জেলা হতে ক গ্রুপের সেরা ১০ জন ও খ গ্রুপের সেরা ১০ জন করে মোট ১২৮০ জন প্রতিযোগীর রচনা সম্মানিত বিচারক বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক এবং শিশু একাডেমীর সাবেক পরিচালক ও বিশিষ্ট ছড়াকার আনজির লিটন-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ৭০ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে এমন ৩৪৭ জন প্রতিযোগীকে মেডেল প্রদানের জন্য কমিশন থেকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত বিচারকগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে দুটি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ৩৪৭ জন প্রতিযোগী অনলাইনে মৌখিক কুইজে অংশ নেয়। তাদের সার্বিক পারফর্মেন্স বিবেচনায় চূড়ান্তভাবে ক গ্রুপ থেকে ৫০ জন ও খ গ্রুপ থেকে ৫০ জন, মোট ১০০ জন সেরা প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়।

বিচারকদের সাথে মাননীয় প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, সম্মানিত সদস্য এবং সচিব

অনলাইনে ক গ্রুপের কুইজ প্রতিযোগীতায় বিচারকবৃন্দ ও প্রতিযোগী

মেডেলপ্রাপ্ত এই ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী Human Rights Defender হিসেবে এবং মানবাধিকার বৃত্তিপ্রাপ্ত এই ১০০ জন শিক্ষার্থী Human Rights Ambassador হিসেবে কাজ করবে বলে কমিশনের প্রতীতি। মানবাধিকার বৃত্তিপ্রাপ্ত সেরা ১০০ জন শিক্ষার্থী জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩, দুই বছর মেয়াদে দুই হাজার টাকা করে তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত হবে। ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্য হতে ঢাকা বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট হতে মেডেল গ্রহণ করে, বাকি ৩৩৭ জন স্ব-স্ব বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট হতে মেডেল গ্রহণ করে।

কুইজ প্রতিযোগিতায় কমিশনের সচিব এবং পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট দুইটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দুটিতে রচনা প্রতিযোগিতার 'বিচারক প্যানেল'-এর কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও শিশু সাহিত্যিক আনজীর লিটন অনলাইন প্লাটফর্ম জুম ব্যবহার করে প্রতিযোগিদের কুইজ নেন। দুটি পৃথক প্যানেল ০৪ (চার) কর্মদিবসব্যাপী এ কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন।

অনলাইনে খ গ্রুপের কুইজ প্রতিযোগীতায় বিচারকবৃন্দ ও প্রতিযোগী

৪.২ সভা/ সেমিনার

মানবাধিকার দিবস ২০২১ এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন

১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মানবাধিকার দিবস ২০২১ পালিত হয়। মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ সকলের মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউ-এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য, অবৈতনিক সদস্য এবং সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়

সকল অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীগণ সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করেন "বৈষম্য ঘোচাবো, সাম্য বাড়াবো, মানবাধিকার সুরক্ষা করব"

সকল অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীগণ সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করেন "বৈষম্য ঘোচাবো, সাম্য বাড়াবো, মানবাধিকার সুরক্ষা করব"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মইনুল কবির; ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকারসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

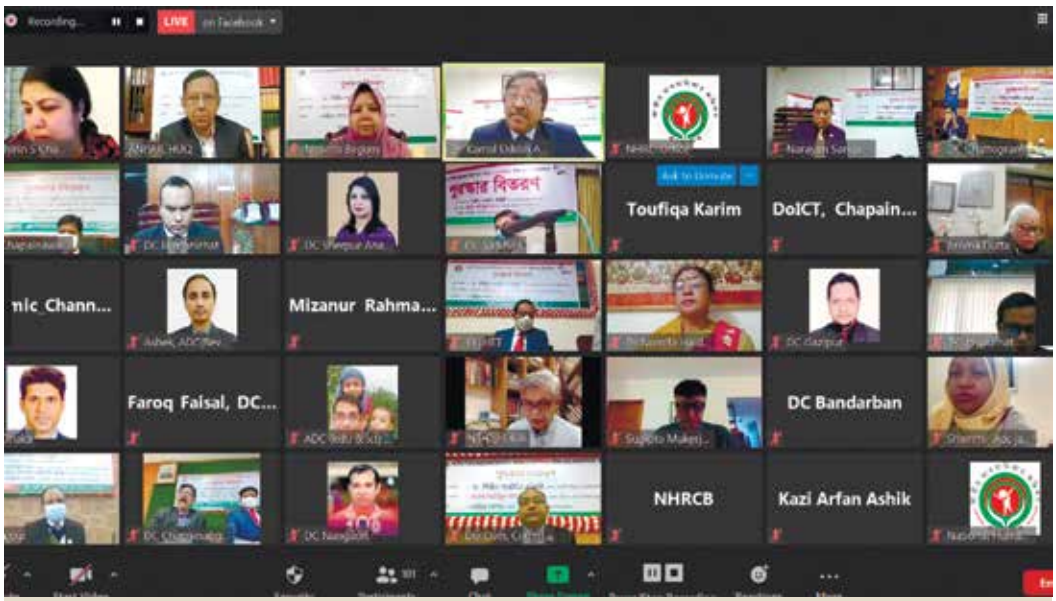

অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শীর্ষক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে বিজয়ীগণ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

এ বছর ৩০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় মানবাধিকার দিবসে সারা দেশব্যাপী "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এবিষয়ক টিভিসি প্রচারিত হয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ০৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করেন এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাদেরকে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিযোগিতায় ৫২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। বাছাইকৃত ১০০ টি রচনা প্রতিযোগির মধ্যে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক প্রয়াত জনাব হাবিবুল্লাহ সিরাজী, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, লেখক আনিসুল হক এবং কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার।

শিক্ষার্থীদের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সংলাপ

১৪ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে মানবাধিকার বিষয়ে এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ইউএনডিপি'র হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় এবং সেন্টার ফর মেন অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ এর পরিচালনায় "ব্রেভম্যান ক্যাম্পেইন" শীর্ষক স্কুল কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষাঙ্গণে।

ক্যাম্পেইন এর অংশ হিসেবেই সম্প্রতি একটি মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স তৈরির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্সটি ডিজাইন করা হয় এবং সেখানে শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউল্যাব স্কুলে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিনা আক্তার, ব্রেভম্যান ক্যাম্পেইন এর পথিকৃৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্টার ফর মেন অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ এর উপদেষ্টা ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ ও ইউএনডিপি হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম এর জেন্ডার এক্সপার্ট বিথীকা হাসান ।

শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর চেয়ারম্যানের তথ্যবহুল সাবলীল উত্তরে আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা পথশিশু, হিজড়া, নারীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলে কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সরকার ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা অন্যের অধিকার

শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মাননীয় চেয়ারম্যান

সুরক্ষা করবো, নিজেকে সুরক্ষিত রাখবো। কিশোর গ্যাং এর অপরাধ প্রসঙ্গে তিনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার এবং টিকটক, লাইকির লোভনীয় ফাঁদে পা দিয়ে মানব পাচারের শিকার হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহবান জানান। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুক্তির অপব্যবহার না করে যাতে শিক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত থাকে, সে বিষয়ে সকলকে আহবান জানান তিনি। মাননীয় চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, যেকোনো ভালো কাজই যেন বাঁধাহীন হয়, কিশোর-কিশোরীরাও যেন এগিয়ে আসতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাবেন। সবশেষে যার যার অবস্থান থেকে মানবাধিকার এম্ব্যাসেডর হয়ে মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করার আহবান জানান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান।

সংলাপে উপস্থিত শিক্ষার্থীগণ

অভিজ্ঞতা বিনিময়-এসডিজি ১৬ শীর্ষক সভা

অভিজ্ঞতা বিনিময়-এসডিজি ১৬ শীর্ষক সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ

কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে মানবাধিকার শিক্ষা দেশের তৃণমূল মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব বলে উল্লেখ করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস এর সহায়তায় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে এসডিজি-১৬: কানেকটিং অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ভয়েসেস ফর জাস্ট ইনক্লুসিভ এন্ড পিসফুল সোসাইটি কর্মসূচি নিয়ে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এ কথা বলেন।

তিনি উল্লেখ করেন আমাদের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। যে কারণে অনেক সময় তাদের সাথে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সেটাই তারা বুঝে না। তাই সবার জন্য মানবাধিকার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে মানবাধিকার শিক্ষা দেশের প্রত্যন্ত এলাকার তৃণমূল মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসাবে ১০-১৩ মার্চ মেয়াদে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় দুইটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি এর নেতৃত্বে কমিশনের সদস্য জনাব জেসমিন আরা বেগম ও কর্মকর্তাগণ মতবিনিময় সভাসমূহে উপস্থিত ছিলেন।

এ সভায় স্থানীয় প্রশাসন হতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সিভিল সার্জনসহ জেলা পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির সদস্য; প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে 'মানবাধিকার: ধারণা ও প্রায়োগিক দিক'-শীর্ষক উপস্থাপনা করা হয়। এ উপস্থাপনায় মানবাধিকারের সংজ্ঞা, আইন এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহে মানবাধিকারকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে (UDHR) যে ৩০টি

সিলেটে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি চিত্রসহ-বিধৃতি (Pictorial Demonstration) উপস্থাপন করে মানবাধিকার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সমৃদ্ধ করা হয়। যথাযথ ধারণার অভাবে যে সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়। কমিশনের গঠন, তার প্রেক্ষাপট, দায়িত্ব ও কার্যাবলি, অভিযোগ দায়ের-পদ্ধতি এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কমিশনের সম্পর্ক-ইত্যাদি বিষয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন, মন্তব্য ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত-সুপারিশ-মতামত উপস্থাপন করেন।

সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

৪.৩ থিমেটিক কমিটির সভা

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির প্রথম সভা ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় কোভিড-১৯ সময়ে প্রবীণ ব্যক্তির পরিচর্যা ও প্রবীণের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিল পাস, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ এর যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়। কমিশন চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি জানান, প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় জরুরি। এ লক্ষ্যে আজকের সভায় প্রাপ্ত গঠনমূলক পরামর্শগুলো সুপারিশ আকারে সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা হবে।

কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সদস্য হিসেবে প্রবীণ মঞ্চের সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল জীবন কানাই দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এ এস.এম. আতীকুর রহমান, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং কমিশনের সম্মানিত সদস্য চিংকিউ রোয়াজা ভার্চুয়ালি এ সভায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে গঠনমূলক বক্তব্য ও পরামর্শ দেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০১। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ পরিমার্জনের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হবে।

০২। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণীত হলেও এ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান/নীতিমালা অনুমোদিত হয়নি। এ বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; এটি অনুমোদনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

০৩। অতি প্রবীণ নারী, প্রতিবন্ধী প্রবীণ, বিচ্ছিন্ন ও ভাসমান প্রবীণ, হিজড়া প্রবীণ, যৌনকর্মী প্রবীণ, পাহাড়ী ও চর এলাকার প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদানে জেলা প্রশাসক/স্থানীয় প্রশাসনে নির্দেশনা প্রেরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। পাশাপাশি, প্রবীণ নিঃসন্তান দম্পতিদের পরিচর্যা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্দেশনা প্রেরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে।

০৪। প্রবীণ জনগোষ্ঠির জন্য সর্বজনিন বার্ধক্য বীমা চালু করার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।

০৫। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে নারী, শিশু প্রভৃতি আলাদা বিভাগ/ওয়ার্ড এর পাশাপাশি প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত বিভাগ/ওয়ার্ড সংযোজন; সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রবীণ জনগোষ্ঠির সেবা সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং প্রবীণবান্ধব পরিচর্যা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

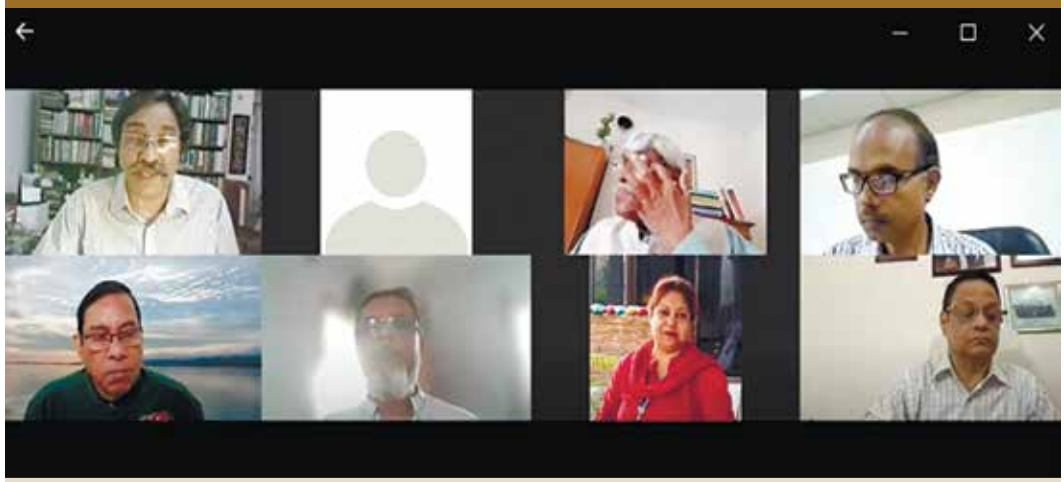

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

গত ৩১ মে ২০২১ তারিখ কমিশনের জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু ঝুঁকি বীমা, কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সংযোজন, নদী ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুতি ও নগরের বস্তি সমস্যাসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও উক্ত কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'র দ্বিতীয় সভায় আলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত সারাংশসহ একটি আলোচ্যসূচি সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন। এর মূল পয়েন্টসমূহ নিম্নরুপ: জলবায়ু যুদ্ধের গুরুত্ববহ বছর : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট; জলবায়ু ঝুঁকি বীমা; কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব; নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সংযোজন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দুষণ রোধে কাজ করা সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ/ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ; জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তকরণ; বনভূমি বেদখল ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা; বুড়িগঙ্গা নদী দুষণ ও এর তীরবর্তী এলাকাসমূহে দুষণ; ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে থাকা খালসমূহ দখল/ভরাট/দুষণ; বায়ু দুষণ (বায়ুস্মান এককে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়); আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক দ্রব্যাদির গুদামঘর (বিশেষত পুরানো ঢাকা); ইলেকট্রনিক পণ্যের সহজলভ্যতায় বাড়ছেই-বর্জ্য মজুদ; পর্যটন বিকাশ ও পরিবেশগত ঝুঁকি; নদী ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুতি ও নগরের বস্তি সমস্যা, প্রভৃতি।

সভায় অংশ নেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য এডভোকেট তৌফিকা করিম, জনাব জেসমিন আরা বেগম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরি, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্ট্যাডিজ এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, ইউএনডিপি-এইচআরপি প্রোগ্রামের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তাসলিমা ইসলাম প্রমুখ।

শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির সভা

শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কমিশনের শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিশু শ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে একটি ধারনাপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও কমিটির সভাপতি জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, শিশুদের অধিকারকে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমান কমিশন শিশুদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিশু শ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে কমিশন সভায় উপস্থাপন করতঃ কমিশনের এখতিয়ার অনুযায়ী এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রেরণ করা হয়:

ক) জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৬ হালনাগাদকরণ। যাতে-

১. এসডিজি বাস্তবায়নে ২০২১-এ ঝুঁকিপূর্ণ শিশু-শ্রম এবং ২০২৫-এ সকল শিশু-শ্রম নির্মূল করতে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। বিষয়টি বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

২. ঝুঁকিপূর্ণ শিশু-শ্রমের তালিকা পরিমার্জন করে তালিকাভূক্ত করার মাধ্যমে উক্ত খাতসমূহ হতে শিশু শ্রম নিরসনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশু-শ্রমের তালিকা পরিমার্জনের বিষয়টি বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

৩. এলাকাভিত্তিক ও খাতভিত্তিক উভয় প্রকার কৌশল গড়ে তোলা।

খ) জাতীয়ভিত্তিক শিশু-শ্রম বেইজ-লাইন জরিপের ভিত্তিতে হালনাগাদ তথ্যভিত্তি গঠন।

গ) প্রান্তিক পরিবারের জন্য শিশুমুখী নিরাপত্তা গড়ে তুলে শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও উদ্ধারকৃত

শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান। শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান। এক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক সুরক্ষা তহবিল গঠন প্রাসঙ্গিক (বা বিদ্যমান শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে শিশু শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে)।

ঘ) শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে শিশু শ্রমের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারী সৃষ্টি। এক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, শিশু শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরের শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও মাঠ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তোলা কাম্য। নাগরিক নজরদারির সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানও একটি জরুরী উদ্যেগ।

ঙ) শিশুর বয়সভিত্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইএলও সনদ- ১৩৮ স্বাক্ষরের পাশাপাশি শিশু আইনের ভিত্তিতে শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিতে উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

চ) শিশু শ্রম নিরসন ও শিশু শ্রমিকের সুরক্ষায় কার্যক্রম, প্রকল্প ও নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠনে শিশু বাজেটকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। (বিশেষ কোড যুক্ত নির্দিষ্ট বরাদ্দ)।

ছ) প্রান্তিক পরিবার ও শিশুমুখী নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত একটি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে।

জ) কঠোরভাবে শ্রম আইনের প্রয়োগ ও শিশু আইনের প্রয়োগ (শিশু অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও আইনি সেবা প্রদান)।

ঝ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে এসডিজি'র ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক অতিমারীর প্রেক্ষিতে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়কাল পুনঃনির্ধারণে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

ঞ) শিশু শ্রমিকের কাজের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের বয়স ও কর্ম অভিজ্ঞতা উপযোগী কারিগরি শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় (জীবনমুখী শিক্ষা,বিশেষ শিক্ষা বৃত্তি ও ব্যয় কাঠামো) প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শিশু শ্রমিকের অভিগম্যতা সৃষ্টি।

ট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় শিশু বিভাগ এবং শিশু অধিকার কমিশন গঠন করার মাধ্যমে শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি ও উদ্যোগ জরুরি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক্ষেত্রে সরকার, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, এনজিও, শিশু সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনসমূহকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও নিরলসভাবে কাজ করে চলার আহবান জানাচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নিজ উদ্যোগে-

ক) প্রতি বছর শিশু শ্রম পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রকাশ ও শিশু শ্রম নিরসন ও সুরক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে, সর্বমহলের সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে কাজ করে যাবে।

খ) মানবাধিকার আইনজীবী'র মাধ্যমে শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইনি বিষয় ও শিশু শ্রমিকের অধিকারহরণের ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা প্রদানেও অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিজনেস এন্ড হিউমেন রাইটস এন্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক থিমেটিক কমিটির ভার্চুয়ালসভা

বিজনেস এন্ড হিউমেন রাইটস এন্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গঠিত বিজনেস এন্ড হিউমেন রাইটস এন্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক থিমেটিক কমিটির ভার্চুয়াল সভা ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও উক্ত কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মানবাধিকারের সর্বজনীন সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক বিস্তারিত পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনায় কমিটির সন্মানিত সদস্যগণ কমিটিতে তাদের অন্তর্ভূক্তির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কমিটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখতে পারবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন আরমা দত্ত, এমপি, ড. রুবানা হক, সভাপতি, বিজিএমইএ, সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, মেহেরুনা চৌধুরী (বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস স্পেশালিস্ট, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি) সহ আরও অনেকে। সভায় নিম্নলিখিত আলোচনা হয়ঃ

- ব্যবসাকে অবশ্যই মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শ্রমিকের কল্যাণ। শ্রমিকের কল্যাণ ছাড়া যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠান চলবেনা তেমনি মুনাফা অর্জন, ব্যবসায়ে স্থায়ীত্ব বা টেকসই উন্নয়নও সম্ভব হবেনা।

- আদিবাসী জনগণের জন্য যেসব আন্তর্জাতিক পলিসি রয়েছে সেগুলোর আলোকে "Free, Prior and informed consent" মেনে চলা অর্থাৎ 'যে বিষয়গুলো মানুষের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করবে'এরুপ

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা বা মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাতে তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

- এই কমিটি গঠনের প্রয়াসটি সফলতার সাথে কার্যকর করতে হবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (National Action Plan) কার্যক্রমটি একটি বাস্তবসম্মত কনসালটেটিভ প্রক্রিয়ার হতে হবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan) প্রণয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে দুটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা: যারা শিল্প উদ্যোগ বা কর্পোরেট সেক্টরে অগ্রজ এবং যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন আইনজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়েই এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন; প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা বা মালিক সমাজ এবং শ্রমিক শ্রেণীর উভয়েরই স্বার্থ যেন অটুট থাকে সেদিকে খেয়াল রেখেই কাজটি করতে হবে।
- 'প্র্যাকটিস অব হিউম্যান রাইটস ইন ডিউ ডিলিজেন্স' যেটি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের দেশগুলোতে, তাদের লেজিসলেটিভ ফ্রেমওয়ার্কেও নিয়ে আসা হয়েছে এটিকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য। সুতরাং আমাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে এ বিষয়টিকে আমরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে ফ্রেমওয়ার্কে বা আমাদের কর্মনির্ধারণীতে অন্তর্ভূক্ত করতে পারি।

উক্ত কমিটির **দ্বিতীয় ভার্চুয়াল সভা** ১৭জুন ২০২১তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও উক্ত কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সভার প্রথম পর্বে, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি জনাব সুদীপ্ত মুখার্জির উপস্থিতিতে জাতিসংঘ ঘোষিত ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতিনির্দেশনা (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGPs)-র বাংলা অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজনেস এন্ড হিউমেন রাইটস প্রজেক্ট (বি+এইচআর এশিয়া) সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়; পাশাপাশি বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট একটি তথ্যবহুল ধারণপত্র যৌথভাবে উপস্থাপন করেন হারপ্রিত কৌর এবং সানজিউন চয়, বিজনেস এন্ড হিউমেন রাইটস স্পেশালিস্ট, ইউএনডিপি রিজিওনাল অফিস, ব্যাংকক।

এ সভায় পূর্ব নির্ধারিত চারটি বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়- (ক) তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাব; (খ) চা-শ্রমিকদের দুর্দশার জীবন; (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের মধ্যে ছয়টি চিনিকল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত; (ঘ) বীমা কোম্পানির প্রতারণা; প্রভৃতি বিষয়াবলিতে বিষদভাবে আলোচিত হয়। বর্ণিত সভার সভাপতি ড কামাল উদ্দিন আহমেদ ব্যক্ত করেন যে, চিনিকলগুলো বন্ধ হওয়ার ফলে আখ-চাষি ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আখের স্বল্পতা, বহু পুরনো যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন উপযুক্ত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ শিল্পটির ব্যবস্থাপনা সম্পুর্ণ ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে কিভাবে জিডিপিতে অবদান রাখা সম্ভব হয়, সেটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এজন্য একটি কার্যকরি সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন। সন্মানিত সদস্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন জানান, 'কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যখাতে জড়িত সকল শ্রমিক এবং সেবা প্রার্থীদের কি রূপ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা দরকার।' পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় আরও জানান যে, 'United Nations Guiding Principles on

Business and Human Rights' একটি বৈশ্বিক দলিল, বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যবসা ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নীতিমালাটির দেশীয় প্রেক্ষিত আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বীমা কোম্পানীর প্রতারণা বিষয়ে হাবিবুল্লাহ নিয়ামুল করিম, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টেকনো হেভেন কোম্পানি লিমিটেড জানান, বীমা কোম্পানীগুলোর প্রতারণা দীর্ঘ দিনের। বীমা কোম্পানীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথোরিটির (আইডিআরএ)-এর শক্তিশালী পদক্ষেপ প্রয়োজন; এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ অনলাইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি'র সভাপতিত্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় চ্যানেল আই'তে প্রচারিত 'ঘটনা সত্য' নাটক নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। প্রতিবন্ধিতা জীব বৈচিত্র্যের একটি অংশ। উক্ত নাটকের শেষ অংশে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম নেয়াকে মা-বাবার পাপের ফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক, ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। এ মন্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অভিভাবকদের অনুভূতিতে তীব্র আঘাত দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এবিষয়ে অনেকেই তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ইতোপূর্বেও গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া হয়েছে। এবারও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। তবে প্রতিবারই ক্ষমা ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনো কাম্য নয়। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে এ ধরণের নেতিবাচক ও বিরূপ বক্তব্য প্রচার 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩'- এর ৩৭(৪) ধারা অনুসারে একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত সকল কনটেন্টে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার বিষয়টি নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ;

(খ) কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ;

(গ) সকল গণস্থাপনা ও সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সর্বজনীন অভিগম্যতা (Accessibility) আইনের খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট সুপারিশ আকারে প্রেরণ;

সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, বাংলাদেশ;জনাব মনসুর আহমেদ চৌধুরী, সদস্য, ডিসএবিলিটি কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল; জনাব এ এইচ এম নোমান খান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডিসএবিলিটি ইনডেভেলপমেন্ট (সিডিডি);জনাব খন্দকার জহুরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসএবিলিটি (সিএসআইডি);জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, নির্বাহী পরিচালক, ডিসএবিলিটি রিসার্চ এন্ডরিহ্যাবিলিটেশন এসোসিয়েশন (ডিআরআরএ) ; জনাব আশরাফুন্নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, উইম্যান উইথ ডিসএবিলিটিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় অন্যান্য কার্যক্রম

৩ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ ৩০তম আন্তর্জাতিক ও ২৩তম জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস। তাৎপর্যপূর্ণ এ দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনলাইনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, গত ১৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

- প্রতিটি থানায় বিশেষ হেল্প ডেস্কে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যসহ সকল পুলিশ সদস্যদের মাঝে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুলিশ মহা পরিদর্শক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গণপরিবহনে ৫ আসন সংরক্ষণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন চলাচলের প্রতীক সাদাছড়ি এর তাৎপর্য ও ব্যবহার সম্পর্কে যানবাহনের চালকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চালকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সাদাছড়িসহ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এ ১২ ধরণের প্রতিবন্ধিতার উল্লেখ থাকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানকালে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষের সমসুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরণের সকল বিজ্ঞপ্তিতে শারীরিক প্রতিবন্ধী শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করতে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- বিভিন্ন পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা ও প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী যাদের হাতের অসুবিধার কারণে লিখায় অক্ষমতা রয়েছে, তাদের জন্য শ্রুতি লেখকের সাহায্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত একটি অভিন্ন ও সমন্বিত শ্রুতি লেখক নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গণপরিবহন, গণস্থাপনা ও তথ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। এর আওতায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, বিএসএমএমইউসহ বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ফুটপাতে প্রবেশগম্যতা বিষয়ে সমীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান বিষয়ক কমিটির সভা

মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান বিষয়ক কমিটির সভা ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও উক্ত কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম, এনডিসি। তিনি উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯ এর ক্রান্তিকালে সবাই ধারণা করেছিল মানুষের সহনশীলতা বাড়বে কিন্তু আমরা দেখেছি নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি শুরু করেছে। বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকায় নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা এই অর্জনকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। তবে আশার কথা হল বর্তমান সময়ে কোন নারী সহিংসতার শিকার হলে সে নিজেই বিচার প্রার্থী হয় বা তার পিতা/মাতা/স্বামী মামলা দায়ের করে এই সচেতনতার বিষয়ে মিডিয়ারও বড় ভূমিকা রয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকার বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে এ বিষয়ে বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশে সম্পত্তির অধিকার পারিবারিক আইন অনুসারে নির্ধারিত হয়। তবে নারীরা শরীয়াহ আইনে যে সম্পত্তি পাবার অধিকারী তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। নারীরা যাতে তাদের ন্যায্য অংশ বুঝে পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারগুলো অনেক ছোট ছোট। পরিবারে কোন ছেলে সন্তান না থাকলে সম্পত্তি পরিবারের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে মেয়েরা এভাবে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারে না। নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি যুগোপযোগী করার সাথে সাথে নিজের স্বোপার্জিত সম্পদ মেয়ে সন্তানকে দেয়া যায় কি-না সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক কমিটির সভা

মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

১২ জুলাই ২০২১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্য জনাব শামীম আহমেদ চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি, বায়রা; জনাব নরুল ইসলাম, সাবেক ডিজি (বিএমইটি); জনাব বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, নির্বাহী পরিচালক, রাইটস যশোর; মেরিনা সুলতানা, পরিচালক, প্রোগ্রাম, রামরু; শেইলি শারমিন, পরিচালক, এ্যামিরিকাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; অধ্যাপক ইশরাত শামীম, নির্বাহী পরিচালক, সি ডব্লিউ সি এস; জনাব শরিফুল হাসান, হেড অব মাইগ্রেশন, ব্র্যাক; জনাব মাজহারুল ইসলাম, ডিআইজি ইমিগ্রেশন (এসবি), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম, এস এস ইমিগ্রেশন (প্রশাসন); জনাব রুহুল কুদ্দুস, উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; ফরিদা ইয়াসমিন, পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণ এবং সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণে -UNDP এর সহায়তায় অথবা NHRC এর নিজস্ব অর্থায়নে একটি সমীক্ষা করা হবে ।

২. অভিবাসী হয়রানির কারণ এবং হয়রানি বন্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা করা হবে।

৩. কোভিড এর কারণে চাকরি না থাকায় বা অন্য কারণে যাদের জোর করে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে তারা যাতে পুনরায় যেতে পারে সে বিষয়ে সরকারকে পত্র প্রেরণ করা হবে।

৪. মানব পাচার মামলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আদালত বিশেষ করে মানব পাচার প্রবণ জেলাগুলোতে আদালত গঠনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।

৫. প্রবাসী শ্রমিকরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সে বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত এবং সরকারের নিকট সুপারিশ করার জন্য একটি সমীক্ষা করা হবে।

৬. মানব পাচার রোধে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, কি কি কারণে মানব পাচার সংক্রান্ত মামলায় শাস্তি দেয়া যাচ্ছেনা, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের কিভাবে আরও সহজ পন্থায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করা যায় এবং মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা করা হবে।

৭. টিআইপি রিপোর্টের প্রশ্নগুলোর সমাধানের জন্য বিস্তারিত উত্তরপত্র প্রস্তুত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে এই কমিটির সমীক্ষা গুলোর প্রশ্ন-উত্তর আহরণের বিষয়টি সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা

দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

গত ২৪ জানুয়ারী ২০২১ তারিখ কমিশনের 'দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটি'র সভায় হিজড়া ও যৌনকর্মীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সচিবকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রেরণ করা হয়-

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রে লিঙ্গ বৈচিত্র/হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জৈবিক ও সামাজিক লৈঙ্গিক পরিচয় নির্বাচনের এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সুগম ও বেগবান করা।

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্রে লৈঙ্গিক পরিচয় পরিবর্তনের সাথে নাম পরিবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া এবং রূপান্তরিত অবয়বের ছবি নবায়ন করার সুযোগ রাখা। যারা ইতোমধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছে, তাদের নাম ও লৈঙ্গিক পরিচয় পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রক্রিয়াটি সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(গ) যৌন কর্মীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার মাধ্যমে তাদের উল্লেখ্য, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

একই সাথে, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনাগরিক ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনাগরিক ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিদ্যমান বৈষম্য ও সমস্যা গুলো চিহ্নিত করে একটি রোডম্যাপ তৈরি করে সে আলোকে সরকারকে সুপারিশ করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন হয়। উক্ত কমিটি এ বিষয়ে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এছাড়া পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনুরুপ সুযোগ-সুবিধা সমতলের ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর প্রাপ্তির সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নামটি পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। করোনাকালীন ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনাগরিক ব্যক্তিদের মানবাধিকার সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভাপতি জনাব চিংকিউ রোয়াজার সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম: মানবাধিকার বিষয়ে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সাবেক সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থিমেটিক কমিটির সদস্য নিরুপা দেওয়ান, থোয়াই অং মারমা, ভ্যান ত্রির বম, মথুরা ত্রিপুরা, ধীমান খীসা এবং ইয়াংগাং ম্রো। বক্তারা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের প্রয়োজনে যদি কোন আইন সাংঘর্ষিক/আপত্তিকর থেকে থাকে তা সংশোধনের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুপারিশ করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। যখনই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটবে তখনই সাথে সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে সহযোগিতার আশা করেন। সভায় নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হয়ঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বাতিলকৃত কোটা পুনর্বহাল করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন করে সদস্য রাখা;
- মানবাধিকার চেতনা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার/সভা আয়োজন;
- বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য স্কুল, স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা;

৪.৪ আন্তর্জাতিক ফোরামে কমিশনঃ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক ফোরামের সভা

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক ফোরামের সভায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি

১৬-১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখ অনলাইনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক ফোরামের সভায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি। তিনি বলেন, মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত এবং তাদের নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখতে হবে। সভায় নারীর প্রতি সহিংস প্রতিরোধে কমিশন কর্তৃক ন্যাশনাল ইনকোয়ারি, অস্বচ্ছল ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা প্রদানসহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন মাননীয় চেয়ারম্যান।

যৌন সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক প্রতিকার ব্যবস্থা জোরদারকরণে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জাতিসংঘের অংশীদারত্ব শীর্ষক সভা

গ্লোবাল এলায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশন কর্তৃক আয়োজিত যৌন সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক প্রতিকার ব্যবস্থা জোরদারকরণে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘের অংশীদারত্ব শীর্ষক সভা গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশন কর্তৃক ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে কমিশন ও সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে উল্লেখ করেন।

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি, সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মাননীয় চেয়ারম্যান কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়।

GANHRI Annual Conference

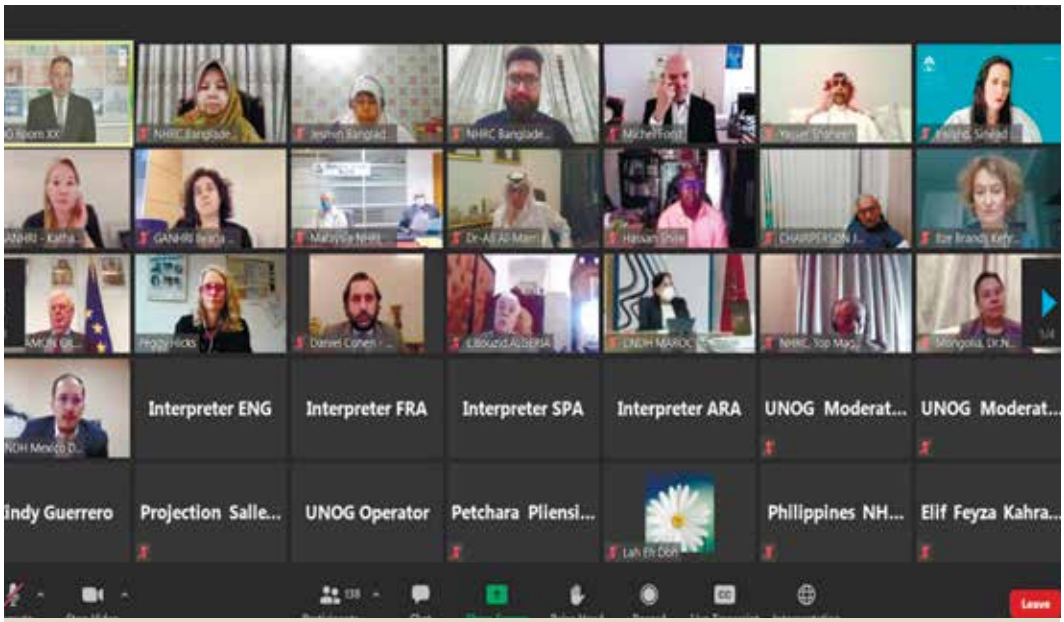

গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত GANHRI Annual Conference এ মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান

Ombudsman International Meeting on Migration and Refugee: Rights at Risk

Colombian Ombudsman এর আমন্ত্রণে ১৯-২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ Ombudsman International Meeting on Migration and Refugee: Rights at Risk শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। কলোম্বিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতি Mr. Ivan Dugue Marquez উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীদের সৌজন্যে নৈশভোজের আয়োজন করেন। উক্ত আয়োজনে কলোম্বিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

UPR Info আয়োজিত কর্মশালা

১৮-২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ জেনেভা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান UPR Info জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে ভার্চুয়াল একটি কর্মশালার আয়োজন করে

Regional Workshop “Mainstreaming Land Rights in the UNGPs in Asia”

এশিয়া এনজিও কোয়ালিশন এর আয়োজনে ০৩ আগস্ট ২০২১ তারিখ অনলাইনে Regional Workshop on “Mainstreaming land Rights in the UNGPs in Asia” অনষ্ঠিত হয়। এতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম. এনডিসি বক্তব্য রাখেন

তুরস্ক অম্বুডসম্যান আয়োজিত মানবাধিকার ও অভিযোগ তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ

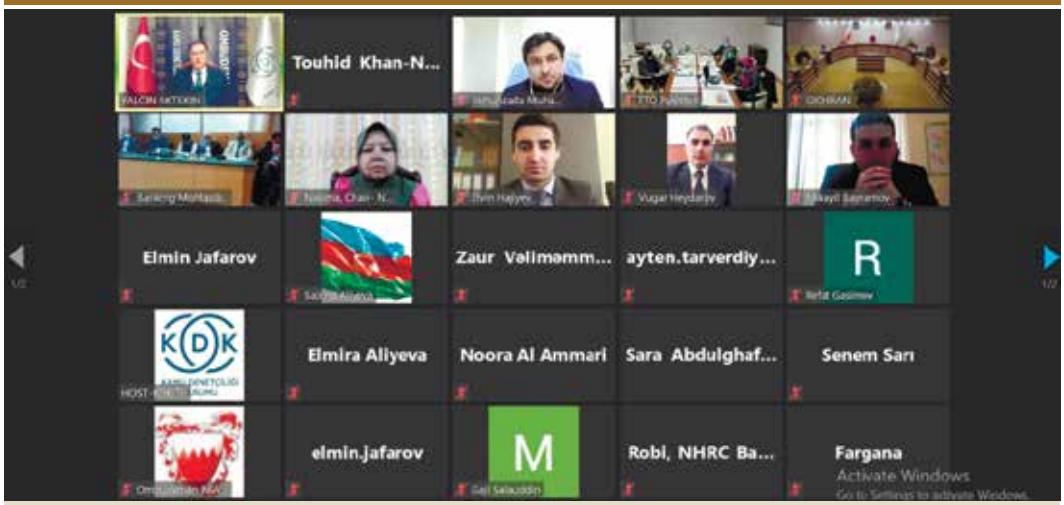

তুরস্ক অম্বুডসম্যান আয়োজিত মানবাধিকার ও অভিযোগ তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), অভিযোগ ও তদন্ত শাখার উপপরিচালকগণ এবং সহকারী পরিচালকগণ

Accelerating the level of commitment to fight Human Trafficking and Modern Slavery during Covid-19 and bevond শীর্ষক সভা

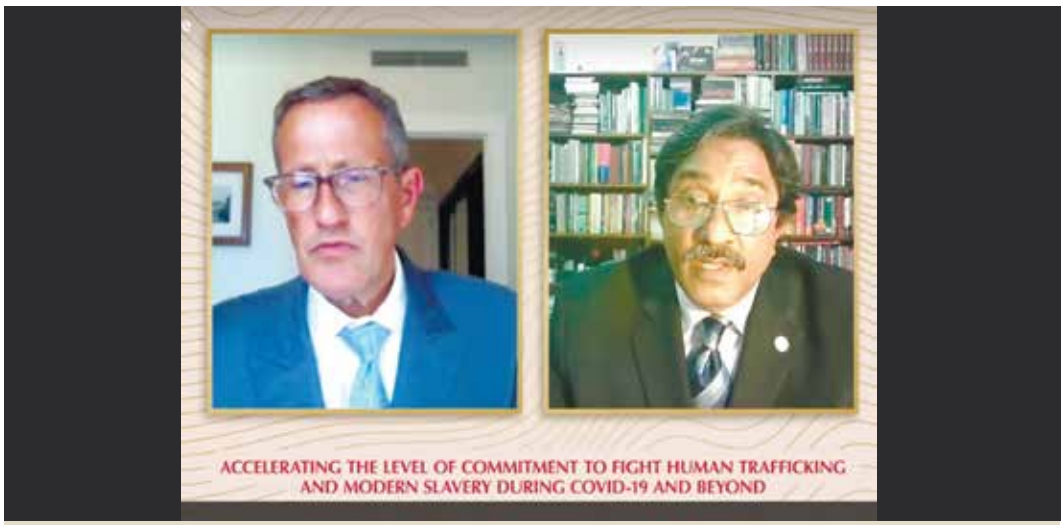

Accelerating the level of commitment to fight Human Trafficking and Modern Slavery during Covid-19 and bevond শীর্ষক সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ জাতিসংঘে বাংলাদেশ, অস্ট্রিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের স্থায়ী মিশন, নাইজেরিয়া, কাতার, যুক্তরাজ্যে এবং ইউএনওডিসি এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Accelerating the level of commitment to fight Human Trafficking and Modern Slavery during Covid-19 and bevond শীর্ষক সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিয় গুতেরেস এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন CNN এর জনপ্রিয় উপস্থাপক Mr. Richard Quest ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, "দারিদ্র্যের কারনে অনেকে প্রতারকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং মানব পাচারের শিকার হয়। মানব পাচার বন্ধ করার জন্য আমাদের সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।"

এনএইচআরসি ও ব্র্যাক এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ব্র্যাকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত সমঝোতা চুক্তির আওতায় কমিশন এবং ব্র্যাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গণপরিবহন, অবকাঠামোগুলো অধিকতর প্রবেশগম্য করার জন্য একযোগে কাজ করবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং ব্রাকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ সালেহ সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করেন

৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ই-নথির কার্যকর ব্যবহার।
- ই-জিপি পদ্ধতি চালুকরণ।
- কল সেন্টার সহায়তা সেবা চালুকরণ।
- তথ্য প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।
- ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন।
- "সমন্বিত অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন।

৪.৭ প্রকাশনা ও নীতিমালা

এই বছর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করা হয়। এছাড়া, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগমের সম্পাদনায় বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে 'মানবাধিকার সুরক্ষায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন' শীর্ষক লিফলেট প্রকাশ করা হয়। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো জনসাধারণের সহজে বুঝতে পারার সুবিধার্থে এটি প্রকাশ করা হয়। এই সকল লিফলেট জেলা, উপজেলাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, কমিশন মানবাধিকার দিবস-২০২০ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকাও প্রকাশ করেছে। এছাড়া, মানবাধিকার কর্মীদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নতকরণে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এখতিয়ার ও কার্যাবলীর গুণগত মান নির্ধারণে ঘোষিত প্যারিস নীতিমালার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

৪.৮ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত কমিশন সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহঃ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯২তম কমিশন সভা (বর্তমান কমিশনের ১২তম):

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি জনসেবামূলক সংস্থা। কমিশন বিনা খরচে জনসাধারণকে আইনি সহায়তা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ তদন্ত করে ভুক্তভোগীদের প্রতিকার প্রদান করে থাকে। কমিশনের কর্মপরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মানবাধিকার সমুন্নতকরণের নিমিত্ত জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩নং আইন) এর কিছু ধারা উপধারার সংশোধন করা প্রয়োজন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর সর্বমোট ১৩টি ধারায় সংশোধনী প্রস্তাব লেজিলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে কমিশন আইনের আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলায় একটি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করার জন্য UNDP-HRP-কে অনুরোধ করার বিষয়ে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯৩তম কমিশন সভা (বর্তমান কমিশনের ১৩তম):

- বিভিন্ন স্তরের পাবলিক পরীক্ষা ও সরকারি/ আধা সরকারি /স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা ও আকস্মিক দুর্ঘটনা/অসুস্থতা জনিত কারণে নিজ হাতে লিখার ক্ষেত্রে অপারগ পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় সহযোগী হিসেবে শ্রুতিলেখক নিয়োগ সংক্রান্ত অভিন্ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত নীতিমালার খসড়া তৈরি করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে প্রেরণ করেছে। নীতিমালাটি সভায় উপস্থাপন করা হয়; এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে নীতিমালাটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এ "কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে" উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও জেলা পর্যায়ে কমিশন তেমন কার্যক্রম বিস্তার করতে পারেনি। কমিশনকে অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচিতি কম। তাই কমিশনের পরিচিতি, মানবাধিকার সম্পর্কে সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের মানবাধিকার সমুন্নতকরণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি গঠন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে হিজড়াদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে সনদ প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।
- দেশের মানবাধিকার সমুন্নত করণে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিকরণ কমিশনের একটি অন্যতম কাজ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জনকৃত শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে

ইন্টার্ণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে। এতে কমিশন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী ও জনগনের মাঝে প্রচার বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ইন্টার্নশিপ শেষে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জন হবে যা তাদের পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়ক হবে মর্মে সভায় আলোচিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১৯-এ আচরণ ও শৃঙ্খলার যেরূপ রয়েছে ইন্টার্নদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। একবারে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন ইন্টার্ন ০৬ (ছয়) মাসের জন্য নেয়া হবে। নীতিমালায় এই বিষয়গুলো সংযোজন করে নীতিমালা অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯৪তম কমিশন সভা (বর্তমান কমিশনের ১৪তম):

- বর্তমান শিশুশ্রম পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত বিষয়ে শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির সাব-কমিটি কর্তৃক ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়, যা সভায় উপস্থাপন করা হয়। ILO, Save the Children, Unicef, INCIDIN Bangladesh এর প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ধারণাপত্র প্রস্তুতের সময় এ বিষয়ে সরকারের যে কর্মপরিকল্পনা রয়েছে তা স্টাডি করে দেখা হয়েছে। সরকারের কর্মপরিকল্পনা/বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানে যে ব্যত্যয়/সমস্যা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা হয়েছে। 'শিশু শ্রম পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত' বিষয়ের বর্ণিত ধারণাপত্রটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ আকারে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯৫তম কমিশন সভা (বর্তমান কমিশনের ১৫তম):

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার বিষয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন খবর কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূইফোঁড় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ জাতীয় পত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের না অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সে বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যাতে কমিশনের বিষয়ে খোঁজ নিতে পারে সে জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের "হেল্প লাইন" নম্বর দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে থাকার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়। আপাতত: ৩৩৩-সরকারি তথ্য ও সেবা, ৯৯৯-জরুরি সেবা, ১০৯-নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এই সকল সংস্থাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশনকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হবে।
- কর্মক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ-বিধি, শ্রম ও সেবার অবস্থানগত উন্নয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি ও সুরক্ষা এবং নির্যাতন ও শোষণহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ ঘোষিত ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGPs) মোতাবেক উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে এরূপ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) তৈরি হয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) করা যেতে পারে মর্মে মত ব্যক্ত করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে মাননীয় চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন Land Rights মানবাধিকারের একটা

বড় সমস্যা। সম্প্রতি Land Rights-কে Mainstream করার জন্য অনুষ্ঠিত NGO ফোরামের আঞ্চলিক সম্মেলনে Land Rights-কে BHR এর NAP-এ অন্তভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। UNDP-র ব্যাংকক আঞ্চলিক কার্যালয়ের BHR কার্যালয়ের সহায়তায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তৈরি করা হবে। Land Rights নিয়ে একটি পৃথক থিমেটিক কমিটি প্রণীত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষার কাজে মানবাধিকার কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করে যাচ্ছেন। মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ আরও ভালোভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মানবাধিকার কর্মীদের স্ট্যান্ডার্ড তালিকা থাকা প্রয়োজন। সে তালিকাভূক্ত মানবাধিকার কর্মীগণ পরবর্তীতে জেলা কমিটির সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করতে পারবে মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হয়। UNDP-HRP কর্তৃক দেশের ২৪টি জেলায় নানা ক্যাটাগরির ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। মানবাধিকার কর্মীদের কোন স্ট্যান্ডার্ড তালিকা হয়নি। প্রতিটি জেলায় কোন ধরণের লোককে মানবাধিকার কর্মী করা হবে তার তালিকা থাকা প্রয়োজন। জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার কর্মীদের জন্য নীতিমালা তৈরির কার্যক্রমও চলমান আছে। জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং মানবাধিকার কর্মীদের নীতিমালায় যাদের বলা হয়েছে তাদেরকে কমিশন প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি এবং মানবাধিকার কর্মীদের নীতিমালা অনুযায়ী মানবাধিকার কর্মীদের স্ট্যান্ডার্ড তালিকা করে মানবাধিকার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

- গত ২০ মে, ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ৯৪তম কমিশন সভায় "থিমেটিক কমিটিসমূহ কর্তৃক কাজের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়েছে। কিছু বিষয়ের উপর সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছে। এ জন্য অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথানিয়মে তা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।। সংশ্লিষ্ট থিমেটিক কমিটি কর্তৃক সমীক্ষা/গবেষণাসহ সংশ্লিষ্ট কাজ পরিচালনার জন্য কমিশনের বাজেটে আর্থিক সংস্থান রয়েছে। সুতরাং কার্যক্রম গ্রহণের যখন প্রয়োজন হবে তখন যথাযথ দাপ্তরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা থেকে যেমন প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে একই সাথে কমিশনের এসব কাজে আর্থিক এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য UNDP-HRP কে অনুরোধ করা যেতে পারে" মর্মে আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট থিমেটিক কমিটি কর্তৃক যে বিষয়ে সমীক্ষা/গবেষণা করবে তার বিস্তারিত বিবরণ কমিশনকে অবহিত করতে হবে। গবেষণার ব্যয় নির্বাহের জন্য UNDP-HRP কে বলা হবে। UNDP-HRP কর্তৃক সহায়তা পাওয়া গবেষণাসমূহের বিষয়েও কমিশনকে সভায় অবহিত করতে হবে।

- জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যাদি নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করার বিষয়ে বিধি অনুসরণপূর্বক একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯৬তম কমিশন সভা (বর্তমান কমিশনের ১৬তম):

- সিলেট জেলার খাদিম নগরে অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের একজন নিবাসীর আত্মহত্যা এবং সিলেট জেলার বাগবাড়িতে অবস্থিত ছোটমনি নিবাসে শিশু হত্যার অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে ঘটনার

প্রকৃত-চিত্র উদঘাটন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বে কোন অবহেলা ছিল কি-না সে বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে তা সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং সুপারিশ সমূহ অনুমোদন করা হয়।

- ছোটমনি নিবাসে শিশু হত্যা অভিযোগের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের সাথে কমিশন থেকে নিম্ন বর্ণিত দুইটি সুপারিশ যুক্ত করে কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি সভায় মত প্রকাশ করলে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। (১) আয়া নিয়োগ করার সময় শিশু-বান্ধব আয়া নিয়োগ করা; এবং (২) সিসি ক্যামেরার ফুটেজ কেন্দ্র থেকে মনিটর করা।

- গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের মাঝিপাড়াসহ অন্যান্য স্থানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট' বিষয়ক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি এ বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করেছেন। কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্প্রতি কুমিল্লার একটি পূজা মণ্ডপে পবিত্র কোরআন শরীফ অবমাননার সূত্র ধরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘটনাসমূহ সংগঠিত হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ঘটনার দিন ভোরে পূজা মণ্ডপ থেকে পবিত্র কোরআন শরীফটি উদ্ধার করার পর, জনৈক ব্যক্তি ঘটনাটি ফেসবুকে লাইভ প্রচার করে। পরবর্তীতে ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এ ঘটনার সূত্র ধরেই দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)-র দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আচরণ কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এধরণের স্পর্শকাতর বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ভিডিও করার সুযোগ না দিয়ে তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে থানায় এসে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)-র বিরুদ্ধে তার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যর্থতার আচরণের জন্য বিধি অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ সকল স্পর্শকাতর ঘটনা মোকাবেলায় দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের আরও দায়িত্বশীল আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো উচিত। এ ধরণের অবস্থায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ সকল স্পর্শকাতর ঘটনা মোকাবেলায় উপস্থিত বুদ্ধিবৃত্তিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)-র দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আচরণের প্রেক্ষিতে বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্যানেল আইনজীবীদের মামলা পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা এবং আচরণ-বিধির প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উক্ত নীতিমালায় কিছু সংশোধন করা হয় এবং আচরণ বিধি অনুমোদন করা হয়।

৪.৯ গণমাধ্যমে প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি	তারিখ
লঞ্চ এমভি অভিযান ১০- এ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় কমিশনের পদক্ষেপ	২৪/১২/২০২১
'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, মানবাধিকার বৃত্তি কার্যক্রম ও অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২১ হস্তান্তর	২১/১২/২০২১
শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সংলাপ	১৪/১১/২০২১
'বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শনকে আমাদের ধারণ করতে হবে' জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা	১৫/০৮/২০২১
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা	০৫/০৮/২০২১
নারায়ণগঞ্জে কারখানায় আগুনে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।	০৯/০৭/২০২১
নারী ও শিশু ধর্ষণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির আহবান মাননীয় প্রধান বিচারপতির	১৯/০৬/২০২১
গরু চুরির অপবাদে যুবককে আগুনে ঝলসে দেয়ার ঘটনায় নিন্দা	২৬/০৪/২০২১
প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা	০৮/০৪/২০২১
সেফটি নেট প্রকল্পে হিজড়া/লিঙ্গান্তর মানুষদের আরও গ্রহণযোগ্য ও অর্থবহ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত অনলাইন পরামর্শক সভা	২৩/০৩/২০২১
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের মৃত্যুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের শোক	০৮/০৩/২০২১
লেখক মুশতাক আহমেদ এর মৃত্যুতে নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ	২৭/০৩/২০২১
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ করেছেন।	১০/০২/২০২১
দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা	২৫/০১/২০২১
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম এর মৃত্যুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের শোক	০২/০১/২০২১

কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর পথচলা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এখন এক-দশক বয়সী একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য মানবাধিকার কমিশনের তুলনায় এটি এখনও নবীন কমিশন। এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এখনো অনেক কিছুই অসম্পন্ন রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনবল বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনকে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিভাগীয় জেলা, উপজেলা অফিস স্থাপনে যে সকল সমস্যাদি রয়েছে তা নিরসন এবং কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় ভৌতকাঠামো নির্মাণ বিষয়সমূহকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনকে শক্তিশালী করার অর্থই হল কমিশনের 'এ' স্ট্যাটাস প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় শর্তাদি পূরণের সামর্থ্য যোগানো। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে এটিও বোঝায় যে কমিশনের চাকুরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং নিয়োগ প্রাপ্তরা কেউ চাকরি ছেড়ে চলে যাবে না এবং একটি দক্ষ জনশক্তি দ্বারা কমিশন পরিচালিত হবে। কমিশনকে আর্থিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন বা কমিশনের অর্থ-প্রবাহে কোন ঝুঁকি থাকলে তা যথাসময়েই নিরুপণ করে এর নিরসন করা প্রয়োজন।

অবশ্য, সরকারের সুদৃষ্টি কমিশনের প্রতি রয়েছে; সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে এবং দেশের মানুষের মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় একটি প্রধান সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে কমিশনও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মনে এ আশাবাদ জেগে উঠেছে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের অধিকার সুরক্ষায় আরও দৃশ্যমানভাবে অনেক অবদান রাখতে পারবে। সে পর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বে কমিশনকে কতকগুলো সুস্পষ্ট বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে।

কমিশনের জন্য এখনও প্রথম এবং প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিশনের জনবল বৃদ্ধি করা। জনবল বৃদ্ধির পথে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অন্তরায় রয়ে গেছে। মূখ্য অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগ প্রাপ্তদের অনেকেই পেনশন/আবাসন সুবিধা না থাকায় অন্যত্র যাথে কমিশনের চাকরি এখনও আকর্ষণীয় হিসেবে পরিচিতি পায়নি।

কমিশনের এখনও কোন স্থায়ী অফিস ভবন নাই। একটি স্থায়ী অফিস ভবন থাকলে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল একটি কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হতো এবং তাদের মধ্যে অফিসের প্রতি একটি মমত্ববোধ বা মালিকানা-বোধ সৃষ্টি হতো এবং ফলস্বরূপ কমিশনের ভাবমূর্তি ও সম্মানকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতো। একখন্ড জমি অধিগ্রহণ করা এবং একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা কমিশনের জন্য এখন একটি চ্যালেঞ্জ। কমিশন এলক্ষ্যে সরকারের সাথে যোগাযোগ ও লবিং

চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই এর একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করলেও Global Alliance for National Human Rights Institutions (GANHRI) বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দিয়েছে। সংস্থাটির মতে, প্যারিস নীতিমালার শর্তাদি পূরণে কমিশনের এখনো ঘাটতি রয়েছে। কারণ, ২০০৯ সালের যে আইনটির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা লাভ সে আইনের বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ না হওয়ার দায় কমিশনের ওপর বর্তায় না। প্রায় একই রকম আইন হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মানবাধিকার কমিশনকে 'এ স্ট্যাটাস' আর বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনকে 'বি স্ট্যাটাস' দেয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে কমিশন মনে করে।

কমিশন জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। তবে, বাস্তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে সকল অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমলে নেওয়া বা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, ই- ফাইলিংসহ তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল করা যায়নি। আশা করা যায়, আগামী বছরের মধ্যে এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আমরা দেখতে পাব।

কমিশনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কমিশন দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। এছাড়াও, কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা সংস্কারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে এবং আরব্ধ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের স্পৃহা ব্যক্ত করছে। খসড়া বৈষম্য-বিলোপ আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে আইনটি প্রণীত হলে নারী ও অন্যান্যদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা কমে আসবে কারণ এখনো বাল্য বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সমাজে রয়েই গেছে, যা নারীর সমান অধিকার প্রাপ্তিকে থামিয়ে দেয়। একটি বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা অনুধাবন সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারীদের মনে গতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা কমিশনের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ।

বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি-অধিকারসহ অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর গবেষণা, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সুরক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়নে আইন ও নীতিমালার প্রয়োগ, আইএলও কনভেনশন ও শ্রম-অধিকার, সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যা যা অনেক মানবিক সমস্যারই জন্ম দিয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কিন্তু যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যাদুকরি নেতৃত্বে দেশ আজ বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করে চলেছে। সরকারি কার্যনির্বাহ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফাঁক-ফোঁকর, দুর্নীতি, অপপ্রচেষ্টা ও অপপ্রয়োগের তথা অব্যবস্থাপনার মাত্রা কমিয়ে এনে এবং কর্তব্য-সম্পাদনকারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার নিবেদিত।

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সকল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নীতি ও রূপকল্প - যেমন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, ভিশন-২১০০ বা ডেল্টা-পরিকল্পনা-২১০০ এর সাথে এসডিজিসমূহ অর্জনকে একীভূত করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞাই পরিচয় বহন করে। যদি এসডিজি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিত হবে, সুশিক্ষার বিস্তার বহাল থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জিত হবে, শোভন কর্ম সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অটুট থাকবে। শুধু এগুলোই নয়, ২০৩০ এজেন্ডার সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে Equity বা ন্যায্য-বন্টনের নীতিমালার আওতায় সকল মানুষের সম-সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, এও বোধগম্য যে, এসডিজির সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় অধিকতর সামর্থ্যবান করবে। পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিসাধনের মাত্রা কমে আসবে। এসডিজি-১৬ এর অঙ্গীকার সকলের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং আইনের শাসন, শান্তি, সামাজিক ঐক্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মানে এই যে এসডিজির বাস্তবায়ন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করবে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজড়া, ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিত, হরিজন, বেদে, মুচি ইত্যাদি সকল নাগরিক সমাজের মূলধারায় অভিষিক্ত থাকবে এবং কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হবে না। এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, রূপকল্পের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং স্থায়ীভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ/ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হবে।

সংযুক্তি: ০১

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের বিভাগ/জেলাভিত্তিক দায়িত্বঃ

ক্র:নং	ছবি	নাম ও পদবী	বিভাগ/জেলার নাম
১		নাছিমা বেগম, এনডিসি মাননীয় চেয়ারম্যান	ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ
২		ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য	রাজশাহী ও রংপুর এবং নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর
৩		এডভোকেট তৌফিকা করিম সম্মানিত সদস্য	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চাঁদপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর
৪		চিংকিউ রোয়াজা সম্মানিত সদস্য	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
৫		মিজানুর রহমান খান সম্মানিত সদস্য	ফরিদপুর ও বরিশাল
৬		জেসমিন আরা বেগম সম্মানিত সদস্য	সিলেট

সংযুক্তি: ০২
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন এবং ই-মেইল এর তালিকাঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর	ই-মেইল
১।	**নারায়ণ চন্দ্র সরকার** সচিব (যুগ্ম সচিব)	৫৫০১৩৭১৬	secretary@nhrc.org.bd nsarkar64@gmail.com
২।	**মোঃ আশরাফুল আলম** পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (জেলা ও দায়রা জজ)	৫৫০১৩৭১৯	director.complaint@nhrc.org.bd liptonbjs@gmail.com
৩।	**কাজী আরফান আশিক** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৫৫০১৩৭২২	director.admin@nhrc.org.bd ashik.nhrc@gmail.com
৪।	**মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন** উপ-পরিচালক	৫৫০১৩৭২৪	gaji.complaint@nhrc.org.bd gaji_salauddin@yahoo.com
৫।	**এম রবিউল ইসলাম** উপ-পরিচালক	৫৫০১৩৭২১	rabiul.complaint@nhrc.org.bd robinnhrc@gmail.com
৬।	**সুস্মিতা পাইক** উপ-পরিচালক	৫৫০১৩৭২০	susmita.complaint@nhrc.org.bd paiksusmita@gmail.com
৭।	**ফারজানা নাজনীন তুলতুল** উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	০২-৫৫০১৪১৬৫	farjanatultul@gmail.com
৮।	**মোঃ আজহার হোসেন** উপ-পরিচালক	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.training@nhrc.org.bd azahar.sociology@gmail.com
৯।	**মোহাম্মদ তৌহিদ খান** উপ-পরিচালক	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.it@nhrc.org.bd abir9813@gmail.com
১০।	**মোঃ জামাল উদ্দিন** উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	ad.finance@nhrc.org.bd mjamal.nhrc@yahoo.com
১১।	**ফারহানা সাঈদ** উপ-পরিচালক ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (অতিঃ দায়িত্ব)	৫৫০১৩৭২৩	pro@nhrc.org.bd farhana.syead@gmail.com
১২।	**জেসমিন সুলতানা** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়	০২৪৭৭৭২৩৮৮৫-খুলনা ০২৪৭৮৮২১৩৪১- গোপালগঞ্জ	ad.mediation@nhrc.org.bd jesmintani35llb@gmail.com
১৩।	**মোঃ রবিউল ইসলাম** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়	০২০৩৫১৬৩৯৮৩- রাঙ্গামাটি ০২৩৩৩৩৪৬৭১৩- কক্সবাজার	ps.chairman@nhrc.org.bd rabiduens@gmail.com
১৪।	**মোঃ জুম্মান হোসেন** সহকারী পরিচালক (অর্থ)- চলতি দায়িত্ব	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	super@nhrc.org.bd jumman13@gmail.com
১৫।	**মোঃ জুলফিকার শাহিন** প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	titulig00@gmail.com
১৬।	**মোঃ আবু সালেহ্** প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮	nikhil.bd2009@gmail.com

সংযুক্তি: ০৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজন/সংশোধিত বাজেট (উপযোজনসহ) এবং ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	বাজেট (উপযোজনসহ)	প্রকৃত ব্যয় (৩০ জুন ২০২১) পর্যন্ত	অব্যয়িত অর্থ (৩০ জুন ২০২১) পর্যন্ত
		২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২০-২১
৩৬৩১১০১	**বেতন বাবদ সহায়তা**					
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১২,০০০,০০০	১১,৯২০,০০০	১১,৯২০,০০০	৮,৫৬৪,৩৬৩	৩,৩৫৫,৬৩৭
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	২,২২০,০০০	২,৩০০,০০০	২,৩০০,০০০	২,২৪৯,৮২৪	৫০,১৭৬
	মোট	**১৪,২২০,০০০**	**১৪,২২০,০০০**	**১৪,২২০,০০০**	**১০,৮১৪,১৮৭**	**৩,৪০৫,৮১৩**
৩৬৩১১০২	**ভাতাদি বাবদ সহায়তা**					
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৪০,০০০	৫৬,০০০	৫৬,০০০	৫৫,০২৫	৯৭৫
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৫০,০০০	৭০,০০০	৭০,০০০	৬৭,০০০	৩,০০০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫,৬০০,০০০	৫,১০০,০০০	৫,২০০,০০০	৫,১৮৮,৭৫২	১১,২৪৮
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৫০,০০০	৫৪৫,০০০	৫৪৫,০০০	৫৩৭,৬২৯	৭,৩৭১
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	১৫,০০০	৩৫,০০০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২৫০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	১৬৩,৫৭৬	৩৬,৪২৪
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩৫,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৩৬,৬৮০	৩,৩২০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২,০০০,০০০	২,৩৫০,০০০	২,৫৯৫,০০০	২,৫৯০,৩৭০	৪,৬৩০
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	২৮০,০০০	২৫০,০০০	৫,০০০		৫,০০০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	১৭৬,১৮০	২২৩,৮২০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	১৭০,১০০	২৯,৯০০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৩,০০০,০০০	৩,৭০০,০০০	২,২০০,০০০	৩,৬৪৭,৮২৪	(১,৪৪৭,৮২৪)
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২২০,০০০	২১৪,০০০	২১৪,০০০	১৯৮,৪৭৬	১৫,৫২৪
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩,০০০,০০০	২,৩০০,০০০	২,৩০০,০০০	২,০৫৯,৮০০	২৪০,২০০
	মোট	**১৫,৪৭৫,০০০**	**১৫,৪৭৫,০০০**	**১৫,৪৭৫,০০০**	**১৪,৯০৬,৪১২**	**৫৬৮,৫৮৮**
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা**					
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	১৭০,৫৮২	২২৯,৪১৮
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	-	১,৫০০,০০০	১,২৫০,০০০	১৬৮,৯৫৩	১,০৮১,০৪৭
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	২০০,০০০	৪০০,০০০	৪১০,০০০	৪০৫,৭৬০	৪,২৪০
৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫০,০০০	৪৫০,০০০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১০,০০০,০০০	৪,৫০০,০০০	৪,৪৫৫,০০০	১১১,৬২৫	৪,৩৪৩,৩৭৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১৮৯,৪৬৫	৩১০,৫৩৫
৩২১১১১৪	উপযোগ সেবা	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০		১০,০০০
৩২১১১১৫	পানি	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০	১১৩,৩২৯	১৮৬,৬৭১
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২০০,০০০	২০০,০০০	২৩৫,০০০	২৩০,৭০১	৪,২৯৯
৩২১১১১৯	ডাক	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	১,৬২৪	৪৮,৩৭৬
৩২১১১২০	টেলিফোন	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৩১৪,৬৯৫	৮৫,৩০৫
৩২১১১২১	মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০		২০,০০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ ব্যয়	২০,০০০,০০০	৭,৫০০,০০০	৭,৫০০,০০০	৩,৩৭৪,৫৬৩	৪,১২৫,৪৩৭
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৯২,২৭৬	৩০৭,৭২৪
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৭,৫০০,০০০	১৮,০০০,০০০	১৮,০০০,০০০	১৭,৫৮৪,৪২৪	৪১৫,৫৭৬
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৫,০০০,০০০	৭,৫০০,০০০	৭,৫০০,০০০	৭,১৫৮,৯৮৪	৩৪১,০১৬
৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	-	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৩৪৯,৪৬৫	১৫০,৫৩৫
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	৩০০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০০	-	১০০,০০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০		১০,০০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০	২৯৬,০৬৭	৩,৯৩৩
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০	১,০৫৩,১৭৪	১৪৬,৮২৬
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪,০০০,০০০	২,০০০,০০০	২,০০০,০০০	৬১,৭৮৮	১,৯৩৮,২১২
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৩৮৯,০১৭	১০,৯৮৩
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১,২৫০,০০০	১,১৭৯,৮৩৫	৭০,১৬৫
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৪০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	২৪৩,১১৪	১৫৬,৮৮৬
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৭০০,০০০	৭০০,০০০	৭০০,০০০	৫৪০,০২৬	১৫৯,৯৭৪
৩২৫৭৩০২	চিকিৎসা ব্যয়	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	৮০১,৯৩৮	৬৯৮,০৬২
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৩৫২,৭৮৬	১৪৭,২১৪
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০		১৫,০০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৬১,৯৯০	২৩৮,০১০
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০		৫০,০০০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬০০,০০০	৬০০,০০০	৬০০,০০০	৫০০,০০০	১০০,০০০
	মোট	**৬৬,৭৫৫,০০০**	**৫১,৭৫৫,০০০**	**৫১,৭৫৫,০০০**	**৩৫,৭৯৬,১৮১**	**১৫,৯৫৮,৮১৯**
৩৬৩১১০৮	**গবেষণা অনুদান**					
৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয়	৬০০,০০০	৮০০,০০০	৮০০,০০০	৭০০,০০০	১০০,০০০
	মোট	**৬০০,০০০**	**৮০০,০০০**	**৮০০,০০০**	**৭০০,০০০**	**১০০,০০০**
৩৬৩২১০২	**যন্ত্রপাতি অনুদান**					
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০		৫০,০০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	৩২১,৪৬০	৬৭৮,৫৪০
	মোট	**১,০৫০,০০০**	**১,০৫০,০০০**	**১,০৫০,০০০**	**৩২১,৪৬০**	**৭২৮,৫৪০**
৩৬৩২১০৫	**তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান**					
৪১১২২০১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৫০০,০০০	৯০০,০০০	৯০০,০০০	৮৮৭,০৯২	১২,৯০৮
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক	৯০০,০০০	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০	১,২৮৩,৪২০	১৬,৫৮০
	মোট	**১,৪০০,০০০**	**২,২০০,০০০**	**২,২০০,০০০**	**২,১৭০,৫১২**	**২৯,৪৮৮**
৩৬৩২১০৬	**অন্যান্য মূলধন অনুদান**					
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৫০০,০০০	৭০০,০০০	৭০০,০০০	৫৪১,২৬৭	১৫৮,৭৩৩
	মোট	**৫০০,০০০**	**৭০০,০০০**	**৭০০,০০০**	**৫৪১,২৬৭**	**১৫৮,৭৩৩**
সর্বমোট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনঃ		**১০০,০০০,০০০**	**৮৬,২০০,০০০**	**৮৬,২০০,০০০**	**৬৫,২৫০,০১৯**	**২০,৯৪৯,৯৮১**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ক্র: নং	পদের নাম	বিদ্যামান	নব সৃজনকৃত	মোট
১.	সচিব	১	০	১
৩.	পরিচালক	২	২	৪
৪.	উপ-পরিচালক	২	৬	৮
৫.	সহকারী পরিচালক	১১	৮	১৯
৬.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	০	১
৭.	একান্ত সচিব	১	০	১
৮.	গ্রন্থাগারিক	০	১	১
১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০	২	২
১১.	সুপারিনটেনডেন্ট (একাউন্ট)	১	০	১
১২.	ব্যক্তিগত সহকারী	৩	৪	৭
১৩.	উচ্চমান সহকারী	১	০	১
১৪.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
১৫.	বেঞ্চ এসিস্ট্যান্ট	৩	০	৩
১৬.	ডাটা এন্ট্রি / কেন্ট্রাল অপারেটর	২	০	২
১৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউপার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৬	৯
১৮.	ড্রাইভার	৩	১	৪
১৯.	নিরাপত্তা প্রহরী	১	২	৩
২০.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	২
২১.	বার্তাবাহক	২	০	২
২২.	অফিস সহায়ক	৯	৮	১৭
মোট		৪৮	৪১	৮৯

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

(ক) যানবাহন

ক্র: নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	জিপ	০০	০৩
২	কার	০০	০৩
৩	মাইক্রোবাস	০১	০২
৫	মোটর সাইকেল	০০	০২
৬	পিকআপ	০০	০১

(ক) অফিস সরঞ্জামাদি

ক্র: নং	সরঞ্জামের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
১	ফটোকপি মেশিন	০১	০৫
২	কম্পিউটার (আনুষংগিক যন্ত্রাংশসহ)	১০	৫০
৩	লেজার প্রিন্টার	০৬	২৫
৪	রঙিন প্রিন্টার	০০	০৫
৫	ফ্যাক্স	০০	০৫
৬	মোবাইল সেট	০০	০৪
৭	টেলিফোন সেট	০০	৩৪
৮	এয়ারকন্ডিশনার	০০	১২
৯	ফ্রিজ	০০	০৩
১০	টেলিভিশন	০০	০৩
১১	স্ক্যানার	০০	১১
১২	প্রজেক্টর	০০	০২
১৩	নিরাপত্তা ফটক	০০	০১
১৪	শব্দ ব্যবস্থা (মিলনায়তন কক্ষের জন্য)	০০	০১
১৫	ক্যামেরা	০০	০২
১৬	ফ্রাংকিং মেশিন	০০	০২

সংযুক্তি: ০৫
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহের তালিকা নিম্নরূপ

ক্র:নং	কমিটি	নাম ও পদবি	সদস্য সচিব
১	মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আইন, চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান	(ক) নাছিমা বেগম, এনডিসি, সভাপতি কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপ-পরিচালক
২	Committee on Dalit, Hijra, Religious, Ethnic, Non-citizen and other excluded minorities' rights	(ক) নাছিমা বেগম, এনডিসি, সভাপতি কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্য- সদস্য	সুস্মিতা পাইক উপ-পরিচালক
৩	Committee on Persons with Disability and Autism	(ক) নাছিমা বেগম, এনডিসি, সভাপতি (খ) মিজানুর রহমান খান,সদস্য	ফারজানা নাজনীন তুলতুল উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
৪	Committee on Child Rights and Child Labor	(ক) নাছিমা বেগম, এনডিসি, সভাপতি (খ) জেসমিন আরা বেগম, সদস্য (গ) মিজানুর রহমান খান,সদস্য	এম রবিউল ইসলাম উপ-পরিচালক
৫	Committee on Business and Human Rights and CSR (Corporate Social Responsibility)	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি (খ) এডভোকেট তৌফিকা করিম, সদস্য (গ) চিংকিউ রোয়াজা, সদস্য	মোহাম্মদ তৌহিদ খান উপ-পরিচালক
৬	Committee on Climate Change, Environment and Disaster Management	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি (খ) এডভোকেট তৌফিকা করিম, সদস্য (গ) জেসমিন আরা বেগম, সদস্য	মোঃ আজহার হোসেন উপ-পরিচালক
৭	Committee on Migrant Worker's Rights and Anti Trafficking	(ক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি (খ) মিজানুর রহমান খান,সদস্য	মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন উপ-পরিচালক
৮	মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কমিটি	(ক) এডভোকেট তৌফিকা করিম, সভাপতি (খ) মিজানুর রহমান খান,সদস্য (গ) জেসমিন আরা বেগম, সদস্য	মোঃ জামাল উদ্দিন উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

ক্র:নং	কমিটি	নাম ও পদবি	সদস্য সচিব
৯	Committee on CHT Affairs	(ক) চিংকিউ রোয়াজা, সভাপতি (খ) জেসমিন আরা বেগম, সদস্য	রবিউল ইসলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়
১০	Committee on Elderly People's Rights	(ক) নাছিমা বেগম, এনডিসি, সভাপতি (খ) এডভোকেট তৌফিকা করিম, সদস্য (গ) চিংকিউ রোয়াজা, সদস্য	মোঃ আজহার হোসেন উপ-পরিচালক
১১	Committee on Violence against Women and Children	(ক) জেসমিন আরা বেগম, সভাপতি (খ) এডভোকেট তৌফিকা করিম, সদস্য	সুস্মিতা পাইক উপ-পরিচালক
১২	Committee on Economic, Social, Cultural, Civil and Political Rights	(ক) মিজানুর রহমান খান, সদস্য (খ) জেসমিন আরা বেগম, সদস্য	ফারহানা সাঈদ উপ-পরিচালক

সংযুক্তি: ০৬
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পূর্বতন কমিশনারবৃন্দ

২০০৮ হতে ২০১০

চেয়ারম্যান	বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরি	২০০৮ হতে ২০১০
সার্বক্ষণিক সদস্য	নিরু কুমার চাকমা	২০০৮ হতে ২০১০
সদস্য	মনিরা খানম	২০০৮ হতে ২০১০

২০১০ হতে ২০১৬

চেয়ারম্যান	অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সার্বক্ষণিক সদস্য	কাজী রিয়াজুল হক	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ	নিরুপা দেওয়ান	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	ফৌজিয়া করিম ফিরোজ	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	আরমা দও	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	সেলিনা হোসেন	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬
	প্রফেসর মাহফুজা খানম	জুন ২০১০ - জুন ২০১৬

২০১৬ হতে ২০১৯

চেয়ারম্যান	কাজী রিয়াজুল হক	আগস্ট ২০১৬ - জুন ২০১৯
সার্বক্ষণিক সদস্য	মোঃ নজরুল ইসলাম	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ	বেগম নূরুন নাহার ওসমানী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	এনামুল হক চৌধুরী	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক আখতার হোসেন	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯
	বাঞ্ছিতা চাকমা	আগস্ট ২০১৬ - আগস্ট ২০১৯

২০১৯ হতে চলমান

চেয়ারম্যান	নাছিমা বেগম, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
সার্বক্ষণিক সদস্য	ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যবৃন্দ	এডভোকেট তৌফিকা করিম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
	চিংকিউ রোয়াজা	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
	জেসমিন আরা বেগম	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
	মিজানুর রহমান খান	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - চলমান
	ড. নমিতা হালদার, এনডিসি	সেপ্টেম্বর ২০১৯ - আগস্ট ২০২১

সংযুক্তি: ০৭
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জেলা কার্যালয়সমূহ

রাঙামাটি রাজবাড়ী রোড, রাঙামাটি সদর রাঙামাটি ৪৫০০ **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** ফোনঃ ০৩৫১৬৩৯৮৩ মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫ ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com	**কক্সবাজার** এসএম ম্যানশন, (গ্রাউণ্ড ফ্লোর) সিরাজ আহমেদ নাজির রোড, বাহারছড়া কক্সবাজার সদর। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** ফোনঃ ০২৩৩৩৩৪৬৭১৩ মোবাইলঃ ০১৩১৭৩৫৮৯৩৫ ই-মেইলঃ rabiduens@gmail.com
খুলনা ৬এ (লিফট ৫), শিকদার-গাফফার টাওয়ার ৮ নং পি সি রায় রোড, খুলনা। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯ ফোনঃ ০২৪৭৭৭২৩৮৮৫ ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd	**গোপালগঞ্জ** হোল্ডিং নং-৪৬২, গ্রাম- পাঁচুরিয়া ডাকঘর-গোপালগঞ্জ, থানা- গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** মোবাইলঃ ০১৭৪৬২০৮০৪৯ ফোনঃ০২৪৭৮৮২১৩৪১ ই-মেইলঃ ad.mediation@nhrc.org.bd

সংযুক্তি: ০৮
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭২২ মোবাইলঃ +৮৮-০১৫৫২৩৩০০৯৫ ই-মেইলঃ director.admin@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন,৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd
আপীল কর্মকর্তা	সচিব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৭১৬ মোবাইলঃ +৮৮-০১৭১১২০১৩৩২ ই-মেইলঃ secretary@nhrc.org.bd কার্যালয়ঃ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নবম তলা, বিটিএমসি ভবন,৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ দাখিল

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত "Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality " শীর্ষক সেমিনার

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী মাননীয় সংসদ সদস্যদের একাংশের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ সংশোধন বিষয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের সঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পরামর্শ সভা

Colombian Ombudsman এর আমন্ত্রণে ১৯-২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ Ombudsman International Meeting on Migration and Refugee: Rights at Risk শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি, তিনি কলম্বিয়ায় অবস্থিত ভেনিজুয়েলার শরনার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশে আশ্রিত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারসহ নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বিশ্বজনমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

3rd UN South Asia Forum on Business and Human Rights শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাননীয় চেয়ারম্যান ও মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য। উক্ত সম্মেলনে ভারত, মালদ্বীপ ও কোরিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন

3rd UN South Asia Forum on Business and Human Rights শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাননীয় চেয়ারম্যান ও মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ ও কোরিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এম্বাসেডর কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইন সভা

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

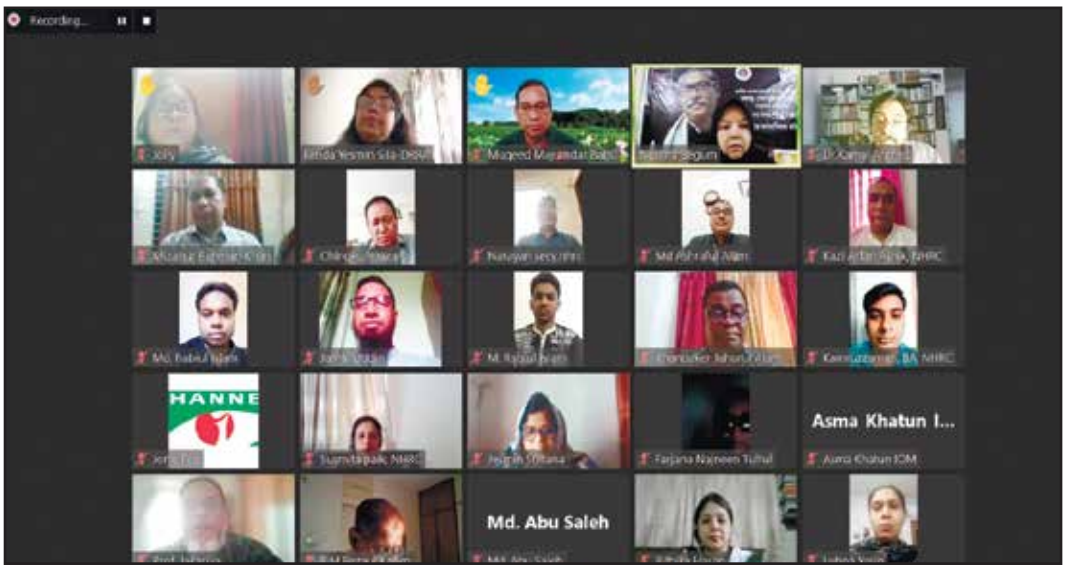

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইন সভা

আইন ও সালিস কেন্দ্রে আয়োজিত National Strategy Consultation for the Establishment of South Asian Regional Human Rights Machanism এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

রংপুরের পীরগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব আশরাফুল আলমের নেতৃত্বে তথ্যানুসন্ধান কমিটি ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে

সিলেটে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ও মানবাধিকার বিষয়ক গাইডলাইন প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কমিশন কতৃক গঠিত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির নির্বাহী সারসংক্ষেপ উপস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আনিসুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সুদীপ্ত মুখার্জি, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। নির্বাহী সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম

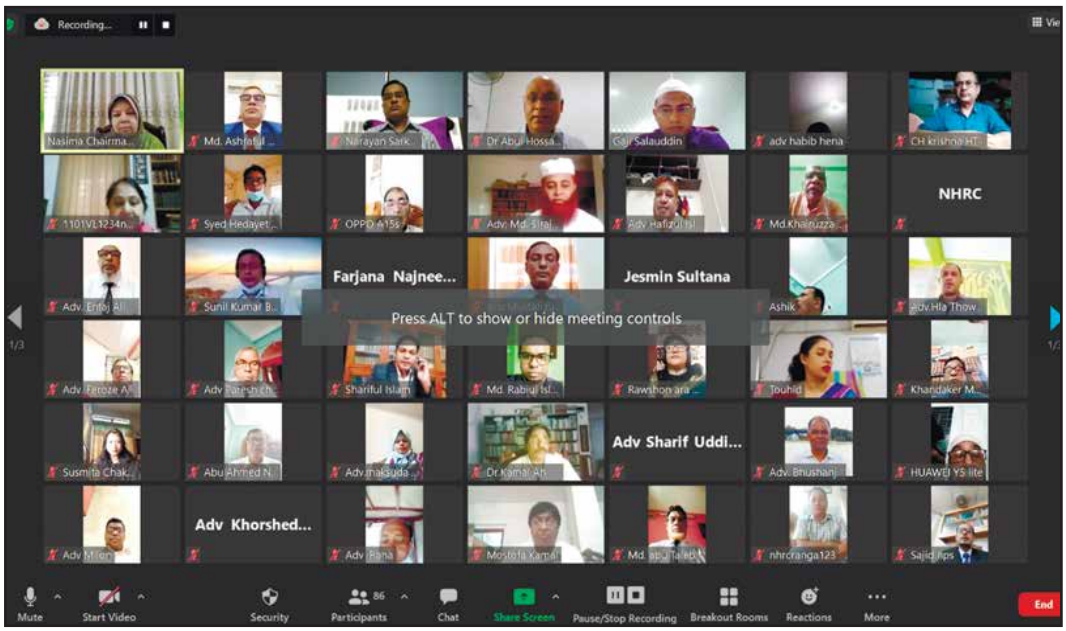

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মাননীয় চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

পুলিশ স্টাফ কলেজে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি

পুলিশ স্টাফ কলেজে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পুলিশের কর্মকর্তাগণ

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

পুলিশ স্টাফ কলেজে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষনিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

কিশোর অপরাধ দমনে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জনসচেতনতামূলক প্রচারণার অংশ হিসেবে র‍্যাব আয়োজিত টিভিসি উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সংযুক্তি: ০৯
ফটো গ্যালারি

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

দেশব্যাপী মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউ-এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য, অবৈতনিক সদস্য এবং সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়

খুলনার বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

রংপুরের বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালি

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র - ১৯৪৮

১। জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২। কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩। স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪। কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫। নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬। মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭। আইনের চোখে সবাই সমান
৮। বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯। বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০। নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১। আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩। নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪। নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫। জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬। বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭। সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮। ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯। মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১। গণতান্ত্রিক অধিকার
২২। সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩। স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার
২৪। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬। সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭। মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮। মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯। অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০। মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd, হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮